সচিত্র

ঐতিহাসিক উপাখ্যান।

নূরজাহান।

কলিকাতা উত্তরবিভাগস্থ উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক স্কুল সমূহের
ইন্স্পেক্‌টীং পণ্ডিত
শ্রীমতিলাল দত্ত কর্ত্তৃক সংঙ্কলিত।

কলিকাতা
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৯

সচিত্র

ঐতিহাসিক উপাখ্যান।

নূরজাহান।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী,

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, পপুলার লাইব্রেরী,

৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বানার্জ্জি কোং,

এবং অন্যান্য দোকানেও পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র নচ বিদ্যা নচ পৌরষঃ।

পরম সৌভাগ্যশালী বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন পারস্য সম্রাটের উজীর-পুত্র মীর্জ্জা গায়সউদ্দীন মহম্মদ কালচক্রের অলঙ্ঘনীয় গতিভেদে এরূপ বিপন্ন হইয়াপড়িয়াছিলেন যে, তিনি সেই সময়ে আত্মীয় স্বজনের সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদেরই উত্তেজনায় বিব্রত হইয়া, তাঁহাকে দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি নানা কারণে দেশ ত্যাগ করিয়া, সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু অদৃষ্ট যে তাঁহার সহিত গমন করিতেছে, তাহা তিনি একবারও ভাবিলেন না। গায়স উদ্দীন মহম্মদ অতি কষ্টে দেশত্যাগ করিয়া, মনে ভাবিলেন; বোধ হয় এখন আমি সকল কষ্ট হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হই-লাম। তিনি এইরূপ চিন্তারতচিত্তে পথপর্য্যটন করিতে করিতে এক অকূল প্রান্তরে মরু ভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে যেরূপ স্থান, তথায় জনমানবের সমাগম নাই, বৃক্ষের ছায়ামাত্র নাই; কেবল চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। তিনি এই বিপজ্জনকস্থানে ভয়ঙ্কর অবস্থা সন্দর্শন করিয়া, সকলের জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন; এমত সময়ে হঠাৎ একদল দস্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তিনি তাহাদিগের ভাবভঙ্গী দেখিয়া অতি বিনীতভাবে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার সেই সকল বাক্যের প্রতিবাদ না করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট যাহা কিছু সম্বল ছিল, সমস্তই লইয়া প্রস্থান করিল। তখন তিনি সেই স্থানে অনেকক্ষণ উপবিষ্ট থাকিয়া মনে ভাবিলেন; এই জনশূন্য মরুভূমির মধ্যে বসিয়া, এই উপস্থিত দুঃখের বিষয় ভাবিলে আর কি

হইবে। যে গতিকে হউক, সকলের জীবন রক্ষার জন্য লোকালয়ে যাইবার চেষ্টা করা উচিত। তিনি এই ভাবিয়া সকলের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। "যখন সময়ের গতি মন্দ হয়, তখন দুঃখের উপর দুঃখই আসিয়া উপস্থিত হয়"। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিলে, তাঁহার পত্নী এক কন্যা প্রসব করিলেন। এই বিপদ দেখিয়া, তিনি মনে ভাবিলেন; কন্যার জন্য এই স্থানে অবস্থিতি করিলে সকলেরই প্রাণ বিনাস হইতে পারে অতএব এই কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই উচিত বোধ হইতেছে। এই স্থির করিয়া তিনি কন্যাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে তাঁহার পত্নী কন্যার শোকে একান্ত অধীরা হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অনন্যো-পায় হইয়া, পুনরায় সেই কন্যাকে আনিয়া দিলেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্রগণ ক্ষুধার জ্বালায় একান্ত অধীর হইয়া, পথপর্য্যটনে অসমর্থ হইল। 'ঈশ্বরের দয়া সর্ব্বত্র সমভাবে বিচরণ করিতেছে।' তাঁহার দয়া হইলে সুখের সমাগম অতি সহজেই হইতে পারে। তিনি কি উপায়ে তাহাদিগকে লইয়া যাইব, এই চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে একদল ধনাঢ্য বণিক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জলমগ্ন ব্যক্তিগণ জল মধ্যে যেমন এক খণ্ড কাষ্ঠফলক প্রাপ্ত হইলে জীবন রক্ষার আশা প্রাপ্ত হয়। তিনি এই সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ লাভে তদ্রূপ আশ্বস্ত হইয়া, তাঁহাদিগের পরিচয় লইয়া জানিলেন, তাঁহারা হিন্দুস্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেছেন। এই বণিক সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের নাম (মল্লিক মসুউদ্)। তিনি তাঁহাদিগের বিপদের কথা শুনিয়া সকলকেই খাদ্য প্রদান করিয়া কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া, দিল্লীশ্বর আকবরের সহিত পরিচয় করিয়া দিব। তাঁহার কিঞ্চিৎ দয়া হইলেই তোমাদিগের সকল দুঃখের অবসান হইবে।" তিনি এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক লাহোরে আনিয়া তাঁহাকে

সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্রাট, মির্জ্জা গায়স উদ্দীন মহম্মদের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে "মন্‌সবদার" এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সম্রাটের অনুগ্রহে মির্জ্জা গায়স্‌উদ্দীনের সকল দুঃখের—দশা অপনীত হইয়া সুখের অবস্থা উপনীত হইল। তখন গায়েসবেগ জানিলেন, এই কন্যার জন্মদিন হইতে আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী সদয় হইয়াছেন। এজন্য তিনি ঐ "কন্যার নাম মেহেরুন্নিষা রাখিয়া" তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। সময়ে এই কন্যাই ভারতসাম্রাজ্ঞী ও রমণীকুলের শিরোমণি হইয়াছিলেন। সৌভাগ্য লক্ষ্মী যে, মনুষ্যকুলের আরাধ্যা, তাহা নূরজাহানের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য এই; আমি অনেক পুস্তক হইতে এই উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছি; যদি ভ্রমবশতঃ এই বৃহৎ কার্য্যের কোন স্থান অসংলগ্ন হইয়া থাকে? অনুগ্রহ করিয়া আমাকে, সেই বিষয় জানাইলে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে সময়ে তাহা সংশোধন করিয়া, বিজ্ঞাপনে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া দিব নিবেদন ইতি।

একান্ত বশম্বদ

শ্রীমতিলাল দত্ত।

নূরজাহান।
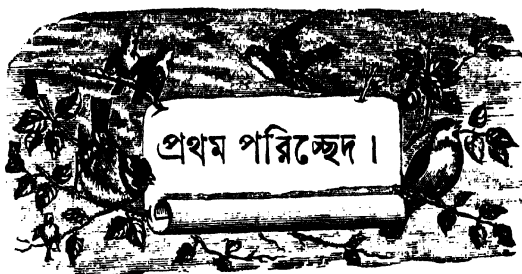
পারস্য দেশে তেহারন্ নামক এক প্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় খ্বাজা মহম্মদ শরীফের জন্ম হয়। তিনি পিতা মাতার যত্নে অতি অল্পবয়সেই নানাবিদ্যায় সুশি-ক্ষিত হইয়াছিলেন। খোরাসান রাজ্যের অধিপতি মহম্মদ-খাঁ-সরক-উদ্দীন্-উগ্‌লু-তাকলু তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত করেন। খ্বাজা মহম্মদ শরীফ একজন সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। উগলু-তাকলুর পুত্র যখন তাতারের সুলতান্‌পদ

লাভ করেন, তখন খাঁজা মহম্মদ শরীফ, তাঁহার নিকট উজীরীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সুলতানের মৃত্যুর পর, খাজা মহম্মদ শরীফ, পারস্যের অধিপতি সাহ তমাস্পের নিকট উজীরীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে খাঁজা মহম্মদ শরীফের দুই পুত্র হয়। প্রথমের নাম 'আগা মহম্মদ তাহের', দ্বিতীয়ের নাম 'মীর্জ্জা গায়স্ উদ্দীন্ মহম্মদ'; উভয় ভ্রাতাই নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। খাজা মহম্মদের মৃত্যু হইলে, আগা মহম্মদ-তাহের, পিতৃশোকে নিরতিশয় কাতর হইয়া কহিলেন, সংসার অতি দুঃখজনক স্থান, আর ধর্ম্মারাধনাই মনুষ্য জীবনের প্রধান কার্য্য ; এই বলিয়া, তিনি মোসাফের হইয়া দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। মীর্জ্জা গায়স্-উদ্দীন্-মহম্মদ সংসারের মোহিনী মায়ায় বিমোহিত হইয়া দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, ক্রমে তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়। তিনি যে টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দে তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইত না। সুতরাং তিনি কিছু দিনের মধ্যে ঋণ-জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অন্য এক নাম 'গায়স্-বেগ'। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের একটীর নাম 'মহম্মদ শরীফ' ও অন্যটীর নাম মীর্জ্জা 'আবুল হোসেন'।

গায়স বেগ অতি অল্প দিনের মধ্যে সংসারের অনিবার্য্য

ব্যয়ভারে নিষ্পেষিত হইয়া নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের পরম পীড়নে তাঁহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। উত্তমর্ণের কর্কশ বাক্য ও সংসারের অভাব, এই উভয় যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এরূপ অবস্থায় এইস্থানে থাকিতে হইলে, আমার দুঃখের অবধি থাকিবে না। যদি আত্মীয়গণের গলগ্রহ হই, তাহা হইলে অন্নাচ্ছাদনের কষ্ট দূর হইবে বটে, কিন্তু তাহাদিগের অপ্রীতিকর মুখ-ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাহা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও আমার পক্ষে অধিক কষ্টকর বলিয়া অনুভূত হইবে। অতএব যত সত্বর পারি, এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যথেচ্ছ গমন করিয়া, অনায়াসলভ্য ফল মূল বা শ্রমসাধ্য শাক-অন্নে অতি কষ্টে জীবনযাপন করা সুখজনক বলিয়া বোধ করিব। কিন্তু "মনুষ্য মাত্রেই এই সংসারক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, সুখান্তে দুঃখ ও দুঃখান্তে সুখের উপভোগ করিয়া থাকে" তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়া, অচিরকাল মধ্যেই স্থান পরিত্যাগ করাই সিদ্ধান্ত করিলেন। গায়স্ বেগ্ দারাপত্য লইয়া দেশত্যাগ করিবেন, মনে মনে এই স্থির করিলেন বটে, কিন্তু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। তিনি নানারূপ যন্ত্রণায় ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া, কখনও ধনী, কখনও নির্ধন, কখনও বা উজীর, মনে মনে এইরূপ আপন বর্ত্তমান অবস্থার সুখদুঃখ চিন্তা

করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, এদেশের যে সকল ব্যক্তি দুঃখের অবস্থায় পতিত হয়েন, তাঁহারা দুঃখভার লাঘব করিবার জন্য প্রায়ই দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করিয়া থাকেন এবং কিছুকাল তথায় থাকিয়া, নানা উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিলে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, পরম সুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন। আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, দেশে থাকিয়া আত্মীয় স্বজনের ঘৃণাকর বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা, অপরিচিত দয়ার্দ্র-চিত্ত বিদেশবাসিগণের নিকট মুষ্টি-ভিক্ষা করাও আমার আনন্দজনক বলিয়া বোধ হইবে। অতএব যত সত্বর পারি, দেশত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

গায়স্ বেগ্ দেশত্যাগ করিবেন, মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া, আত্মীয়গণের অজ্ঞাতসারে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইলেন এবং একদিন রাত্রিকালে সকলের অজ্ঞাতসারে দুইটী অশ্ব ও চারিটী পুত্র কন্যাকে সঙ্গে লইয়া হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দেশত্যাগী গায়স্ বেগ্।

গায়স্ বেগ্ অতি দুঃখের অবস্থায় পতিত হইলে আত্মীয়গণের অবজ্ঞাসূচক মর্ম্মভেদী বাক্য তাঁহার মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগের বাক্যে এরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, আসন্নপ্রসবা পত্নীর প্রসবকাল পর্য্যন্তও স্বদেশে থাকিতে পারিলেন না। গায়স বেগ্ অতিকষ্টে পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশক্তি-মান্ জগদীশ্বর এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই অনন্ত জীবসমূহের রচনা বিধান করিয়াছেন, এবং তাহারা স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে বলিয়া, তিনি তাহাদিগের আহারোপযোগী অসংখ্য খাদ্য দ্রব্যও সংগৃহীত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য,

বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি দ্বারা সর্ব্ববিধ জন্তুর উপর আধিপত্য করে এবং খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিয়া আহার করে। ক্ষুধা হইলে কোন কোন পশু আপন অপেক্ষা দুর্ব্বল জন্তুর প্রাণবধ করিয়া মাংস খায়; কেহ বা লতা পাতা, ফল মূল ও ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করে। বুদ্ধিজীবী মনুষ্য আপনাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, অন্য কোনও প্রাণী তাহা করিতে পারে না। কিন্তু বিপৎকালে অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইতে দেখা যায়। হরিণ যেরূপ মরুভূমির মৃগতৃষ্ণিকায় বিমোহিত হইয়া বলবতী জল-প্রত্যাশায় সেই দিকেই ধাবমান হয়, মনুষ্যগণও তদ্রূপ সংসারের মোহিনী মায়ায় বিমোহিত হইয়া, সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভের জন্য, কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া যে দেশ ইচ্ছা, তদভিমুখেই গমন করিয়া থাকে। গায়স্ বেগ্ পরিবারবর্গের দুঃখে একান্ত কাতর ও তাহাদিগের ভবিষ্যৎ সুখের প্রলোভনে আশ্বাসিত হইয়া, হিন্দুস্থানাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন।

গায়স্ বেগ্ দুঃখের অবস্থায় নিরতিশয় কাতর হইয়া ও স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাস্থান অতিক্রম করিয়া, অবশেষে কান্দাহারের মরুপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় মধ্যাহ্নকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে বালুকারাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উড্ডীন হইতেছে। একটি প্রাণীর সমাগম নাই; বৃক্ষ লতাদির চিহ্নমাত্র নাই; কেবল চতুর্দ্দিকে

অনন্ত বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। গায়স্ বেগ্ পুত্র ও কন্যাগণের সহিত মরুভূমির ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া, কি উপায়ে পরিবারবর্গের জীবন রক্ষা করিব, এই চিন্তা করিতেছেন; এমত সময়ে একদল দস্যু আসিয়া তাঁহা-দিগকে আক্রমণ করিল। গায়স্ বেগ্ এইরূপ বিপদে পতিত হইয়া মুক্তিলাভের জন্য অতি কাতর বাক্যে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, "আমি অতি দুঃখী, পরিবারবর্গের অন্নাচ্ছাদন প্রদানে অসমর্থ হইয়া দেশত্যাগ করিয়াছি। আমাদিগের দুঃখের কথা শ্রবণ করিলে, মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইবে।" অতএব আমি বিনীতভাবে আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না। দস্যুগণ তাঁহার কাতর বাক্য শ্রবণে বধির হইয়া আপনাদিগেরই উপায়চিন্তা করিতে লাগিল। গায়স্ বেগ্ অতি বিনীতভাবে তাহাদিগের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, আপনারা দয়া প্রকাশ না করিলে আমাদিগের জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই, এই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দস্যুগণের স্বভাবই পরস্বাপহরণ,—আপন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য মনুষ্যগণের জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া থাকে এবং আপনাদিগের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইলেই অনুপম আনন্দ উপভোগ করে। তাহারা গায়স্ বেগের বিনয়-বাক্য শ্রবণে বধির হইয়া, তাঁহার সহিত যাহা কিছু দ্রব্য

সামগ্রী ছিল, তৎসমুদায়ই লুণ্ঠন করিতে লাগিল। গায়স্ বেগ্ তখন মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ঈশ্বর মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি প্রদান এবং সদসদ্ বিচার করিবার ক্ষমতাও বিধান করিয়াছেন। যাহারা যেরূপ প্রবৃত্তির লোক হউক না কেন, তাহদিগের হৃদয়ে দয়া ও ধর্ম্মজ্ঞান কিছু না কিছু নিশ্চিতই বিদ্যমান আছে; ইহারা দস্যু,—পুত্র কন্যা ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ ও সন্তোষ সাধনের জন্যই এই ঘৃণাকর দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদিগের হৃদয়ে অপত্যস্নেহ ও দয়া না থাকিলে অর্থের জন্য কখনই ইহারা এমত অসৎ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত না। "সংসার-আশ্রমের সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করা মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম" এই জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত আছে। আমি, পুত্র কন্যা ও পরিবারের জীবন রক্ষার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ইহারা আমাদিগের প্রতি অবশ্যই দয়া প্রকাশ করিতে পারে।

গায়স্ বেগ্ মনে মনে এই স্থির করিয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন, মহাশয়গণ! আপনারা পরিবারবর্গের দুঃখ দূর করিয়া তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য, এই অসৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন; আমিও দুঃখের অবস্থায় পতিত হইয়া পরিবারবর্গের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদনের জন্য দেশত্যাগ করিয়াছি। আপনাদের হৃদয়ে দয়া স্নেহ সকলই বর্ত্তমান আছে; আমার নিকট যে যৎসামান্য অর্থ আছে,

তাহা অপহৃত হইলেই সমভিব্যাহারী বালক বালিকাগণের জীবন রক্ষার ব্যাঘাত হইতে পারে। অপত্য-স্নেহের লেশ-মাত্রও যখন আপনাদের অন্তঃকরণে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। দস্যুগণ তাঁহার এবম্বিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিল, পরের দ্রব্য লুণ্ঠন ও অপহরণ করিয়াই আমাদিগের জীবন-রক্ষা হয়; এই মাত্র আমরা জানি। দয়া ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানি না। তাহারা এই কথা বলিয়া, গায়স্ বেগের পথের সম্বল যাহা কিছু ছিল, সমস্তই কাড়িয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

গায়স্ বেগ্ বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া, দেশত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু "দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্যেরই অনুসরণ করে" এ কথাটী তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি পথিমধ্যে দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পথের সম্বল যাহা কিছু ছিল, সমস্তই হারাইয়া, অসীম প্রান্তরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি উপায়ে ইহাদিগের জীবন রক্ষা করিয়া, এই দুস্তর মরুভূমি হইতে উত্তীর্ণ হইব। পুত্র কন্যাগণ যখন পথিশ্রমে কাতর হইয়া, আমার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিবে, তখন এমন কিছুই নাই যে, আমি তদ্দ্বারা তাহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিব; এই চিন্তাতেই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

গায়স্ বেগ্ অতি বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। তিনি অতি

কষ্টে, আপন মনোভাব গোপন করিয়া, পুত্র কন্যাদিগের সহিত পথ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে পর সন্তানগণ পথিশ্রমে ও ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া পিতা মাতার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। গায়স্ বেগ অতি কষ্টে মনোদুঃখ মনোমধ্যে বিলীন করিয়া, তাহাদিগকে কেবল উৎসাহ বাক্য প্রদান পূর্ব্বক পথ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ই অসহায়ের সহায়। এই সময়ে পারস্য ও তাতার দেশের বণিগ্গণ কেহ হিন্দুস্থানে গমন করিতেছেন, কেহ বা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। পথি-মধ্যে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে গায়স্ বেগ্ তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত দুঃখের বৃত্তান্ত জানাইয়া, বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য প্রার্থনা করিলেন। বণিগ্গণ তাঁহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, যথাসাধ্য অর্থ ও খাদ্য প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

গায়স্ বেগ্ এইরূপ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে পুত্র ও কন্যাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, অতি কষ্টে পথ পর্য্যটন পূর্ব্বক এক বন-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালক বালিকাগণ মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডতাপে পরিতপ্ত ও পথিশ্রমে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া, পত্র-পুষ্প-পরিশোভিত এক বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিল। গায়স্ বেগ্ অশ্বগণের রশ্মি উন্মোচন করিয়া দিলে, তাহারা গাত্র

কণ্ডূয়ন করিয়া. নবদূর্ব্বাদল ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া চারি দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই সময়ে গায়স্ বেগ্ পত্নীকে কহিলেন, এই জনশূন্য বনপ্রান্তে শরীরের শান্তি সুখে বিমোহিত হইয়া সময় অতিবাহিত করা কোনমতেই উচিত নহে। কারণ এই বন অতি ভয়ঙ্কর স্থান। সন্ধ্যার সমাগম হইলেই, ইহা ব্যাঘ্র, ভল্লুক, প্রভৃতি নিশাচর জন্তুর লীলাভূমি হইবে; তাহারা মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তু-দিগকে পাইলেই, তাহাদিগের প্রাণ বধ করিয়া উদর পূর্ত্তি করিবে। বিশ্রাম সুখে পরিতৃপ্ত হইয়া, আর এখানে সময় ক্ষেপ করা কোনমতেই উচিত নহে। সন্ধ্যার প্রারম্ভ না হইতেই লোকালয়ে গমন করা উচিত হইতেছে। গায়স্ বেগ্ সকলের প্রাণের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া এই উপদেশ দিতে-ছেন, এমত সময়ে গায়স্-পত্নী প্রসব-বেদনায় একান্ত অধীর হইয়া, স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! গর্ভ-যন্ত্রণায় আমার সর্ব্ব শরীর অবসন্ন হইতেছে; এতদবস্থায় পথ পর্য্যটন করা আমার পক্ষে অতিশয় কষ্টকর। এই বলিয়া তিনি গর্ভযন্ত্রণায় ভূতলে শয়ন করিলেন।

গায়স্ বেগ্ অকস্মাৎ পত্নীর এইরূপ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া ভয়ে ও চিন্তায় হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে অতিকষ্টে প্রকৃতিস্থ হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মনুষ্যের সুখ দুঃখ, সময়েরই অনুসরণ করে। আমার যেরূপ সময়, তদনুরূপ ঘটনাও উপস্থিত

হইয়াছে। আমি চিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলে এই বিপজ্জনক স্থানে কাহারও প্রাণরক্ষা করিতে পারিব না। এই জনশূন্য স্থানে মনুষ্যের সমাগম নাই; বিপদ্ সমাগত হইলে, কাহারও নিকট সাহায্য পাইব, এরূপ আশাও করিতে পারি না। জগদীশ্বর আমাদিগের অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ত নিশ্চিতই হইবে। উপস্থিত বিপদের বিভীষিকায় হতজ্ঞান হইলে, নানারূপ বিপদ্ সমাগত হইতে পারে। যতক্ষণ সময় আছে, ততক্ষণ তাহার সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করাই উচিত। গায়স্ বেগ মনে মনে এই সকল উপায় চিন্তা করিলেন, এবং পত্নীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, অশেষ-বিধ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মনুষ্যের জন্ম মৃত্যু, ও সুখ দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বশক্তিমান্, বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বর যাহার ভাগ্যে যেরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহার ফল যথাসময়ে নিশ্চিতই ফলিতে হইবে। গায়স্ বেগ্ মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এবং মুখে প্রিয় পত্নীর উপস্থিত ক্লেশ দূরীকরণ মানসে নানা-বিধ উৎসাহ বাক্য বলিতেছেন, এমত সময়ে গায়স্-পত্নী বিনা কষ্টে এক পরমসুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। বিধা-তার নির্ব্বন্ধ কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। যাঁহারা বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া নানাকষ্টে ক্লিষ্ট ও প্রাণের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া লোকালয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—অপত্য স্নেহের এমনই অনির্ব্বচনীয়

প্রভাব—তাঁহারাই কন্যার অপরূপ বদন-শোভা সন্দর্শন করিয়া সকল দুঃখই বিস্মৃত হইলেন। গায়স্-পত্নী মায়া-প্রভাবে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া সাদরে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন।

গায়স্ বেগ্ স্বীয় পত্নীকে এবম্বিধ অবস্থায় প্রকৃতিস্থ দেখিয়া অতি কাতর বাক্যে কহিলেন, প্রিয়ে! এই জনশূন্য স্থানে আর অধিক সময় অতিবাহিত করা উচিত হইতেছে না, কারণ দিবস অবসন্ন প্রায়; সন্ধ্যার সমাগম হইলেই এই বন সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি যাবতীয় হিংস্র জন্তুর লীলাভূমি হইবে। যে সময় আছে, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ ক্লেশ সহ্য করিয়া পথপর্য্যটন করিলেই আমরা যথাসময়ে লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিব; তখন আর আমাদিগকে কাহারও মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। অতএব আইস, আর এখানে বিশ্রাম-সুখে বিমোহিত হইয়া সময় অতিবাহিত করা উচিত হইতেছে না।

গায়স্-পত্নী, স্বামীর এই সকল উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি কাতর বাক্যে কহিলেন, নাথ! আপনার বাক্যে আমি সন্তুষ্ট হইলাম বটে; কিন্তু আমি গর্ভাবস্থায় পথ পর্য্যটন করিয়া যেরূপ ক্লান্ত হইয়াছি, প্রসব-যন্ত্রণায় তদপেক্ষা অধিকতর আক্রান্ত হইয়া, চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া পড়িয়াছি। এই অবস্থায় আমার অঙ্গ সঞ্চালন করিবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নাই। আর এই সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে

ক্রোড়ে লইয়া চলিতে হইলে, পথের কষ্টে উহারও প্রাণ বিয়োগ হইবে। গায়স্ বেগ্ প্রিয়বাক্যে পত্নীর সন্তোষ-সাধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমরা যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, সে স্থানে কোন মানবের সমাগম নাই যে, তাহার নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া, নিরাপদে এই কাল রজনী অতিবাহিত করিয়া সকলের জীবন রক্ষা করিব। অতএব মৃত্যুই আমাদিগের পক্ষে স্থির নিশ্চয়। তিনি এই বলিয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

গায়স্ পত্নী স্বামীর বাক্যে জীবন-রক্ষা বিষয়ে হতাশ ও স্তম্ভিতভাবে ম্রিয়মাণা হইয়া রহিলেন। চিন্তার আধিক্য-প্রযুক্ত তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। গায়স্ বেগ্ পত্নীর এবম্বিধ দুঃখের অবস্থা সন্দর্শন পূর্ব্বক আকুল-হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগি-লেন। পুত্র কন্যাগণ পিতা মাতাকে শোকার্ত্ত ও বিকলচিত্ত দেখিয়া, ভয়বিহ্বল হৃদয়ে ও ম্লানবদনে তাঁহাদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। গায়স্ বেগ্ সকলের এরূপ অবস্থা দেখিয়া অতি কষ্টে মনোবেগ সংবরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমরা ক্রন্দন করিও না, আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাদিগকে লইয়া, লোকালয়ে যাইতেছি। গায়স্ বেগ্ সকলকে এইরূপ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন বটে, কিন্তু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কি উপায়ে তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিবেন,

কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে মনে মনে স্থির করিলেন, সদ্যোজাতা কন্যাটীকে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কাহারও জীবন রক্ষা হইবে না।

গায়স্ বেগ্ মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিলেন বটে, কিন্তু এই হৃদয়-বিদারক কর্কশবাক্য কিরূপে মুখ হইতে নিঃসৃত করিব, মনে মনে ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সন্তান পিতা মাতার হৃদয়-বৃন্তের একটী পুষ্প স্বরূপ। বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বর, মনুষ্যের হৃদয়ে দয়া, মায়া ও স্নেহ প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। সেই সকল প্রবৃত্তির গুণে সন্তানগণ পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। কালের করাল দশনের বিষম দংশনে সেই পুষ্প ছিন্ন হইলে পিতা মাতাকে আজীবন মহা যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে হয়। আমি নির্ম্মম হইয়া প্রিয়ার সমক্ষে এই হৃদয়-বিদারক কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিলে, হয় ত তৎক্ষণাৎ তাঁহারও প্রাণ-বিয়োগ হইবে।

গায়স্ বেগ্ মনে ভাবিলেন, যখন একের জন্য অন্য সকলের প্রাণরক্ষা হইবে, কি করি, অগত্যা তখন এই বাক্য নিদারুণ হইলেও বলিতে হইতেছে। এই স্থির করিয়া, অতি কাতর বাক্যে পত্নীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! মনুষ্য যত কষ্টই উপভোগ করুক না কেন, দুঃখের অবস্থায় সন্তানের প্রফুল্ল বদন একবার মাত্র অবলোকন করিলেই সকল দুঃখের প্রমশন হইয়া, মনোমধ্যে অনুপম আনন্দের

উদ্রেক হইয়া থাকে। আমাদিগের দুঃখের সময় এই কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। অপত্য-স্নেহের মোহিনী শক্তিতে, তাহার মুখকমল সন্দর্শন করিয়া, সকল দুঃখের অন্তরায় ঘটিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে সকল সুখ এখন দুঃখে পরিণত হইয়াছে। কি করিব? ঈশ্বর মনুষ্যের ভাগ্যে যখন যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার ফল তাহাকে যথা সময়েই ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। আমি কন্যার প্রাণ রক্ষা করিয়া, এখান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য প্রাণপণে অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার কোন চেষ্টাই সাফল্যে পরিণত হইল না। গায়স্‌বেগ মনোমধ্যে এই স্থির করিয়া অতি কষ্টে পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! "ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি নিদয় হইয়াছেন" আমরা এই দুর্গম স্থান হইতে কন্যাকে লইয়া গমন করিবার জন্য যত চেষ্টা করিতেছি, তাহার কোন চেষ্টাই সফল হইতেছে না। এক্ষণে আমাদিগকে এই বিপজ্জনক স্থান হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে কন্যাকে পরিত্যাগ করাই উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

গায়স্‌ পত্নী স্বামীর এই মর্ম্মভেদী হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে সক্রোধে কহিলেন, নাথ! জগতের মধ্যে সন্তানাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু কি? পিতা মাতা সন্তানের মঙ্গলার্থে আপন প্রাণকেও অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া থাকেন। আপনি কোন্‌ প্রাণে সেই প্রাণসমা

কন্যাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? আপনার জীবন ধন্য! এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গায়স্‌বেগ পত্নীকে এইরূপ শোকে ও দুঃখে অভিভূত দেখিয়া, কন্যার জীবন রক্ষার জন্য অনেক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না। তখন তিনি মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া, পত্নীকে প্রবোধজনক বাক্যে কহিলেন, প্রিয়ে! আমার কোন চেষ্টাই সফল হইতেছে না। এই দুর্গমস্থানে একের জন্য অন্য সকলেরই প্রাণ বিয়োগ ঘটিতে পারে; অতএব কন্যাটিকে পরিত্যাগ করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না।

গায়স্ পত্নী, স্বামীর এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি কষ্টে কন্যাকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু মাতা হইয়া কিরূপে সন্তানকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইব, তিনি এই চিন্তায় বিষণ্ণ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গায়স্‌বেগ্ পত্নীকে কন্যার শোকে একান্ত অধীরা দেখিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! এইস্থান হইতে কন্যাকে লইয়া যাইতে হইলে অন্য সকলের প্রাণ রক্ষা হইবে না; এজন্য আমি তোমার নিকট এই নিষ্ঠুর কার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছি। আমি একাকী হইলে, স্নেহময়ী কন্যার সহিত এই স্থানে থাকিয়া, এ পাপ জীবন হিংস্র জন্তুকেই সমর্পণ করিতাম। আমি এই কন্যার রক্ষার্থ অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না। এইজন্য

প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি। কি করিব, ইহা অপেক্ষা মনুষ্যজীবনে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। তিনি এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

গায়স্‌বেগ্‌ অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি এই বিপজ্জনক স্থান হইতে পুত্র ও কন্যার প্রাণরক্ষা করিয়া, প্রস্থান করিবার জন্য নির্ম্মম হৃদয়ে সদ্যঃ প্রসূতা কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব এই স্থির করিয়াছি। দিবাকর অস্তমিত হইতে আর অতি অল্প সময়ই আছে। এই সময় অতিবাহিত হইলে সন্ধ্যাদেবী তিমির বসনে বিভূষিত হইয়া উপনীত হইলে তাঁহার প্রিয় শিষ্য নিশাচরগণ মনের আনন্দে বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিবে। তখন আর আমাদিগের জীবন রক্ষার কোন উপায় থাকিবে না। তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, কখনও বা কন্যার মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া মায়ার মোহিনী শক্তিতে হতজ্ঞান হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন।

গায়স্‌দম্পতী, যে কন্যাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তাহাকে বৃক্ষতলে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করাইলে অতিশয় ক্লেশ হইবে, তাঁহারা এই চিন্তায় দুঃখিত হইয়া কন্যার ভবিষ্যৎ ক্লেশ নিবারণের জন্য কতকগুলি বৃক্ষপত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক একটী শয্যা প্রস্তুত করিলেন এবং অতি যত্নে

তাহাকে সেই পত্র-শয্যায় শয়ন করাইয়া, তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অপত্য-স্নেহের কি মহীয়সী শক্তি, মায়ার কি আশ্চর্য্য মহিমা; গায়স্‌দম্পতী কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু গমন সময়ে মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে এক একবার সেই দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। গায়স্‌-বেগ্ মন কষ্টে একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া, পরিবার বর্গের সহিত পথ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে পথ পর্য্যটনে অসমর্থ দেখিয়া কখন পত্নীকে, কখন পুত্রকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

গায়স্‌বেগ্ এইরূপে পরিবারগণ সহিত কিছু দূর গমন করিলে পর, তাঁহার পত্নী কন্যার শোকে একান্ত অধীরা হইয়া অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। গায়স্‌বেগ পত্নীর এবংবিধ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া, অতি যত্নে উপবিষ্ট করাইয়া তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। গায়স্ পত্নী স্বামীর যত্নে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় রক্তাক্ত নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক, প্রলাপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ, তুমি কোথায় রহিলে? আমি দশ মাস দশ-দিন তোমায় গর্ভে ধারণ করিয়া তোমার মুখকমল সন্দর্শন পূর্ব্বক অনুপম আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু অকিঞ্চিৎ-কর প্রাণের মায়ায় বিমোহিত হইয়া তোমাকেই পরিত্যাগ

করিতে বাধ্য হইলাম। এ ছার জীবনে ধিক্! আমাদিগের ন্যায় নৃশংস রাক্ষস এ জগতে আর কে আছে? যে মাতা সন্তানের মঙ্গল কামনায় অকপট হৃদয়ে জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে পারেন; আমি মাতা হইয়া, আপন প্রাণের জন্য সেই সন্তানকে জন্মের মত এই জনশূন্য হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। হায়! আমাদিগের এই নির্ম্মম জীবনে ধিক্! তিনি এই বলিয়া পুনর্ব্বার হতজ্ঞান ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গায়স্‌বেগ্‌ এই বিপজ্জনক স্থানে পত্নীকে কন্যার শোকে একান্ত অভিভূত ও অধীরা দেখিয়া অতি বিনম্র বদনে ও শান্তিপ্রদ বাক্যে কহিলেন প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও; অস্থির ও বিকল চিত্ত হইলে, কোন কার্য্যই সহজে সম্পন্ন হয় না। তুমি এই স্থানে কিঞ্চিৎকাল উপবেশন কর। আমি এই মূহুর্ত্তেই কন্যাকে আনিয়া তোমার সকল দুঃখের অবসান করিতেছি। গায়স্‌বেগ্‌ শোকাতুরা পত্নীকে অশেষ বিধ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং যেখানে কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, দ্রুতপদে তথায় গমন করিলেন। তিনি চিন্তাকুল চিত্তে শুষ্ককণ্ঠে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন; কন্যা পত্র-শয্যায় সুখে নিদ্রা যাইতেছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি তাহার মুখমণ্ডলে পতিত হওয়াতে এক অজাগর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাহার মুখমণ্ডল রক্ষা করিতেছে। জগদীশ্বর প্রাণিমাত্রকেই সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগের রক্ষার জন্য নানাবিধ

উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন। এই প্রখর সূর্য্যকিরণ যদি সদ্যঃপ্রসূতা কন্যার মুখমণ্ডলে সমভাবে পতিত হইত, কখনই তাহার প্রাণরক্ষা হইত না। যেন সেই সর্পরূপী জগদীশ্বর সদ্যোজাতা কন্যার প্রতি দয়া করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিতে এই জনশূন্য প্রান্তর মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গায়স্‌বেগ্‌ কন্যার এই অসম্ভাবিত অবস্থা সন্দর্শন করিয়া, হতজ্ঞান ও স্তম্ভিত ভাবে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "বিধাতার সকল কার্য্যই অলৌকিক ও আশ্চর্য্যজনক; আমি যাহার প্রাণ রক্ষা করিতে অনন্যোপায় হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলাম; অপত্য-স্নেহের আধিক্য প্রযুক্ত তাহাকেই পুনঃ গ্রহণ করিতে আসিয়া, দেখিতেছি কন্যা মৃত্যুমুখে পতিত প্রায় হইয়াছে; এক্ষণে কন্যার বর্ত্তমান অবস্থা সন্দর্শন করিয়া, দারুণ শোক আমার হৃদয়কে দ্বিগুণ ভাবে যাতনা প্রদান করিতেছে। দুর্ভাগ্যের অলঙ্ঘনীয় পীড়ন কেহই খণ্ডন করিতে পারে না; আমি কন্যার যেরূপ অবস্থা অবলোকন করিতেছি; বোধ হয়, উহাকে এই কালের করাল গ্রাস হইতে কোনমতেই উদ্ধার করিতে পারিব না।" গায়স্‌বেগ্‌ কন্যার প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ্বাস হইয়া, মনে মনে নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এখন আমি কি করি, যদি অসমর্থ বিধায় কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাগমন করি, মহিষী কন্যার শোকে যেরূপ অধীরা হইয়াছেন, আমাকে একাকী প্রত্যাগত দেখিলেই শোকে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন। গায়স্‌বেগ্‌ এইরূপ চিন্তারত চিত্তে অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া, সতৃষ্ণ নয়নে কন্যার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে মায়া মোহে

ভ্রান্তান্তঃকরণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন, "হা মাতঃ! তোমার জন্ম কি আমাদিগের মৃত্যুর জন্যই হইয়াছিল!" গায়স্‌বেগ্ কিয়ৎক্ষণ এইরূপ স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অতিকষ্টে শোকের শান্তি লাভ পূর্ব্বক, কন্যার দিকে চাহিয়া দেখিলেন; সে জীবিত থাকিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় পত্র-শয্যায় নিদ্রা যাইতেছে। সর্প ক্রূর জন্তু বটে, কিন্তু সে তাহার কোন অনিষ্ট সাধন না করিয়া, কেবল প্রখর সূর্য্যরশ্মি হইতে তাহার মুখমণ্ডল রক্ষা করিতেছে। গায়স্‌বেগ কন্যাকে এইভাবে জীবিত দেখিয়া যেমত আশ্বাসিত হইলেন, এবং বিষধর সর্পের উপস্থিত ভাব দেখিয়া তদপেক্ষা অধিকতর চিন্তিত হৃদয়ে তাহার মুক্তির জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

গায়স্‌বেগ্ কন্যার অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া কিরূপ চেষ্টা করিলে তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন, মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন; আবার সর্পভয়ে বিমুগ্ধ হইয়া অধিকতর শোকও অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া কন্যার উদ্ধারার্থে অশেষবিধ উপায় উদ্ভাবন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই সফল হইল না। তখন তিনি অনুপায় হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৃষ্ণাতুর মৃগ যেমন রাজহংসের কলনাদ শ্রবণ করিলে তদনুসরণ পূর্ব্বক, কমল শোভিত

সরোবরে গমন করিয়া পিপাসার শান্তি করে; তদ্রূপ বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের দয়া এই বিশ্বরাজ্যে কার্য্যান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিপদ্‌কালে প্রাণিমাত্রেরই উপকার করিয়া থাকে।

গায়স্‌বেগ্ আপনাদিগের জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই দেখিয়া এই সদ্যঃ প্রসূতা কন্যাকে জনশূন্য ভীষণ প্রান্তর মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। তথায় সেই বাক্‌শক্তিবিহীনা সদ্যোজাতা কন্যার রক্ষা-কর্ত্তা বা তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার কেহই ছিল না এবং তাহারও অন্যের নিকট আপন দুঃখের পরিচয় প্রদান করিবার ক্ষমতা ছিল না। যদি সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের দয়া সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজীবে সমভাবে বিরাজমান না থাকিত, তাহা হইলে, খল সর্প সেই সদ্যঃপ্রসূতা বাক্‌শক্তিবিহীনা কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, সেই অসহ্য মার্ত্তণ্ডতাপের প্রাণান্তকর পীড়ন হইতে কখনই তাহাকে রক্ষা করিত না।

গায়স্‌বেগ্ কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বিষধর সর্পের সম্মুখ হইতে কন্যাকে যদি উদ্ধার করিতে না পারি "কন্যা ভিন্ন কখনই মহিষীর প্রাণ রক্ষা হইবে না।" তিনি এই চিন্তায় নিমগ্ন ও স্তম্ভিত ভাবে তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের দয়া জীবগণের প্রতি

কখন কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রমে সূর্য্যের গতি অস্তমিত ও পরিবর্ত্তিত হওয়াতে, কন্যার মুখে বৃক্ষের শীতল ছায়া পতিত হইয়া, তাহার সকল ক্লেশ অপনীত হইল। সেই সময়ে সর্প, গায়স্‌বেগের ক্রন্দন ধ্বনিতে, কি সূর্য্যকিরণ কন্যার মুখমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে দেখিয়া, ফণা সঙ্কোচন পূর্ব্বক বন মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে তাহার সুবিমল আলোক প্রাপ্তে পৃথিবীস্থ প্রাণিমাত্রই যেমন আনন্দিত হয়। গায়স্‌বেগ্ কন্যাকে বিপদ্‌মুক্ত দেখিয়া, তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দিত হইলেন এবং অতি যত্নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, যথায় তিনি পুত্র পরিবার রাখিয়া আসিয়াছেন, তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অপত্য-স্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! গায়স্‌বেগ্ কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া, মনের আনন্দে তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে, 'কন্যা প্রদান করিয়া' মহিষীর শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি ও জীবনরক্ষা করিতে পারিব এই ভাবিয়া, উৎফুল্ল হৃদয়ে তদ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। গায়স্-পত্নীও পরিত্যক্তা কন্যার প্রাপ্তি বাসনায় কাতর হইয়া, সতৃষ্ণ নয়নে পতির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, কতক্ষণে সেই পূর্ণেন্দুবিনিন্দিতা প্রাণপ্রিয়া কন্যার মুখচন্দ্র অবলোকনে সকল দুঃখের অবসান

করিব এই চিন্তা করিতেছিলেন। এমত সময়ে গায়স্‌বেগ শোকসন্তপ্তা পত্নীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কন্যাকে তাহার ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। গায়স্‌-পত্নী পরিত্যক্তা কন্যার পুনঃ প্রাপ্তিতে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, সর্ব্বদুঃখ পরিহার পূর্ব্বক আনন্দে মুখচুম্বন করিয়া, ক্ষুধা শান্তির জন্য তাহাকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। জগদীশ্বর প্রাণিমাত্রকেই সৃষ্টি করিয়া, অপত্যস্নেহের আধিক্য প্রদান না করিলে ; এই বিশ্ব রাজ্যের সুখোন্নতি কখনই পরিলক্ষিত হইত না।

গায়স্‌বেগ্ প্রিয় পত্নীকে প্রফুল্লভাবে সময়ক্ষেপ করিতে দেখিয়া, কহিলেন, প্রিয়ে! কন্যালাভে সন্তুষ্টহইয়া এই বিপদ্‌-সঙ্কুল প্রান্তরের বিষয় সকলই বিস্মৃত হইলে? একে ইহা অতি ভয়ঙ্কর স্থান, মনুষ্যের সমাগম নাই ; বেলা অবসানে সন্ধ্যার সমাগম হইলেই সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নিশাচর হিংস্র জন্তুর লীলা-ভূমি হইবে। অতএব চল, আর এখানে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই ; সন্ধ্যার সমাগম হইতে না হইতেই পুত্র ও কন্যাদিগকে লইয়া, অদূরে যে লোকালয় দেখা যাইতেছে তথায় উপস্থিত হইতে পারিব। তথায় পৌঁছিলে আর আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে না। গায়স্‌পত্নী স্বামীর এইরূপ আশ্বাসবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া, স্বামীর সহিত অনির্দ্দিষ্ট লোকালয়ের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মানব জীবনে

অপত্য-স্নেহের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যাঁহারা জীবনের মায়ায় বিমোহিত হইয়া, যে সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ সেই ব্যক্তিরাই সেই পরিত্যক্তা কন্যাকে অনাহারে ক্রোড়ে লইয়া, পরমানন্দে পথ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

গায়স্‌দম্পতী কিয়দ্দূর গমন করিলে, বালকগণ ক্ষুৎ-পিপাসায় ও পথশ্রমে অতিশয় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। গায়স্‌বেগ, সন্তানগণের কাতরোক্তি ও পত্নীকে দুর্ব্বলাবস্থায় পথ পর্য্যটনে অসমর্থ দেখিয়া, চিন্তাকুল চিত্তে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন এবং পুত্রগণকে নানা উপায়ে সান্ত্বনা করিয়া, বিশ্রামলাভের পর পত্নীকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমরা এক্ষণে এই যে, জনশূন্য প্রান্তরে পতিত হইয়াছি; তাহার যেদিকে দৃষ্টিপাত কর কেবল অকূল প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। দিবাকর অস্তমিত হইলে, এখানে পথের চিহ্নমাত্র অনুভূত হইবে না। রাত্রিকালে কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে, মনুষ্যের সাহায্য বিহনে সকলেরই প্রাণবিয়োগ হইবে। কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক এখান হইতে প্রস্থান করিয়া অদূরে যে লোকালয় দেখা যাইতেছে, তথায় উপস্থিত হইলে, আর কোন চিন্তা থাকিবে না। গায়স্-পত্নী অতি কাতর বাক্যে কহিলেন, নাথ! সকলেই পথশ্রমে অতিশয় কাতর; বিশেষ বালকগণ

ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াছে। তাহাদের আর চলচ্ছক্তি নাই। আমি এখন কি করি ?

গায়স্‌বেগ্‌ পত্নীকে সন্তানগণের দুঃখে একান্ত অভিভূত দেখিয়া, তাহাকে নানা উপদেশ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। গায়স্‌পত্নী অতিকষ্টে শান্তি লাভ করিয়া কহিলেন, নাথ! আমি আপনার সহবাসে থাকিয়া সুখে সুখ, ও দুঃখে দুঃখ অনুভব করিয়া জীবন যাপন করিতেছি, কিন্তু সদ্যঃ প্রসূতা কন্যার অসহ্য ক্লেশে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

গায়স্‌বেগ্‌ পত্নীকে সন্তানগণের দুঃখে একান্ত কাতর দেখিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! শোকে অধীর হইলে মনুষ্যের হিতাহিত বিবেচনা-শক্তি অপহৃত হইয়া যায়। আমরা যেরূপ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, শোকাধিক্য বশতঃ উৎসাহহীন হইয়া, এখানে সময় অতিবাহিত করিলে আমাদিগের মৃত্যুই স্থির নিশ্চয় জানিবে। এখন তোমার হৃদয় শোক ও দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়াছে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি; বিবেচনা করিয়া দেখ, শোকে কাতর হইয়া আর এখানে সময় অতিবাহিত করা কোন মতেই উচিত নহে। কারণ এখানে মনুষ্যের সমাগম নাই, দুরন্ত তামসময়ীরাত্রিকাল সমাগত, কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে লোকের সাহায্য অভাবে সকলেরই প্রাণ বিয়োগ হইবে; অতএব বিপদ কালে হতজ্ঞান হইয়া

এখানে সময় অতিবাহিত করা কোন মতেই উচিত নহে।

গায়স্-পত্নী স্বামীর এই সকল উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নাথ! বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বর এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণীর সৃষ্টি করিয়া, সকলকেই যথোপযুক্ত বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে মনুষ্যই বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। মনুষ্যেরা ঐ সকল সদ্‌গুণে কেহ জেতা, কেহ বিজিত, কেহ দাতা, কেহ গ্রহীতা, কেহ প্রতিপাল্য, কেহ বা প্রতিপালক; দেখুন দাতা না থাকিলে গ্রহীতার, প্রভু না থাকিলে ভৃত্যের, এবং প্রতিপালক না থাকিলে প্রতিপাল্যের জীবনোপায় হইত না। সন্তানের প্রতিপালক পিতামাতা, পিতা-মাতার হৃদয়ে অকৃত্রিম দয়া; ও অপত্য স্নেহ এই মহান্ শক্তি না থাকিলে, সন্তানগণ কখনই প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিত না; সুতরাং মনুষ্য ও পশু একই ভাবে পরিগণিত হইত।

মনুষ্যগণ অপত্য স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, ভবিষ্যৎ সুখের জন্য সন্তানগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন; সন্তানগণও পিতা মাতার যত্নে প্রতিপালিত ও সুশিক্ষিত হইয়া, পিতা মাতা বৃদ্ধ ও অক্ষম হইলে, অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। প্রতিপালকের অকৃত্রিম স্নেহ ও দয়া এবং প্রতিপাল্যের অকৃত্রিম দয়া

ও ভক্তি হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এই ধর্ম্মই মনুষ্যের পরম বন্ধু। অকৃত্রিম অপত্য স্নেহ যদি পিতা মাতার হৃদয়ে বিরাজমান না থাকিত, তাহা হইলে অকৃত্রিম পিতৃ ভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্তানগণের হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিত কি না সন্দেহ; সুতরাং দয়া, স্নেহ ও ভক্তিতে যে ধর্ম্মের পবিত্র ভাব প্রবর্ত্তিত আছে ইহা কোন মতেই অনুভব হইত না।

মনুষ্যগণ মায়াময় সংসারের সুখাস্বাদনে বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে। মহাত্মন্! আপনিও তাহাতে বিমুগ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। আপনি অর্থাভাব প্রযুক্ত সন্তান-গণের প্রতিপালন কার্য্যে অসমর্থ হইয়া অকৃত্রিম অপত্য স্নেহের পবিত্র ভাব প্রদর্শন করিতে অক্ষম ও অশেষ বিধ ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। সুখ ও দুঃখ মনুষ্যের পক্ষে ক্ষণস্থায়ী। সুখান্তে দুঃখ, ও দুঃখান্তে সুখের আগমন হইয়া থাকে। আপনি এই বিপদ্ ভ্রান্তিতে আত্মহারা ও প্রাণ রক্ষায় অসমর্থ হইয়া, এরূপ উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন?

গায়সবেগ, পত্নীর এই সকল বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক এই ভীষণ প্রান্তরে বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে কিছু দূরে লোকের কোলাহল শব্দ তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল। সমুদ্রগর্ভে জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন একখণ্ড সামান্য কাষ্ঠফলক প্রাপ্ত হইলে জীবন রক্ষাবিষয়ে আশা

প্রাপ্ত হয়; গায়স্‌বেগ্‌ও এই বিপদ্ সময়ে দূরস্থিত ব্যক্তি-বর্গের কলধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তদ্রূপ আশ্বাসিত হইলেন বটে, কিন্তু মরুদেশে দস্যুগণের অমানুষিক ব্যাপার মনে করিয়া, ভয়বিহ্বল চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অর্থই অনর্থের মূল।" পূর্ব্বে দস্যুগণ অর্থলাভে সন্তুষ্ট হইয়া, আমাদিগের প্রতি দয়া করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল। কিন্তু "নির্দ্দয়ের ক্রোধ অতি ভয়ানক।" এবার অর্থাভাবে আমাদিগের প্রাণ বধও করিতে পারে। গায়স্‌বেগ্‌ অনন্যোপায় হইয়া মনে মনে এই স্থির করিলেন, "সর্ব্বজননিয়ন্তা জগদীশ্বর যাহার ভাগ্যে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই ঘটিবে।" এখন অনর্থক চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, মানসিক বৃত্তিকে কলুষিত করা কোন মতেই উচিত নহে। তিনি এই ভাবিয়া উৎফুল্ল নেত্রে সেই দিকেই দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখ দিক হইতে কতকগুলি লোক আসিতেছে; সঙ্গে কতকগুলি উষ্ট্র দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা বণিক্ সম্প্রদায়; ভারতে বাণিজ্যার্থে গমন করিতেছেন। গায়স্‌-বেগ্‌ আগত ব্যক্তিবর্গের অবস্থা সন্দর্শন করিয়া, কিঞ্চিৎ আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন, পরে তাঁহারা নিকটস্থ হইলে, কথাপ্রসঙ্গে জানিলেন; এই বণিক্ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের নাম "মলিক মস্‌উদ্",—বাণিজ্য করিবার জন্য ভারতে যাইতেছেন।

গায়স্‌বেগ্‌ বিপদ সময়ে, এই বণিক্‌ সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ লাভে অতিশয় আশ্বাসিত হইলেন; এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, "আমি পরিবারবর্গের সহিত বিদেশে যাত্রা করিয়া, পথে দস্যুগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব হারাইয়া যেরূপ বিপন্ন হইয়াছি, তাহাতে এখন ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন জীবন রক্ষার আর কোনও উপায় দেখিতেছি না। আত্মসম্মানে গর্ব্বিত হইয়া, নিশ্চিন্ত থাকিলে পরিবারগণ ক্ষুৎপিপাসায় যেরূপ কাতর হইয়াছে, আর কিছু সময় অতিবাহিত হইলে, ইহাদিগের প্রাণবিয়োগ হইতে পারে।

জগদীশ্বর মনুষ্যকে যখন যে অবস্থায় রাখিবেন, তখন তাহাকে সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া, উপস্থিত ক্লেশের শান্তি করিতে চেষ্টা করাই উচিত। দাতা দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া, যদি যাচকের প্রার্থনা পূরণ করেন, তাহা-হইলে গ্রহীতার মান রক্ষা হয়। আমি বিপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে এই বণিক্‌ সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ঞা করিলে, যদি ইহারা আমার বিপদোদ্ধার করেন, তাহাহইলে আমার মনে ঘৃণার উদয় হইবে না কিন্তু মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি করিলে কাহার প্রাণও রক্ষা হইবে না। বণিক্‌ সম্প্রদায় সপরিবারে ভারত গমন করিতেছেন; উহাদিগের নিকট এই বালক বালিকাদিগের ক্লেশের বিষয় জানাইলে, উহারা যেরূপ প্রকৃতির লোক হউক না কেন, মনে কিছু না কিছু দয়ার উদ্রেক নিশ্চিতই হইবে।

গায়স্‌বেগ্‌ মনে মনে এই স্থির করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! আমি দেশত্যাগ করিয়া পথে আসিতে দস্যুগণ আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়াছে। এক্ষণে আমার এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই—সঙ্গে পুত্রকন্যা ও পত্নী আছে। ইহারা অনাহারে পথশ্রান্তে অতিশয় কাতর হইয়াছে। বিশেষ, সদ্যোজাতা কন্যাটি দুগ্ধাভাবে শুষ্ককণ্ঠ ও মৃতপ্রায় হইয়াছে, আপনারা দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ প্রদান করিলে, এই সদ্যঃপ্রসূতা কন্যার প্রাণরক্ষা হয়। গায়স্‌বেগ্‌ এই মাত্র বলিয়া স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মল্লিক মস্‌উদ্‌ অতি দয়াশীল লোক ছিলেন। তিনি গায়স্‌বেগের এই মর্ম্মাহত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সন্তপ্তহৃদয়ে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ভয় নাই! আমি দুগ্ধ প্রদান করিয়া, তোমার কন্যার প্রাণ রক্ষা করিতেছি। তিনি এই বলিয়া তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক তথায় উপবেশন করাইলেন এবং দুগ্ধ প্রদান করিয়া, তাঁহাকে অশেষবিধ আশ্বাস বাক্যে কহিলেন,—"আপনি পরিবারবর্গের প্রতিপালন জন্য কোন চিন্তা করিবেন না।" আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন আপনাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইবে, ততদিন আমি সকলেরই ভরণপোষণ করিব।

গায়স্‌বেগ, মল্লিক মস্‌উদের এই দয়ার্দ্র বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'মহাশয়! বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বরের সৃষ্টি-

মাহাত্ম্য কখন মিথ্যা হইবার নহে।' তিনি প্রাণী মাত্রেরই সৃজন করিয়া অতি আশ্চর্য্যরূপে তাহাদিগের জীবনোপায় করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে কি জন্যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যের চিন্তাতীত। কেবল প্রাণিসমূহের কার্য্যকারিতা শক্তি—বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, হ্রদ, নদী এবং ঋতু সমুদায়ের পরিবর্ত্তনে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতির গুণাগুণ দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি যে দয়াময় তাহাই পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থেই প্রতি-ক্ষণেই প্রতীয়মান হইতেছে। যদি তাঁহার দয়া প্রকারান্তরে প্রাণী সমূহে প্রবর্ত্তিত না থাকিত, তাহা হইলে কেহ কাহারও দুঃখ দেখিয়া দয়া প্রকাশ করিত না। আপনি যে আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, তিনিই তাহার মূলাধার।

মল্লিক মস্‌উদ্‌ গায়স্‌বেগের এই সকল কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বাক্যে সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া, তাঁহার পত্নীকে দেখাইয়া কন্যার জন্ম ও গায়স্‌বেগের দুঃখের বৃত্তান্ত সমস্তই তাহার নিকট বর্ণনা করিলেন। মস্‌উদ্‌ পত্নী স্বামীর নিকট তাহাদিগের এই সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া, অতি কাতরহৃদয়ে আগ্রহের সহিত কন্যাটিকে লইয়া, আনন্দে বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। পরে তাহার অঙ্গ-কান্তি ও মুখসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া অতি বিনীত বাক্যে স্বামীকে কহিলেন, নাথ! বিধাতা বুঝি আপন

নয়ন ও মনের তৃপ্তি সাধনের জন্য এই কন্যাকে সকল সৌন্দর্য্যের আধার করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ইহার পিতামাতার যেরূপ দুঃখের অবস্থা, তাহাতে অচিরকাল মধ্যে ইহার জীবনান্ত হওয়াই সম্ভব। সে যাহা হউক, এই কন্যার প্রতিপালনের ভার আমিই গ্রহণ করিলাম। যত দিন এই কন্যা পূর্ণবয়স্কা এবং উহার পিতা মাতার অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইবে, ততদিন ইহারা সকলেই আমার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইবে। মল্লিক মসৃউদ্ পত্নীর এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া, গায়স্ দম্পতীকে কহিলেন,—তাঁহারা আশ্রয় দাতার অনুগ্রহে সন্তুষ্ট হইয়া অতি বিনীত বাক্যে কহিলেন, আমরা আপনাদিগের আশ্রিত ও প্রতিপাল্য; আপনাদিগের আশ্রয়ই আমাদিগের জীবনোপায়। এক্ষণে আপনারা আমাদিগকে যথায় লইয়া যাইবেন, আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে সেইস্থানে আপনাদিগের অনুসরণ করিব।

মনুষ্যের সৌভাগ্য লক্ষ্মী কখন কি ভাবে সদয় হইয়া দুঃখের দশা অপনীত করেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। গায়স্‌বেগ দুঃখের অবস্থায় আত্মীয়গণের উত্তেজনা বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া, পরিবারবর্গ সহিত দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। সঙ্গে যে কিছু সম্বল ছিল, পথে দস্যুগণ তাহা কাড়িয়া লইল। আশ্রয়হীন ও সম্বলহীন হইয়া জনপ্রাণীহীন অকূল প্রান্তর মধ্যে যেরূপ বিপন্ন হইয়া-

ছিলেন, চিন্তা করিলে তাহা মনুষ্যমাত্রেরই অনুভব হইতে পারে। গায়স্‌বেগ, দুর্ভাগ্যের অসহ্য পীড়নে প্রপীড়িত হইয়া, কি উপায়ে এই দুর্দ্দান্ত আশ্রয়হীন প্রান্তর হইতে লোকালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারিব, একান্ত মনে এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে বণিক্ সম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া তাঁহার সেই সকল কষ্টের অবসান হইবে তাহার সূত্রপাত হইল। অসহায়ের সহায় ভগবান্।

মল্লিক মস্‌উদ গায়স্‌বেগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, এই দুরন্ত প্রান্তর মধ্যে শরীরের সচ্ছন্দতা লাভের জন্য আর সময় অতিবাহিত করিলে নানারূপ বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব আর এখানে ক্ষণকালও বিলম্ব করা উচিত নহে। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া ভারতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এক সঙ্গে থাকাতে উভয়ের অতিশয় সম্প্রীত হইয়াছিল। এক দিন মল্লিক মস্‌উদ কথাপ্রসঙ্গে গায়স্‌বেগ্‌কে কহিলেন, মহাশয়! "লাহোর" ভারত রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী। গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে মোগল সম্রাট্ অকবর দিল্লী হইতে এই স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তিনি আমার বিশেষ পরিচিত; আমি মানস করিয়াছি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। গায়স্‌বেগ্ মল্লিক মস্‌উদের এই অভাবনীয় বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, অতি বিনীত বাক্যে কহিলেন মহাশয়! আপ-

নার এই কথা শুনিয়া আমার মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল কিন্তু তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে আমার সাহস হইতেছে না, কারণ জলের চিহ্নে অট্টালিকা, আর স্বপ্নযোগে রাজ্যলাভ, এ সকল যেমন অলীক, গরীব ব্যক্তিদিগের বাসনাও তদ্রূপ; কিন্তু আপনারা আমার অসময়ে যে সদ্গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বোধ হয়, সফল হইতে পারে। মল্লিক মসূউদ্ তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! মনুষ্যের উপকার মনুষ্যেরাই করিয়া থাকে, অজ্ঞান পশুর নিকট কেহ কখনও কোন বিষয়ের প্রার্থনা করে না। আমি যদি আপনার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলে এই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা জ্ঞান করিব। গায়স্‌বেগ্ মল্লিক মসূউদের এইরূপ সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জাবনত বদনে কহিলেন; আপনি লাহোর গমন করিতেছেন। যদি তাঁহার নিকট আমার পরিচয় করাইয়া দেন তাঁহার কিঞ্চিৎ দয়া হইলে, আমার সকল দুঃখের অবসান হইতে পারে।

মল্লিক মসূউদ্ গায়স্‌বেগের এই হৃদয়োদ্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি লাহোর যাইয়া সম্রাটের নিকট আপনার পরিচয় প্রদান করিব। তিনি, রাজ্যেশ্বর, তাঁহার দয়াবলে রাজ্যের অসংখ্য লোক সুখসচ্ছন্দে

কাল যাপন করিতেছে। আমি অনুরোধ করিলে আপনার প্রতি তাঁহার দয়া হইতে পারে। গায়স্‌বেগ মল্লিক মস্‌উদের এই অনুগ্রহিত বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত লাহোরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সম্রাট অকবরের সভা।

লাহোর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাজধানী। মোগল সম্রাট অকবর, গ্রীষ্মকালের সমাগম হইলেই দিল্লী পরিত্যাগ

করিয়া এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। অতএব মল্লিক মসৃউদ ও গায়স্‌বেগ্ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে রাজদরবারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মোগল সম্রাট অকবর হস্তীদন্ত নির্ম্মিত এক অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। মনোহর সাজে তাঁহার অঙ্গরাগ লুক্কায়িত, কেবল মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইল, রূপ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় যেন ঢল্‌ঢল্ করিতেছে; মস্তকে বহুমূল্য মণি মাণিক্য খচিত পাকড়ী। পার্শ্বে সভাসদ্‌বর্গ উপবিষ্ট হইয়া, কেহ বা চিন্তারত, কেহ বা অর্দ্ধ দৃষ্টিতে সম্রাটের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার অনুমতির প্রত্যাশা করিতেছেন; কেহ বা সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা সভার সম্মুখে উপনীত হইয়া, সম্রাটকে উদ্দেশ করিয়া, যথাবিহিত সম্মান সহকারে কুর্নীশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। সম্রাট অকৃবর আমাদিগের প্রতি ঈষৎ বঙ্কিম দৃষ্টি করিয়া, রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন ভঙ্গিতে বোধ হইল, তিনি আমাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এমত সময়ে আমাদিগের পার্শ্ব হইতে একটি ভৃত্য আসিয়া কহিল মহাশয়! আপনারা এইস্থানে উপবেশন করুন। আমরা সেই নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে, সে তথা হইতে চলিয়া গেল। আমরা তথায় উপবিষ্ট হইয়া, সভার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি

সঞ্চালন পূর্ব্বক নানাবিধ শোভা সন্দর্শন করিতেছি। (সভাভঙ্গের আর অল্প সময় আছে) এমত সময়ে সম্রাটের একজন প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া গায়স্‌বেগের হস্তধারণ পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই!—আপনি কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছেন? গায়স্‌বেগ্ এই অজানিত ব্যক্তির সমাদরে সন্তুষ্ট হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া, চিন্তিত মনে স্থির দৃষ্টে কেবল তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, আমার নাম "জাফর-বেগ্ আসফ্ খাঁ" আপনি আমাদিগের একবংশীয়। অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই, এজন্য আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না। গায়স্‌বেগ্ এই পরমাত্মীয় ব্যক্তির পরিচয় পাইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি বিধির বিড়ম্বনে দেশ-ত্যাগ করিয়া, অনেক বিপদে পড়িয়াছিলাম। পরে এই বন্ধুর সাহায্যে মুক্তিলাভ করিয়া, এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, অনেক দিনের পর তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম। জাফরবেগ্ আসফখাঁ গায়স্-বেগের অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া, বিশেষরূপ তাহা জানিবার জন্য অতিশয় ঔৎসুক্য চিত্তে কহিলেন; আপনারা কিঞ্চিৎ কাল এইস্থানে অপেক্ষা করুন, সভাভঙ্গ হইলেই আমি আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। জাফরবেগ্ এই বলিয়া তথা হইতে সভাস্থলে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা

সেই স্থানে বসিয়া, জাফরবেগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সভাভঙ্গের পর সম্রাট অকবর তানুজামে আরোহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিলে, জাফরবেগ্ আসফখাঁ, তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, মল্লিক মসূউদ্‌কে কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমার আত্মীয়ের পরমোপকারী বন্ধু; আমি আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আমার আত্মীয়ের উপকার আর আমার উপকার একই কথা। আজ আপনাকে আমার আলয়ে যাইতে হইবে, এই আমার প্রার্থনা। মল্লিক মসূউদ্‌ জাফরবেগের ভদ্রতা-চরণে অনুরুদ্ধ হইয়া, গায়স্‌বেগের সহিত জাফরবেগের আশ্রমে গমন করিলেন। মসূউদ্ ও গায়স্‌বেগ্ জাফরবেগ্ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, সকলে একস্থানে বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে গায়স্‌বেগের সমস্ত পরিচয় পাইয়া জাফর-বেগ্ অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং গায়স্‌বেগের হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, ভাই! আপনি যে এত ক্লেশ পাইয়াছেন, তাহার বিন্দুমাত্রও মনোমধ্যে স্থান দিবেন না। যে দিন যাইতেছে সেই দিনই সুখের মনে করিবেন। সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের প্রবর্ত্তিত 'সুখ ও দুঃখ' এই দুই নিয়ম মনুষ্যের প্রতিই আরোপিত আছে। সুখান্তে দুঃখ ও দুঃখান্তে সুখের সমাগম হইয়া থাকে। আপনি যে সকল বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দয়া

না হইলে কখনই এরূপ হইত না। আর আপনি চিন্তা করিবেন না; আমি সম্রাটের সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিব। তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র দয়া হইলেই আপনার সকল দুঃখের অবসান হইয়া, অতি সত্বরেই সুখের অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে।

গায়স্‌বেগ্ বাল্যবন্ধু জাফরবেগের এই আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু মল্লিক মস্‌উদ্ অসময়ের বন্ধু, তাঁহার অসম্মতিতে জাফরবেগের আশ্রয় লইলে তাঁহার মনোমালিন্য জন্মিবে এই আশঙ্কায় তিনি সভয় চিত্তে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মল্লিক মস্‌উদ্ অতি বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন, তিনি গায়স্‌বেগের মুখভঙ্গী দেখিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, গায়স্‌বেগ্! আমি তোমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছি; তুমি কিছু মাত্র চিন্তা করিও না। যেরূপে হউক তোমার উপকার হইলেই আমার আনন্দের বিষয়। গায়স্‌বেগ্ মল্লিক মস্‌উদের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, অতি বিনীত বাক্যে কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আমি ইহজন্মে বিস্মরণ হইতে পারিব না। এক্ষণে আপনি আমার আশু উপকারে সন্তুষ্ট হইয়া ভারতে যাইতেছেন, কিন্তু আপনাকে পরিত্যাগ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। মল্লিক মস্‌উদ্ গায়স্‌বেগের এইরূপ কৃতজ্ঞ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমার

মনোবাঞ্ছা তোমার আত্মীয়ের দ্বারা সম্পন্ন হইবে, তাহাও আমার আনন্দের বিষয়।—গায়স্ দম্পতী মল্লিক মস্‌উদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনারা আমাদিগের বিপদ সময়ে উপকার করিয়াছেন। জাফরবেগ আমাদিগের পরমাত্মীয়, কিন্তু আপনার অনুমতি ব্যতীত তাহার উপকার গ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। আপনি যদি সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি এই স্থানে থাকিতে পারি।

মল্লিক মস্‌উদ্ গায়স্‌বেগকে নানাবিধ উপদেশ বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া তথা হইতে গমন করিবেন। জাফরবেগ তাহা জানিতে পারিয়া, অতি সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! আপনাকে বিদায় দিতে আমার বাক্যস্ফূরণ হইতেছে না কারণ সম্রাট্ অকবর আপনার পরম বন্ধু; গায়স্‌বেগের অবস্থা জানাইয়া, আমরা উভয়ে তাঁহার নিকট আবেদন করিলে, বোধ হয় তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই স্বীকার করিবেন।

সম্রাট্ অকবর্ অতি ধার্ম্মিক লোক ছিলেন; তিনি কোন্ ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন, তাহা কেহই জানিতেন না। রাজকার্য্য করিয়া অবসর পাইলেই, তিনি পণ্ডিতগণকে সমভিব্যহারে লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে নানা ধর্ম্মের আলোচনা করিতেন। একদিন তিনি শরীরের তৃপ্তি সাধন মানসে মন্ত্রিগণ ও পারিষদ বর্গকে সঙ্গে লইয়া পবিত্রসলিলা ইরাবতীর

তীরস্থিত পুষ্পোদ্যানপরিশোভিত মনোহর অট্টালিকাতে উপবিষ্ট হইয়া, কথা প্রসঙ্গে মনের আনন্দে সময় অতি-বাহিত করিতেছেন; এমত সময়ে জাফর বেগ মল্লিক মস্‌উদ্‌ গায়স্‌বেগকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিহিত রাজসম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কুর্ণীশ করিয়া, তাঁহারা সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, সম্রাট তাঁহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকলকেই বসিতে অনুমতি প্রদান করি-লেন। এবং জাফররবেগ ও মল্লিক মস্‌উদের কুশল পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া, গায়স্‌বেগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'ও ব্যক্তি কে? কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন?' জাফরবেগ অতি বিনীত ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার সমুদয় পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, 'ইনি পারস্যদেশের উজিরপুত্র, নাম গায়স্‌বেগ্‌। এক্ষণে পরিবারবর্গের জীবনোপায় জন্য আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী।' জাফরবেগ্‌ এই মাত্র বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

সম্রাট অকবর জাফরবেগের মুখে পারস্যের উজীর-পুত্র গায়স্‌বেগ্‌ বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়া, সাহায্য প্রার্থনায় আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন,শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সজলনয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, অতি কাতর বাক্যে কহিলেন, আজ আমার জীবন সার্থক হইল, এই বলিয়া গায়স্‌বেগের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আপন

পার্শ্বে বসাইয়া, নিস্তব্ধভাবে একদৃষ্টে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সভাসদ্‌বর্গ সম্রাটের এবংবিধ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া, অতি আশ্চর্য্য হইয়া সচকিতনেত্রে তাঁহার দিকে দৃষ্টি-পাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভয়ে কেহই তাঁহার এই অসম্ভা-বিত ভাবের প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি অতি কষ্টে হৃদ্গত শোকাবেগ নিবৃত্তি করিয়া, পারি-ষদ বর্গের পরিজ্ঞানার্থে কহিলেন, যে জন্য আমার শোক-সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমি আপনাদিগকে বলিতেছি—"আমার পিতা দিল্লীশ্বর হুমায়ূন, সেরশা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, সিংহাসনচ্যুত ও দেশ পরিত্যাগ করিয়া যে সময়ে পলায়ন করেন, সে সময়ে পূর্ণগর্ভা মাতা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, দুঃসময় উপস্থিত হইলে, 'মনুষ্যের আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব সকলকেই চিনিতে পারা যায়।' সে সময়ে কেহই তাঁহার সহায়তা করিল না, কেবল কয়েকজন মাত্র পরিচারক 'যাহারা ধর্ম্মভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই,' তাহারাই সঙ্গে ছিল। তিনি শত্রুভয়ে প্রপীড়িত ও প্রাণভয়ে অতি কষ্টে সিন্ধুনদের অপর পারে, 'অমরকোট' নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। দুরন্ত পথ, চারিদিকে মরুভূমি, কেবল অনন্ত বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে; এক বিন্দুজল পাইবার উপায় নাই; বৃক্ষের ছায়া মাত্র নাই, পথের কষ্টে তাঁহার সঙ্গিগণ অনেকেই সে

সময় মৃতকল্প হইয়াছিল। তাঁহারা অমরকোটে উপস্থিত হইয়া, শত্রু ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিতচিত্তে বাস করিতে-লাগিলেন। এই সময়ে আমার মাতা প্রসব বেদনায় একান্ত অধীরা হইয়া পড়িলেন। একে শত্রু ভয়, তাহাতে মাতার এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই চিন্তাকুল চিত্তে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহারা যেরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, অমর কোটের রাণা তাঁহাদিগকে উৎসাহের সহিত অতি যত্নে স্থান প্রদান না করিলে, বোধ হয়, চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া, তাঁহা-দিগের প্রাণবিয়োগ হইত। এই বিপদের সময়, ১,৫৪২ খৃঃ, ১৫ই আষাঢ় রবিবার দিবসে সেই স্থানে আমার জন্ম হয়। পিতা আমার জন্মদিনে একটী দেশ জয় করিয়া মনে ভাবিয়াছিলেন, আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। তিনি রাণার যত্নে এই আনন্দের দিনে দুঃখের অবস্থা বিস্মৃত হইয়া পরম সুখে ছিলেন কিন্তু রাজশ্রী অপহৃত হওয়াতে সেই দুঃখই তাঁহাদিগের অপরি-হার্য্য হইয়াছিল। এই অবস্থায় আমার জন্ম হওয়াতে, পিতা আহ্লাদ করিয়া আমার নাম (জালাল উদ্দিন মহম্মদ অকবর) রাখিয়াছিলেন। আমার জন্মের পূর্ব্বে পিতা একটি দেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি সেই স্থানের আমীর ওমরাহগণকে আমন্ত্রণ করিয়া, মহাসমারোহে আনন্দোৎসব করিয়া-

ছিলেন। তখন আমার বয়স একবৎসর। সেই সময়, পিতা লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা মির্জ্জা-আজকারী বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। সে সময়ে ঋতু বিপর্য্যয় হেতু পিতা আমাকে লইয়া পলায়ন করা অসম্ভব ভাবিয়া, মনে মনে স্থির করিলেন; এই দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে ধাত্রী-গণের সহিত যদি তাঁবুতে রাখিয়া যাই, ইহাকে দেখিলে ভ্রাতার মনে অবশ্যই বাৎসল্য ভাবের উদয় হইবে। "কারণ পিতৃব্য পিতৃতুল্য" ভ্রাতা আমার প্রতি ক্রোধান্ধ হইলেও এই দুগ্ধ পোষ্য বালকের প্রাণবধ করিতে পারিবেন না। তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়া পতি-পত্নিতে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক, পারস্য দেশে পলায়ন করিলেন। আমি ধাত্রীগণের সহিত তাম্বুতে বাস করিতে লাগিলাম।

পিতৃব্য আজকারী মির্জ্জা সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন; ভ্রাতা অসমর্থ বিধায় ধাত্রীগণের সহিত পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। পিতৃব্য আমাকে দেখিয়া সস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া প্রতিপালন জন্য কান্দাহারে আপন পত্নীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমি পিতৃব্য পত্নীর যত্নে পরমসুখে তথায় প্রতিপালিত হইতে লাগিলাম।

পিতা, পিতৃব্যের ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া পারস্যের অধিপতি শাহাতমাস্পের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এই

সময়ে পারস্যের সকল লোকই শিয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। পারস্যরাজ পিতাকে সুন্নি-মতাবলম্বী জানিয়া কহিলেন "আপনি যদি সুন্নি মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শিয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন, তাহা হইলে আমি সৈন্য প্রদান করিয়া আপনার সাহায্য করিতে পারি।" পিতা, পারস্যের অধিপতি শাহা তমাস্পের এইরূপ আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, শিয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

পারস্যরাজ পিতাকে শিয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং আপন সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন। "দিল্লীর অধিপতি হুমায়ূন শা ভ্রাতৃগণের বিপক্ষতাচরণে দেশত্যাগী হইয়া, আমার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি সৈন্যবল লইয়া, অচিরকাল মধ্যে সম্রাটের অপহৃত রাজ্যের পুনরোদ্ধার করিয়া দিবে।

সৈন্যাধিপতি, সম্রাটের এই অনুমতি পাইয়া, অতি সত্বর সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক দিল্লীশ্বরের সহিত গমন করিয়া আফগানস্থান অধিকার করিয়া, মরুভূমির অপর পারে কান্দাহারের অভিমুখীন হইলেন। পিতার অন্য এক ভ্রাতা কামরান শুনিলেন যে, দিল্লীশ্বর শাহাতমাস্পের সেনা বলে বলীয়ান্ হইয়া, কান্দাহার আক্রমণ ও পুত্রকে উদ্ধার করিবেন।

পিতৃব্য কামরাণ, পিতার এই অভিসন্ধি বুঝিতে

পারিয়া, আমাকে কাবুলে পাঠাইয়া দিলেন। পিতা সসৈন্যে কান্দাহার জয় করিয়া, পরে কাবুল অধিকার করিয়া লইলেন। দুষ্ট বুদ্ধি কামরান অনন্যোপায় হইয়া, পিতার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া কহিলেন ভ্রাতঃ; আপনি যদি এই যুদ্ধে নিরস্ত না হয়েন, তবে যে তোপানলে নগর ভস্মীভূত হইতেছে, ঐ অগ্নিকুণ্ডে আপনার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বংশধর পুত্রকে নিক্ষেপ করিয়া, আপনার ভবিষ্যৎ সকল আশার শান্তিবিধান করিব। হুমায়ুন ভ্রাতার এইরূপ নির্দ্দয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু অসমসাহসে নির্ভর করিয়া কহিলেন "আমি তোমার বাক্যে ভীত হইয়া সমরাঙ্গন হইতে পশ্চাদপদ হইব না; এই দেখ। এখনি এই সমরানল দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত করিয়া প্রাণাধিক পুত্রের উদ্ধারসাধন করিব এবং তোমার সকল আশা সমুলে এককালে উৎপাটন করিয়া দিব। পিতৃব্য পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া, আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তথা হইতে পলায়ন করিলেন। পিতা বিনা যুদ্ধে কাবুল হস্তগত করিয়া, অল্প দিনের মধ্যে তথায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এই সময়ে মাতা (হামিদা বিবি) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না। পিতা, রাজ্য ও পুত্র লাভে পরম সন্তুষ্ট হইয়া কনোজ যুদ্ধের প্রধান রক্ষক সমসুদ্দীন মহম্মদকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে আগ্রায় গমন করিলেন।

ঈশ্বরের দয়া হইলে মনুষ্যের কোন সুখেরই অভাব থাকে না ; তাহার সকলদিকেই মঙ্গলময় বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে থাকে। পিতা যে সকল শত্রুগণের উৎপীড়নে দিল্লীর রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন ; আজ সেই শত্রুগণ বন্ধুরূপে তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া দিল্লীর সিংহাসন পুনঃ প্রদান করিতে উদ্যত হইতেছে। পিতা, বন্ধুগণের সাহায্যে যখন দিল্লীর রাজসিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, তখন আমার বয়স তের বৎসর। এই যে ব্যক্তি আজ দুঃখের অবস্থায় পতিত হইয়া, আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, ইহার পিতার নাম "খ্বাজা মহম্মদ শরীফ" সেই খ্বাজা মহম্মদ শরীফ পারস্যরাজ শাহা তমাম্পের উজীর ছিলেন। পিতা যখন পিতৃব্যের উৎপীড়নে দেশ ত্যাগ করিয়া শাহা তমাম্পের আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই সময়ে খ্বাজা মহম্মদ শরীফ, পিতার যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, পিতা সময়ে সময়ে কথা প্রসঙ্গে আমার সহিত গল্প করিতেন। সেই গল্প শুনিয়া তখন আমার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত। যদি আমি এই আনন্দের সময় সেই মহোপকারী পিতার বিপদ্বন্ধুর সাক্ষাৎ পাই, তবে তাঁহার প্রত্যুপকার করিয়া মনের সাধ নিবারণ করি। আমার সেই ইচ্ছা অদ্যাপি মনোমধ্যে জাগরূক ছিল। আজ আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, তাঁহার পুত্র গায়স বেগ আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনায় আসিয়াছেন।

অকবর সভাসদগণের সমক্ষে সেই মহোপকারী ব্যক্তির গুণানুকীর্ত্তন করিয়া, অতি বিনীত বাক্যে গায়স্‌বেগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন ; মহাশয় !! আপনি দুঃখের অবস্থায় পতিত হইয়াছেন বলিয়া মনে কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আপনার উপ-স্থিত কষ্টের অবসান করিয়া দিব,তিনি এই বলিয়া অন্তপুরে গমন করিলেন।

সম্রাট্ অকবর সভাভঙ্গ করিয়া গৃহে গমন করিলে, জাফর বেগ, মল্লিক মসউদ ও গায়স বেগ, তিনজনে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিবার সময়ে মল্লিক মসউদ পথি মধ্যে লাহোরের অভিনব কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিয়া জাফর বেগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! এরূপ মনোহর দেবালয়ের কারুকার্য্য আমি কখনও কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর করি নাই। জাফর বেগ কহিলেন, "পূর্ব্বে এই সকল স্থান হিন্দু রাজাদিগের রাজধানী ছিল,এই সকল দেব দেবীর মন্দির দেখিয়া তাহাই অনুভব হয়। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে ইহার অধি-কাংশই নিঃশেষ ও যত্ন অভাবে শ্রী শূন্য হইয়া গিয়াছে। ইহার অনতি দূরে ঐ যে বৃহদাকার সুশ্রী দূর্গ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহার নির্ম্মাণ কৌশল ও ইষ্টকের কারুকার্য্য বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অদ্যাপি সামান্য লোকে বলিয়া থাকে যে, দেবশিল্পী

"বিশ্বকর্ম্মা" হিন্দুদিগের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, মনুষ্যের অসাধ্য কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিতেন। এই সকল দেবালয় দেখিয়া তাহাই অনুভব হয়। ইহার অনতিদূরে ঐ যে সকল মনোহর কীর্ত্তিস্তম্ভ দৃষ্টগোচর হইতেছে, ঐ স্থানের নাম, কাঙ্গাড়া, উহার অন্য এক নাম "নগর কোট" এই নগর বাণ গঙ্গা ও বিশাখা নদীর সঙ্গমের নিকট একটী পর্ব্বতোপরি স্থাপিত। তথায় হিন্দুরাজগণের নির্ম্মিত একটি প্রাচীন দূর্গ আছে। তৎসন্নিধানেই যে মনোহর কারুকার্য্য সমন্বিত অতি প্রাচীন একটি মন্দির রহিয়াছে, তাহা ভবানী ও ভবানীপতির মন্দির বলিয়া অভিহিত। আর উহার অনতি-দূরে যে বিস্তীর্ণ পর্ব্বত শ্রেণী অনুপম শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; তাহার শৃঙ্গসকল আকাশ মণ্ডলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, মেঘ মালার ন্যায় শোভা প্রকাশ করিতেছে; ঐ পর্ব্বতোপরি এক দেবী মূর্ত্তি স্থাপিতা আছেন। উহার নাম মহামায়া, ঐ স্থান হিন্দুদিগের এক মহাতীর্থ। প্রতি বৎসর ঐ স্থানে একটী মহা মেলা হইয়া থাকে। অনেক দেশ দেশান্তর হইতে যাত্রিগণ ঐ দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। কথিত আছে, যে কোন সময়ে মহারাজ দক্ষ শিববিহীন যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহার অসংখ্য নিন্দা করিয়াছিলেন, এবং দক্ষ-কন্যা-সতী, পতি নিন্দায় অধোগতি হয়, এজন্য তিনি বিকল-চিত্ত হইয়া, সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সতী-

পতি, প্রিয় পত্নীর জীবনত্যাগে অধীর হইয়া, যজ্ঞস্থানে আগমন পূর্ব্বক, নিন্দাবাদী দক্ষের যথোচিত শাস্তি প্রদান করিয়া, প্রিয় পত্নি সতীর দেহ চক্রদ্বারা বায়ান্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন, সেই বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলি যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানই হিন্দুদিগের এক এক মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কাশ্মীরে (সারদা) বিজয়পুরে (তুষ্ট ভাগিনী) কামরূপে (কামখ্যা) কাঙ্গাড়ায় (মহামায়া) ইত্যাদি। আর এই সকল স্থানের অনতিদূরে "জ্বালামুখী" তীর্থ, আছে ইহাও হিন্দুদিগের এক মহাতীর্থ; এখানেও নানা স্থান হইতে যাত্রিগণ আসিয়া থাকেন। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। তাহারা লাহোরের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার শিল্প, বাণিজ্য, কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া, মল্লিক মসউদ সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গায়সবেগ্ পূর্ব্বতন আত্মীয়ের আবাসে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরদিবস যথা সময়ে, গায়সবেগ্ জাফর বেগের সহিত, সম্রাট সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, কুর্ণীশ করিয়া তদ্বিধানে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। পরে গায়সবেগকে আহ্বান করিয়া, কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমাদিগের একজন আশ্রয় দাতার পুত্র, আপনার প্রতি সদয় ব্যবহার করা আমার জীবনের একটী প্রধান কার্য্য। এক্ষণে আপনি এই স্থানেই

অবস্থিতি করুন ; পরে যথাস্থানে আপনাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে। তিনি সম্রাটের আজ্ঞানুসারে তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিলে,সম্রাট তাঁহাকে তিন শত সৈন্যের মনসবদার পদে নিযুক্ত করিলেন। "মনুষ্য যথায় যে অবস্থায় অবস্থিতি করুন না কেন ; ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।" অতি অল্প দিনের মধ্যেই সম্রাট্ তাঁহাকে তেহরাণীভারতের মনসবদারী পদে নিযুক্ত করিলেন।

গায়স্‌বেগ্ অতি বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। তিনি কার্য্যদক্ষতা গুণে ক্রমশঃ সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইতে লাগিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই, সম্রাট্, তাঁহার কার্য্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দেওয়ানী (সংসারের অধ্যক্ষ) পদে নিযুক্ত করিলেন। "মনুষ্য সংসার ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া, জীবন কালে তাহার দুইটি ফল উপভোগ করে। একটীর নাম সুখ অন্যটীর নাম দুঃখ। গায়সবেগ্ দুঃখের অবস্থায় পড়িয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। মরুভূমে যখন তাঁহার কন্যার জন্ম হয়, সেই সময়ে তাঁহার সহিত মল্লিক মস্‌উদের পরিচয় হয়, পরে, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহার সৌভাগ্য চন্দ্রের পুনোরোদয় হইল। এই সময়ে কি ধনী, কি নির্ধন সকল লোকই তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিত।

গারস্‌বেগ্ আপন কার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সম্রাটের যে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহার ধারণা কন্যাই

তাহার মূলাধার ; তিনি মনে মনে এই ভাবিয়া কন্যার নাম মেহেরুন্নিসা, (রমণীকুলের দিনমণি) রাখিয়াছিলেন।

গায়স্‌বেগ্‌ দুঃখের অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, যতই উন্নতির অবস্থায় উন্নত ও পরিবারবর্গের সুখোন্নতি করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ কন্যাতেই প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তিনি, এইরূপ মায়ায় বিমোহিত হইয়া কন্যার শিক্ষা বিষয়ে নানা প্রকার সুব্যবস্থাও তাহার *নিত্যপরিচর্য্যার জন্য "দিলারাণী নামক" এক পরিচারিকা* নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

মেহেরুন্নিষা পিতা মাতার অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্নে দিন দিন শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। গায়সদম্পতী কন্যার অনুপম রূপে যেমন বিমোহিত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার কন্যার গুণের পরিচয় পাইয়া তদপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার শিক্ষার জন্য একজন সুশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

মেহেরুন্নিষা অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন ; তিনি অল্পদিনের মধ্যে, নৃত্য, গীত, ও চিত্র বিদ্যাপ্রভৃতিতে সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিলেন। তাহার সুমধুর কবিতা ও গানরচনা এবং কারু-কার্য্যের নিপুণতা দেখিয়া প্রতিবেশিবর্গ সকলেই অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যখন মনুষ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়েন ; তখন তাহার আত্মীয়ের অভাব থাকে না। এই সময়ে গায়স পত্নীর সহিত সেলিম মাতা মরিয়ম

বেগমের অতিশয় সখীত্ব জন্মিল। তিনি; প্রায় প্রতি দিনই কন্যাকে সঙ্গে করিয়া, বাদসাহের বেগম মহলে যাইতেন। অকবর মহিষী, মেহেরুন্নিষার নৃত্য, গীত, ও কবিতারচনা দেখিয়া তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। এইরূপে তাহার সুখ্যাতি চারিদিকে ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

গারসবেগ সম্রাটের একজন প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ। এজন্য রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ভাব হইয়াছিল! একদিন গায়স্‌বেগ কোন কার্য্য উপলক্ষে সেই সকল ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে শাহাজাদা মহম্মদ নূরউদ্দিনকে (সেলিম) নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উৎসব সমাপ্ত হইয়া গেলে, অভ্যাগত রাজগণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।—গায়স্‌-. বেগ, শাহাজাদা সেলিমের প্রতি গমনে বাধা জন্মাইয়া,অতি বিনয় বাক্যে কহিলেন কুমার! আমি আপনার প্রতিপাল্য, সাধারণ সমক্ষে রাজসন্মান ভিন্ন অন্য ভাবে আপনার সন্তোষ সাধন করিতে পারি না। অতএব আমার প্রার্থনা এই, প্রতিপাল্যের বাক্যে অবজ্ঞা না করিয়া কিঞ্চিৎকাল এখানে অবস্থিতি করিলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

শাহাজাদা সেলিম, গায়স্‌বেগ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গায়স্ বেগ তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট করিবার জন্য অশেষ

বিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।—সে সময়ে রাজাদিগের এই নিয়ম ছিল রাজা বা রাজপুত্র দিগকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে, নিমন্ত্রণকর্ত্তার পরিবারস্থ রমণীগণকে তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিতে হইত। গায়সবেগ তাহাই করিলেন। মেহেরুন্নিষা ও অন্যান্য রমণীগণ সাহাজাদার সম্মুখে আসিয়া, তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। কুমার, গায়স পত্নীর প্রিয়বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্য আহার করিলেন। পরে রতিবিনিন্দিতা গায়স্ কন্যা মেহেরুন্নিষা সজ্জিতা হইয়া মনোহর বেশে তদ্সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নৃত্য গীতে তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন। সেলিম, মেহেরুন্নিসার ভ্রমর-ঝঙ্কার বিনিন্দিত তান লয় সংযুক্ত গানে বিমোহিত হইয়া, আত্ম মর্য্যাদা বিস্মরণ পূর্ব্বক, অনিমিষ নয়নে তাহার মুখ-চন্দ্রের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। শরৎকালের পৌর্ণমাসী রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের সুবিমল শোভা সন্দর্শন করিলে মনুষ্যের মনে যেরূপ অনুপম আনন্দের উদ্রেক হয়। অন্য সময়ে সেরূপ প্রীতির সঞ্চার কখনই হয় না। মেহেরু-ন্নিষার রূপলাবণ্য দেখিয়া, সাহাজাদা সেলিমের মনে তাহাই হইয়াছিল। নৃত্য গীত বন্ধ হইল। সেলিম, অতি ম্রিয়মাণ হইয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু মেহেরুন্নিষা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে প্রস্তরে খোদিত রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া রহিল।

গারস্‌বেগ্‌ স্বীয় কন্যার পরিণয়োচিত কাল সমাগত দেখিয়া, সর্ব্বদাই মনে মনে চিন্তা করিতেন, কন্যার অনুরূপ পাত্র না হইলে দাম্পত্য প্রণয়ের অসদ্ভাব হেতু তাহাদিগের যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইবে. তাহা আমাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রীতিকর ; অতএব পাত্রের রূপ, গুণ, কন্যার একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়, এরূপ কোন সমৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পুত্রকে নির্ব্বাচন করা আমাদিগের একান্ত আবশ্যক হইতেছে।

গায়স বেগ্‌ স্বীয় কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিবার মানসে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া,তুরুষ্ক দেশীয় আলীকুলীবেগ নামক সুরূপ সম্পন্ন এক নবীন যুবকের সহিত এই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া—সম্রাটের অনুমতি লইয়া, ছিলেন। তখন এই নিয়ম ছিল, "কোন রাজকর্ম্মচারীকে আপন পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, সম্রাটের অনুমতি লইতে হইত।" আলি কুলীবেগ তুরস্কদেশীয়। ইনি কিছুদিন পারস্য রাজের ভোজন পরিচারক ছিলেন। পারস্য রাজের মৃত্যু হইলে, আলীকুলীবেগ অতিশয় বিপদাপন্ন হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। সে সময় সম্রাটের প্রধান সেনাপতি মির্জ্জা আবদার রহিম খান্‌ মুলতানে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আলী কুলীবেগ তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে, তিনি ইঁহাকে আপন সেনাদলে গ্রহণ করিলেন। মির্জ্জা আবদার

রহিম খান্, যে সময়ে ঠট্টা জয় করিতে যান। তিনি, সেই সময়ে আলী কুলীবেগকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। মির্জ্জা আবদর রহমন আলীকুলীবেগকে সৈন্যদিগের মধ্যে যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী দেখিয়া, অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যখন সিন্ধুদেশ জয় করিয়া দরবারে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি আলী কুলীবেগকে সম্রাট সমীপে বিশেষরূপে পরিচিত করিয়া দেন। সম্রাট অকবর প্রধান সেনাপতি খান্ খানারের নিকট এই নবীন যুবার যুদ্ধ বিদ্যার কার্য্যদক্ষতা অবগত হইয়া, তিনি তাহাকে দুই শত সৈন্যর মনসবদারের পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আলীকুলী বেগ ইহার কিছুদিন পরে সেলিমের সহিত রাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট অকবর আলী কুলীর কার্য্য-দক্ষতাগুণে সন্তুষ্ট হইয়া এই সময় তাঁহাকে "শের আফগান উপাধি প্রদান করেন।"

সেলিম অতি চঞ্চল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আত্ম অভিলাষ পূর্ণ করিতে হিতাহিত বিবেচনা করিতেন না। তিনি বিশ্বস্থ সূত্রে অবগত হইলেন, যে মেহরুন্নিষার বিবাহ শের আফ্গানের সহিত হইবে ; তখন তিনি সেই বিবাহের বিঘ্নোৎপাদন করিবার জন্য নানা প্রকার ষড় যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সম্রাট অকবর অতি ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান ও সুবিবেচক লোক ছিলেন ; তিনি আপন স্বার্থের জন্য

কাহারও মনকষ্ট হয়, এরূপ কার্য্য কখনই করিতেন না। তিনি, ইতিপূর্ব্বে দেওয়ান গায়স্ বেগের প্রার্থনানুসারে শের-আফ্গানকে কন্যা সংপ্রদান করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। বিবাহে বিলম্ব হইলে অশেষবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, সেলিম মেহেরুন্নিষার বিবাহে উদ্বিগ্ন ও হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া, মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন। পিতা আমার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে, বোধ হয় এ বিবাহে অন্য মত করিতে পারেন। তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়া, অপ্রকৃতিস্থ হৃদয়ে সম্রাটের নিকট আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সম্রাট পুত্রের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, যে পুত্র, পিতা মাতার নিকট পুত্রোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতে না জানে আমি তাহার মুখাবলোকন করি না।

সেলিম পিতার নিকট এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া, লজ্জাবনত বদনে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, প্রকাশ্যে মেহরুন্নিষার আশা একবারেই পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু সেই মনোমোহিত কারিণীর নৃত্য, গীত ও মুখ-জ্যোতি তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তঃহৃত হইল না। সম্রাট অকবর পুত্রের স্বভাব চরিত্রের বিষয় বিশেষ রূপ অবগত ছিলেন। কেবল স্বাধীনতায় অসমর্থ বলিয়া তিনি আপন ইচ্ছামত কোন কার্য্যই করিতে পারিতেছেন না। তিনি মনে এই স্থির করিয়া, দেওয়ান গায়স বেগকে আহ্বান করিয়া

কহিলেন, অতি সত্বর আপনার কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করুন। আর বিলম্ব করিবেন না। গায়স্‌বেগ সম্রাটের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, শের আফগানের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। সম্রাট অকবর, গায়স কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না। সেলিম কর্ত্তৃক ইহার পর কোনরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে, এজন্য তিনি আলীকুলী বেগ (শের আফগানকে) বৰ্দ্ধমানের জায়গীরদার ও তমুলদারী পদে নিযুক্ত করিয়া, সস্ত্রীক বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিলেন। সেলিম এ সমস্ত জানিতে পারিয়া পিতার ভয়ে ইচ্ছা পূৰ্ব্বক যেন মেহরুন্নিষাকে ভুলিয়া রহিলেন। সম্রাট অকবর শা অতি ধৰ্ম্মশীল লোক ছিলেন। তিনি (ধৰ্ম্ম) এক জানিয়া জাতি ভেদে তাহার পার্থ্যক্য-ভাব স্বীকার করিতেন না। এজন্য তিনি হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান সকল জাতীয় লোককে সমান আদর করিতেন। সম্রাটকোন ধৰ্ম্মকেই অবজ্ঞা করিতেন না। তিনি প্রাণি-হত্যা অতিশয় পাপ কার্য্য বলিয়া আপনি নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিতেন। গোমাংস অখাদ্য বলিয়া রাজ্যমধ্যে গোহত্যা নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি স্বজাতি-দিগকে বলিতেন, দাড়ি রাখা ও মুসলমানী গ্রহণ করাতে ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। সম্রাট অকবর রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপালন গুণে দেশের হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতির নিকট ঈশ্বরের অবতার বলিয়া (কল্পনা)

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো (বলিয়া কথিত ছিলেন) অদ্যাপি জাতি নির্ব্বিশেষে তাঁহার নামাঙ্কিত (স্বর্ণমুদ্রা) মোহরের পূজা করিয়া থাকেন। মুয়জ্জিনেরা মস্‌জীদে আসিয়া নমাজ করিবার জন্য অন্য উপাসকগণকে আহ্বান করিবার সময়, এই বলিয়া ডাকিয়া থাকেন (আল্লাঃ হো অকবর) এই মহাত্মা যদি কার্য্যগুণে সকলের প্রীতিভাজন না হইতেন, তাহা হইলে কেহ ভ্রমেও তাঁহার নাম উল্লেখ করিত না।

খনিজ পদার্থ (ধাতু) সকল যখন খনি হইতে উত্তোলিত হয়; তখন তাহাকে কৃত্রিম বা মিশ্র ধাতু বলে। পরে মনুষ্যেরা নানা উপায়ে ঐ সকল ধাতুকে পৃথক্ করিয়া লয়। পৃথক্ হইলে, তখন ঐ সকল ধাতু প্রত্যেকে সাধারণ সমক্ষে পবিত্র ধাতু বলিয়া পরিগণিত হয়। আজ আমরা, যে মহাত্মা অকবরের অসংখ্য গুণের গরিমা দেখাইয়া, সাধারণ সমক্ষে তাঁহাকে ভক্তিভাজন করিতে উদ্যত হইয়াছি। অনেক ইতিহাস লেখক, তাঁহার অসংখ্য দোষের পরিচয় দিয়া, ঐ সকল মহান্ পদ হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সম্রাট অকবর একটী সংশোধিত রত্ন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার চরিত্র দূষিত ছিল বটে কিন্তু তিনি স্বীয় মহান্ বুদ্ধি শক্তির প্রভাবে ও সৎসঙ্গের গুণে এত আদরের লোক বলিয়া সাধারণ

সমক্ষে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। অকবর সাধু সঙ্গে থাকিয়া সদুপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক, মানসিক কুপ্রবৃত্তিকে বিষবৎ পরিত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি এই জনসমাজে কখনই ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন না। মনুষ্যের প্রতিভাশক্তি ও সৎসঙ্গ লাভের বাসনা বলবতী থাকিলে সময়ে সকলেই অকবরের ন্যায় প্রতিপত্তি-শালী ও সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া, সাধারণের নিকট ঐরূপ সুখ্যাতি ভাজন হইতে পারেন।

সম্রাট্ অকবরের আটটী পত্নী, পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। পুত্রগণের মধ্যে একটীর নাম "মুরাদ" একটীর নাম- "দানিয়াল" আর যোধপুর-রাজকন্যার গর্ভজাত পুত্রের নাম "সেলিম"। এতদ্ভিন্ন অন্য এক মহিষীর গর্ভে যমজ দুই পুত্র হয়, তাহাদিগের নাম "হাসেনহোসেন"। বাল্যকালেই তাহাদিগের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যা শাহাজাদা খানুম, দ্বিতীয় কন্যা শুক্রুন্নিষা বেগম, কনিষ্ঠা, আরাবানু বেগম।

অকবর, হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার অতি পবিত্র বলিয়া, তাহার অনুকরণের জন্য, তিনি হিন্দুদিগের মধ্য হইতে সুযোগ্য পণ্ডিত লইয়া, তাঁহার সভাসদ্ ও প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই হিন্দুদিগের মতে থাকিয়া, যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত একতা ভাব হয়, তিনি সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

সম্রাট্ অকবর, প্রিয়মহিষী মরিয়ম্ বিবিকে অতিশয়

ভাল বাসিতেন, এজন্য তিনি সেলিমের জন্ম উপলক্ষে অনেক উৎসব করিয়াছিলেন, এবং ঐ পুত্রকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। সম্রাট্ অকবর, প্রিয়পুত্র সেলিমকে বিবিধ শিক্ষা প্রদান করিয়া,সচ্চরিত্র করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সেলিম সর্ব্বদা অসৎসঙ্গে থাকিয়া, সময় অতিবাহিত করিতে ভাল বাসিতেন; এজন্য পিতার সদুপদেশ তাঁহার বিরক্তিজনক বলিয়া বোধ হইত। সময়ে সময়ে পিতার অবাধ্য হইয়া, তিনি স্বয়ং রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন। কখনও বা পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সৈন্যবল অধিক না থাকাতে তিনি প্রকাশ্যভাবে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও সফলমনোরথ হইতে পারিতেন না। সম্রাট্ অকবর সেলিমের এইরূপ অসদ্ব্যবহারে সর্ব্বদাই মনোকষ্টে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। এমত সময়ে তাঁহার অন্য এক পুত্র দানিয়ালের মৃত্যু হয়। সম্রাট্ সেই পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অতিশয় দুঃখিত ও মনের কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে সেলিম সুযোগ বুঝিয়া রাজপদ গ্রহণ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আগ্রায় গমন করিলেন। তিনি যেরূপ মনের আনন্দে তথায় গমন করিয়াছিলেন, তথাকার দুর্গের দ্বাররক্ষকের বুদ্ধি কৌশলে বিফলমনোরথ

হইয়া, এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং বিনা যুদ্ধে তথাকার দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়া, তাহা রক্ষা করিবার জন্য তথায় কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া, তিনি অযোধ্যা ও বেহারে আসিয়া, স্বয়ং রাজ-উপাধি গ্রহণ করিলেন।

সম্রাট্, অকবর বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রশোকে অতিশয় কাতর ও রুগ্ন হইয়া, মনের কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। তাহার পর সেলিমের এইরূপ অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়া তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত হইয়া, তাহার প্রতিবিধানের জন্য প্রিয়বন্ধু আবুল ফজেলকে পত্র লিখিলেন। "আমি, দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের যন্ত্রণায় অতিশয় বিব্রত হইয়া, অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছি। 'তাহার যেরূপ ব্যবহার' বোধ হয়, সেই দুরাশয় সময় পাইলেই আমার প্রাণ সংহার করিতে পারে, অতএব আপনি আমার সহিত সত্বর সাক্ষাৎ করিলে বিবেচনা করিয়া ইহার একরূপ সদুপায় স্থির করা যাইবে।" সেলিম গুপ্ত অনুসন্ধানে জানিলেন যে, পিতা আমার বিরুদ্ধে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া, আমাকে শাসন করিবার জন্য আবুল ফজেলকে আহ্বান করিয়াছেন। আবুল ফজেল আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, হয়ত তিনি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন। অতএব আবুল ফজেল যাহাতে পিতাকে কোন প্রকার পরামর্শ দিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করিয়া, তিনি এই স্থির করিলেন ; আবুল ফজেলকে বিনষ্ট

করিতে পারিলে আমার আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না; পরে পিতার নিকট প্রতিপত্তি লাভের জন্যও আমাকে অধিক আয়াস পাইতেও হইবে না। সেলিম মনে মনে এই স্থির করিয়া তাহার উপায় এই স্থির করিলেন। কণ্ডার রাজা বীরসিংহের সহিত পিতার বিশেষ সদ্ভাব নাই, তাহার প্রতি ভারার্পণ করিলে, তিনি আবুল ফজেলকে বধ করিতে পারেন। আবুল ফজেলের মৃত্যু হইলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। সেলিম মনে মনে এই ভাবিয়া, আবুল ফজেলকে বধ করিবার জন্য বীরসিংহকে নিযুক্ত করিলেন। এবং এই উপায় বলিয়া দিলেন, আবুল ফজেল যখন দক্ষিণ দেশ হইতে কণ্ডা রাজ্যের মধ্য দিয়া, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। তিনি কণ্ডা রাজ্যের মধ্যে উপস্থিত হইলেই আপনি সেই সময় তাহাকে বধ করিবেন। সেলিম এই মন্ত্রণা করিয়া, তাহাকে সজ্জিত থাকিতে বলিয়া দিলেন।

আবুল ফজেল দক্ষিণ দেশে সম্রাটের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সম্রাটের পত্র পাইয়া, তথায় আপন পুত্রকে সেই কার্য্যে রাখিয়া, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিয়া, কণ্ডা রাজ্যের মধ্য দিয়া আসিতেছিলেন। পথি মধ্যে বীরসিংহের লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, বর্ষা দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে

পতিত হইলেন। বীরসিংহ আবুল ফজেলকে পতিত দেখিয়া, আপন হস্তে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া, এলাহাবাদে সেলিমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট্ অকবর আগ্রায় থাকিয়া, প্রিয় সহচর আবুলফজেলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমত সময়ে একজন উকীল বাম হস্তে একখানি কালরুমাল বান্ধিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সম্রাট্ উকীলকে শোক চিহ্নে সজ্জিত দেখিয়া, চিন্তায় তাঁহার মুখ শুষ্কপ্রায় হইয়া, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, আগন্তুকের মনোভাব জানিবার জন্য, অতি নম্র ভাবে কহিলেন। তোমার হস্তে এই চিহ্ন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! রাজ্যের ও পুত্রগণের কুশল ত? তখন দূত শোকাশ্রু নয়নে অতি বিনীত বাক্যে কহিল মহাত্মন্! কুমার সেলিমের কৌশল চক্রে আপনার প্রিয় মন্ত্রী আবুল ফজেলের মৃত্যু হইয়াছে। সম্রাট্ অকবর উকীলের মুখে এই দুঃসহ হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকে জ্ঞানশূন্য ও কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া, তীরবিদ্ধ সরস বৃক্ষের ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ ও ভৃত্যবর্গ সম্রাটের এবংবিধ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া, নানা উপায়ে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ ভৃত্যগণের যত্নে অতি কষ্টে

চৈতন্য লাভ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয় সহচর আবুল ফজেল! তুমি যে, আমার জ্ঞান ও বুদ্ধিদাতা, তোমার সহিত পরামর্শ না করিয়া, আমি যে, কোন কার্য্যই করিতাম না; আমার বিদ্যা, বুদ্ধি ও সম্মান সকলই তোমা বিহনে আজ বিলুপ্ত হইল। হা প্রিয় বন্ধু ফজেল! তুমি কোথায় রহিলে?" পরে পুত্র সেলিমকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "বাপ সেলিম! পুত্রই পিতার রাজ্য, ধন ও ঐশ্বর্য্য সকলই পাইয়া থাকে; আমার সময় থাকিতে রাজ্য প্রাপ্তির আশা যদি তোমার এতই প্রবল হইয়াছিল, বিনা অপরাধে আমার প্রিয় সহচর আবুল ফজেলের প্রাণবধ করিলে কেন? ইহা অপেক্ষা আমার প্রাণবধ করিলে তোমার সকল আশাই পূর্ণ হইত।" সম্রাট এই বলিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

আবুল ফজেল নানা বিদ্যায় একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। সম্রাট্ অকবর জাতি বিশেষের ধর্ম্ম তত্ত্ব জানিতে পারিলে বড় আনন্দ লাভ করিতেন, কিন্তু সকল ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল না। আবুল ফজেল বাইবেল, রামায়ণ, ও মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলে, তিনি তাহা পাঠ করিতেন। আবুল ফজেল নিস্বার্থ-পরায়ণ ও যথার্থবাদী লোক ছিলেন। তিনি সত্যেরই আদর করিতেন; আপনারপবিত্র জ্ঞানে যাহা সত্য বলিয়া জানি-

তেন, তিনি তাহা অকপট হৃদয়ে সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতেন। অনুরোধ বা স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া, যুক্তির বিরুদ্ধ ভাব কখনও প্রকাশ করিতেন না। কোরাণ মুসলমান জাতীর ধর্ম্মপুস্তক হইলেও আবুল ফজেল তাহার সকল কথা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। যে সকল স্থান তাঁহার মতের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইত; তিনি সম্রাটের সহিত যুক্তি করিয়া, সেই ভ্রম স্বজাতিগণকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। এই ধর্ম্ম বিরুদ্ধতা বশতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে হিন্দু বা নাস্তিক বলিয়া অখ্যাতি করিত।

আবুলফজেল আপন বুদ্ধিশক্তি আলোড়ন করিয়া, সম্রাট্ অকৃবরের রাজত্ব কালের জীবন বৃত্তান্ত এরূপ সুন্দররূপে লিখিয়াছেন (আইনই অকৃবরী) তাহা পাঠ করিলে অকৃবরের জন্মকাল হইতে "আবুল ফজলের মৃত্যুর পূর্ব্ব এই সমস্ত সময়ের ঘটনা একাধারে প্রত্যক্ষ রূপে জানিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়া সম্রাটের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সম্রাট্ অকৃবর এই সকল গুণে তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। সম্রাট্ অকৃবর পুত্র শোকে যেরূপ কাতর হইয়াছিলেন, আবুল ফজেলের মৃত্যুতেও সেইরূপ শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেলিমের এই অমানুষিক ব্যাপারে ক্রুদ্ধ না হইয়া, বরং দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহাকে এইভাবে এক পত্র লিখিলেন। "পিতা

পুত্রের যুদ্ধ সংঘটন অতি অমানুষিক ব্যাপার, আর নানা কারণে আমার শরীর ও মন যেরূপ ভগ্ন হইয়াছে, তাহাতে রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপালন প্রভৃতি এই দুরূহ কার্য্যে আর আমার আস্থা হইতেছে না। ঈশ্বর আরাধনা প্রভৃতি ধর্ম্ম কার্য্যই এক্ষণে আমার জীবন যাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে। এজন্য তোমাকে জানাইতেছি, তুমি অতি সত্বর সদ্ভাব সম্পন্ন হইয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" সেলিম সম্রাটের এইরূপ আদেশ পাইয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যে সকল অপরাধ করিয়াছি, নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া আমাকে আশ্রয় দান করুন।" সম্রাট্ অকবর্, পুত্রকে বিনীত ও শরণাপন্ন দেখিয়া, তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

এই সময়ে মিবারের রাণা প্রতাপ সিংহ পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বীর দর্পে সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য হলদি ঘাটে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ মিবার্ রাজের যুদ্ধ দুর্দ্দমনীয় মনে করিয়া, তাহার প্রতিবিধানার্থে রাজা মানসিংহকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া, কুমার সেলিমকে সেই যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সেলিম স্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আপন তৃপ্তি সাধন মানসে, অরক্ষণীয় কার্য্যেও অবহেলা করিয়া, পারিষদ্ বর্গের সহিত সর্ব্বদাই সুরাপানে আসক্ত থাকিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, "জয়,

পরাজয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ" তিনি এইরূপ ভাবিয়া, এই বিপদ সময়ে আপন পটমণ্ডপে আমোদ আহ্লাদে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

রাজা প্রতাপ সিংহ পূর্ব্বে একবার এই যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, পলায়ন করিয়াছিলেন। এবার অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ করিয়া, তাঁহার অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন। সম্রাটের সৈন্যগণ পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলে, সেলিম লজ্জায় হীনপ্রভ হইয়া এলাহাবাদে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের অতি নৈকট্য সম্বন্ধ। মন সর্ব্বদা আনন্দ পূর্ণ থাকিলে, বয়োধিক্য প্রযুক্ত শরীরের অবস্থা পরিবর্দ্ধিত হয় না; মনুষ্য সর্ব্বদা শোকে দুঃখে জর্জ্জরীভূত হইলে, যৌবন কালেও তাহার শরীরে বার্দ্ধক্য ভাব প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের মন ও শরীর অস্বচ্ছন্দ হইলে, তখন শরীরে আলস্য ও মনের ঔদাস্যভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। সম্রাট্ অক্‌বর্ অতি সুপুরুষ লোক ছিলেন। সুখ স্বচ্ছন্দতা গুণে, তাঁহার দেহ-কান্তিতে সকলেই তাঁহাকে নবযৌবন সম্পন্ন বলিয়া বোধ করিত। কেবল কেশের পক্কতা হেতু তাঁহাকে বৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইত।

সম্রাট্ অকবর পুত্র শোকে ও সেলিমের অসৎ ব্যবহারে এরূপ জর্জ্জরীভূত হইয়াছিলেন যে, একটী কার্য্যে অধিক সময় মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না, কিন্তু অপত্য

স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সেলিমের মুখ প্রত্যাশায় অনেক সময় শোক ও দুঃখের শান্তি করিতেন কিন্তু আবার যখন তাহার চরিত্রের বিষয় মনে পড়িত, তখনই তাঁহার সকল আশা ভরসা বিলয় প্রাপ্ত হইত।

সম্রাট্ অক্‌বর্ এইরূপ নানা কারণে দিন দিন অতিশয় রুগ্ন হইতে লাগিলেন। তখন তিনি আপন মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; আমার শরীর ও মনের যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতেছে; বোধ হয়, অল্প দিনের মধ্যেই আমাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হইবে। এই জন্য আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি, ‘রাজ্য-রক্ষার কিরূপ বন্দোবস্ত করিলে প্রজাবর্গ পরম সুখে কালযাপন করিতে পারে; আপনারা তাহার যুক্তি প্রদান করুন।

প্রজাবর্গ ও মন্ত্রিগণ সম্রাটের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারা নানারূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন; পুত্রই পিতৃ-ধনে উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে, সেলিম ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, সম্রাট্ সন্তুষ্ট চিত্তে দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকেই রাজ্য প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তখন আমাদিগের উচিত, সম্রাটের মতে সম্মতি প্রদান করা। সকলে একবাক্য হইয়া সম্রাটের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। সম্রাট্, মন্ত্রী ও প্রজাবর্গের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহাসমারোহে আগ্রা দুর্গে পুত্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রাজ

সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন, পরে তাহার মস্তকে মুকুট ও হস্তে তরবারী প্রদান করিয়া, তাহাকে জাহাঙ্গীর (পৃথিবিজয়ী) এই উপাধি প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ সম্রাট অক্‌বর্‌, মনের আনন্দে পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তাহাকে উপদেশ দিয়া কহিলেন; "এখন তুমি রাজ্যেশ্বর", রাজ্য পালন, রাজ্য রক্ষা, রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য; প্রজার সুখোন্নতি হইলেই, রাজা পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব আলস্যপরতন্ত্র বা অসূয়া পরবশ হইয়া প্রজাপালন কার্য্যে কখনই ঔদাসীন্য ভাব অবলম্বন করিবে না। "রাজ্য ভার বহন করা অতি দুরূহ কার্য্য" আমি এক্ষণে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। তুমি, উপযুক্ত পুত্র; তোমার হস্তে এই রাজ্য ভার সমর্পণ করিয়া, আমার মনে যেরূপ আনন্দোদয় হইয়াছে; তোমার রাজ্য শাসনের সুখ্যাতিবাদ প্রজাবৃন্দের মুখে শ্রবণ করিলে, আমি তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ অনুভব করিব। মনুষ্য কার্য্যক্ষেত্রে থাকিয়া সময়ে তাহার ফলোপভোগ করিতে পারে না। অসমর্থ বিধায় যখন তাহা হইতে অপসৃত হইয়া, পরমার্থিক সুখের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে থাকে, তখন তিনি কার্য্যক্ষেত্রোপার্জ্জিত খ্যাতি অসংখ্য পরিমাণে শ্রবণ করিয়া, আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।" তুমি রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিয়া, বৃদ্ধাবস্থায় যখন পুত্রহস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, অবসন্ন

হইয়া পড়িবে; তখন তুমি এই কার্য্যক্ষেত্রোপার্জ্জিত সুখ রূপ ফলভোগ করিতে পারিবে। সম্রাট্ অক্‌বর্ সর্ব্বজন সমক্ষে পুত্রকে এইরূপ নানা উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া নিরস্ত হইলে, অন্যান্য রাজা ওমরাহগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
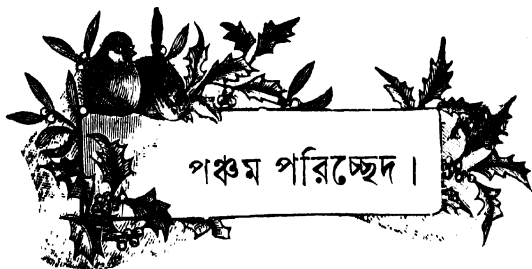
সম্রাট্ অকৃবর্ বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত পুত্র জাহাঙ্গীরের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন, বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। পুত্রের চরিত্র যখন তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইত, তখনই তিনি বৈষয়িক চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া পড়িতেন। তিনি, যে সুখের প্রত্যাশায় পুত্র হস্তে সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিলেন, তাহা তাঁহার মনে অসম্ভাবিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অকৃবর্ এইরূপ নানা চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, দিন দিন রুগ্ন হইতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই, তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া পড়িলেন। যিনি যেরূপ লোক হউন না কেন? তাঁহার জীবনকালের সদসদ্ কার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি সাধারণের চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া থাকে। অকৃবরের মৃত্যুতে কি সম্রাট্ কি রাজা, কি প্রজা, কি ভৃত্য সকলেই শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন "আজ আমরা পিতৃহীন

হইলাম।" জাহাঙ্গীর পিতৃশোকে অতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ তাঁহাকে অশেষ বিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহাত্মা অকবর যেরূপ সৎকর্ম্মশালী ও পুণ্যবান্ লোক ছিলেন, এক্ষণে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও সেই ভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত। জাহাঙ্গীর পারিষদ্‌বর্গের বাক্যে অতি কষ্টে শোক সম্বরণ করিয়া, পিতার মৃতদেহ সুগন্ধময় দ্রব্যে ও বহুমূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিলেন। পরে আগ্রা হইতে ফতেপুর শিকড়ি সমাধি ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার সময়, তাঁহার স্বর্গ কামনায়, দীন দুঃখীদিগকে অকাতরে ধনদান করিতে লাগিলেন। সেই কবর অদ্যাপি দেদীপ্যমান থাকিয়া, মৃত মহাত্মা অকবরের গুণ গরিমা প্রকাশ করিতেছে।

সেলিম (১৬০৫ খৃঃ) পিতার নিকট (জাহাঙ্গীর) পৃথি-

সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীদিগের সমাধি।
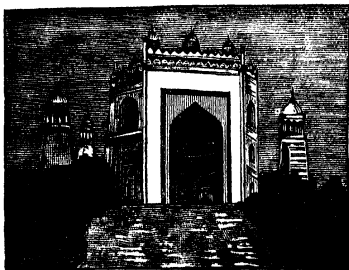
জয়ী এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। মন্ত্রিবর্গ ও প্রজাগণ তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত দেখিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, জাহাঙ্গীর যতই দুর্ব্বৃত্ত হউন না কেন? সম্রাট অক্‌বরের সদুপদেশে তাহার হৃদয় অবশ্যই পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু "মনুষ্যের হৃদয় একবার দোষ স্পর্শে কলুষিত হইলে, সে হৃদয়ে সদাত্মা মহজ্জনের উপদেশ বাক্য ক্ষণস্থায়ী জল চিহ্নের ন্যায় অনুভূত হয়।" "জাহাঙ্গীর পরিণামে সেই ভাবের লোকই হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর পিতৃ উপদেশে স্বীয় রাজ্যে পিতার ন্যায় খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিবেন, তাঁহার মুখের বাক্যে এইরূপ বোধ হইয়াছিল। তাঁহার রাজকার্য্যের অনুষ্ঠান ও পরিচর্য্যা দেখিয়া, সকলেই বুঝিতে পারিলেন; পিতৃউপদেশে, তাঁহার মুখ পরিষ্কার হইয়াছে; কিন্তু হৃদয়স্থিত কুপ্রবৃত্তির সংশোধন হয় নাই। মন্ত্রিবর্গ ও প্রজাগণ সকলেই তাঁহাকে মুখে সম্মান প্রদর্শন করিত বটে, কিন্তু মনের ভাব অন্যরূপ ছিল। তিনি পারিষদ্‌বর্গের তোষামদে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই আমোদ আহ্লাদে সময় অতিবাহিত করিতেন। রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইত না। কেবল কি উপায়ে মেহেরউন্নিষার উদ্ধার সাধন করিব, বন্ধুবর্গের সহিত সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতেন। "যেমন রাজা তাঁহার মন্ত্রীও তদনুরূপ হইয়া থাকে"। উজীর খাঁ সম্রাটের দেওয়ান ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে, জাঁহাঙ্গীর মন্ত্রিগণের

পরামর্শে গায়স বেগ্‌কে, অতি সমাদরে আহ্বান করিয়া সেই পদ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার সম্মান বৃদ্ধির জন্য "ইৎ-মদ্‌উদ্দৌলা" রাজ্যের অমূল্য ধন, এই উপাধি প্রদান করিলেন এবং বাদশাহী নাগরা, নিশান প্রভৃতি সম্মান চিহ্ন প্রদান করিলেন। মেহের-উন্নিষার মধ্যম ভ্রাতা মির্জ্জা আবুল হোসেনকে পাঁচ হাজারী মনসবদারী পদ প্রদান করিলেন। পরে শের-আফ্‌গানের মনঃতুষ্টির জন্য, "সম্রাট অকবর তাঁহাকে যে পদ প্রদান করিয়া বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিলেন," জাহাঙ্গীর তাহার সনন্দ লিখিয়া, শের-আফগানের নিকট পাঠাইয়া এই আদেশ দিলেন, পিতা তোমাকে বর্দ্ধমানের 'তসুলদারীপদ ও দায়গীর প্রদান করিয়া গিয়াছেন', তাহা এই সনন্দ দ্বারা মঞ্জুর করা গেল।

জাহাঙ্গীর পারিষদ বর্গের পরামর্শে অতি স্বল্প আয়াসে মেহের উন্নিষাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই সফল হইল না। তিনি যে আশয়ে সকলের নিকট যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, উপকৃত ব্যক্তি বর্গের মানসিক বৃত্তি তাঁহার বা তাঁহার বন্ধুবর্গের অনুরূপ না হওয়াতে, সকলেই রাজদত্ত পুরস্কার বা পদপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন; 'স্বর্গীয় মহাত্মা অকবর শা আমাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া, মানবলীলা সংবরণ করিয়া-

ছেন; আপনি তাঁহার প্রিয় পুত্র, আপনাকে সেইরূপ সৎ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী দেখিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম।'

জাহাঙ্গীরের দরবার।

জগদীশ্বর করুন, আপনিও আপনার পিতার ন্যায় সুখ্যাতি-শালী ও দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া, পরম সুখে রাজ্য সুখ উপভোগ করুন।

ব্যাধেরা মৃগ স্বীকার করিবার জন্য বনের চতুর্দ্দিকে জাল বিস্তার করিয়া, লগুড় প্রহারে সেই বন আন্দোলিত করিলে, মৃগগণ প্রাণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিবার সময় সেই জালে পতিত হইবে; ব্যাধগণ এইরূপ লুব্ধ আশ্বাসে মনে মনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া থাকে কিন্তু দৈব গতিকে মৃগগণ সেই জাল অতিক্রম বা ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিলে, তাহাদিগের মনে যেরূপ ক্লেশের অনুভব হয়; জাঁহাঙ্গীর স্বীয় বুদ্ধি ও পারিষদ বর্গের পরামর্শে প্রণয় কুরঙ্গী মেহের উন্নিষাকে ধরিবার জন্য নানা রূপ কৌশল জাল বিস্তার করিলেন বটে কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। তখন তিনি হতাশ্বাস হইয়া আশাবৃক্ষের তলে উপবিষ্ট হইয়া কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোন চিন্তাই সফল হইল না। তখন তিনি মেহের উন্নিষা লাভে বঞ্চিত হইলাম, এই ভাবিয়া মানসিক কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় ক্রোধান্ধ ও আপন অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার ধাত্রী পুত্র কুতব উদ্দিন খানি চিস্তিকে বর্দ্ধমানে সুবাদারী পদ প্রদান করিয়া, তাহাকে এই মাত্র বলিয়া দিলেন "তুমি বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া, শের আফ্‌গানকে বলিবে, যে" তুমি অবিলম্বে এখানকার পদ পরিতত্যাগ করিয়া, দিল্লী মহানগরীতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। যদি সে আমার এই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আসিতে অসম্মতি প্রকাশ করে; তাহা হইলে আপনার

প্রতি আমার এই আদেশ রহিল, যে গতিকে হউক তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

কুতব-উদ্দিন সম্রাটের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, আপন অনুচর দিগকে সজ্জিত ও বঙ্গদেশে যাইতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক, আপনিও মহানন্দে সেই সঙ্গে গমন করিলেন। কুতব উদ্দিন বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া, শের আফ্-গানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন; আপনি সত্বর দিল্লীতে যাইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আপনি যতদিন এখানে না আসিবেন, ততদিন আমি এই স্থানে থাকিয়া এখানকার কার্য্য সম্পন্ন করিব। শের-আফগান কুতব-উদ্দিনের কথার প্রত্যুত্তরে সম্রাটের সনন্দ প্রার্থনা করিলেন। কুতব-উদ্দিন তাহাতে অসম্মত হইয়া কহিলেন; আপনি আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া দিল্লীতে গমন করুন।

শের-আফগান, কুতব-উদ্দিনের বাক্যে সম্রাটের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; আমি সম্রাটের আদেশ লিপী পাইলে অবশ্যই দিল্লীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম কিন্তু একজন দুতের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করা আমার যুক্তি সিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে না।

কুতব উদ্দিনের ভাগিনা গায়স উদ্দিন, শের আফ্-গানের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন। আপনি দিল্লীতে গমন করিলে সম্রাটের সম্মান রক্ষা হইবে, আর আপনারও কোন অনিষ্ট সম্ভব হইবে না। শের-আফ্‌গান তাহার বাক্যে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন; আমার ইচ্ছা, আপনারা দিল্লীতে প্রত্যাগমন করুন। কুতব উদ্দিন শের আফগানের এই অসম সাহস পূর্ণ বাক্যে অসন্তুষ্ট হইয়া, আপন অনুচর বর্গের প্রতি তাঁহার হস্তস্থিত চাবুক উত্তোলন করিয়া সঙ্কেত করিলেন। তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইল, তিনি শের-আফ্‌গানের মস্তক ছেদন করিতে অনুমতি প্রদান করিতেছেন। শের-আফ্‌গান কুতব-উদ্দিনের এই অমানুষিক, সঙ্কেত বাক্য বুঝিতে পারিয়া, মনের অশান্তিতে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, কুতবকে জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনার এইরূপ সঙ্কেত প্রয়োগ করিবার অর্থ কি? শের-আফগানের বাক্যে কুতব উদ্দিন কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার সেই ভাব সৎ অভিপ্রায়ে পরিণত করিয়া তিনি আপন অনুচরবর্গের প্রতি হস্তোত্তলন পূর্ব্বক নিষেধ করিয়া, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা শের আফগানকে রাজ-দ্বেষী বলিয়া তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কুতব-উদ্দিনের অনুচরেরা তাঁহার সঙ্কেতের অন্তভাব বুঝিতে পারিয়া, ক্রমে শের-আফগানের চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। শের আফগান অতি সুচতুর ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি কুতব উদ্দিনের কৌশল বুঝিতে

পারিয়া, ক্রোধে অন্ধ ও শত্রু নির্য্যাতন বাসনায় একান্ত অধীর হইয়া, কটিবন্ধ হইতে তরবারী নিষ্কাসিত পূর্ব্বক পরম শত্রু কুতব উদ্দিনের দিকে ধাবিত হইয়া, সেই তীক্ষ্ণধার তরবারী তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। কুতব-উদ্দিন অতি দৃঢ় কায় ও বলিষ্ঠ লোক ছিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ বামহস্তে তরবারী উত্তোলন পূর্ব্বক বিদ্ধ স্থান চাপিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক, আপন সঙ্গী আসফ খাঁকে ডাকিয়া কহিলেন, আমার জীবনের শেষ কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি তোমার প্রতি এই আদেশ করিতেছি, তুমি রাজ-আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া, অনতি বিলম্বে শের-আফ্‌গানের মস্তক ছেদন ও সেই ছিন্ন মস্তক সহিত উহার পরিবারবর্গকে দিল্লীতে প্রেরণ করিবে। আসফ খাঁ, কুতব উদ্দিনের এই আদেশ পাইয়া অসম সাহসে তরবারী নিষ্কাষিত করিয়া, শের-আফগানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, উভয়ের তুমুল সংগ্রামে উভয়কেই বিকলাঙ্গ হইতে হইল। কুতব উদ্দিন মৃত শয্যায় শায়িত থাকিয়া, মনের দুঃখে অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন। আমার মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল; আমি শের-আফগানের হস্ত হইতে মেহের উন্নিষাকে উদ্ধার করিয়া, সম্রাট জাহাঙ্গীরের হস্তে সমর্পণ ও তাঁহার প্রফুল্ল বদন অবলোকন করিব কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। আর আসফ খাঁও শের-আফগানের হস্তে মৃত প্রায়

হইয়াছে। তোমরাও বীর-পুরুষ, দেহে জীবন থাকিতে শের আফগানের প্রাণবধ করিতে অবহেলা করিবে না। তিনি এই বলিতে বলিতেই হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

শের-আফগান একজন অসম সাহসী বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি কুতব উদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার সময় মনে ভাবিয়াছিলেন, সম্রাটের ষড়চক্রে আমার জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই। যে গতিকে হউক মৃত্যুই অনিবার্য্য ; তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শের-আফ্গান অতিশয় মাতৃ-ভক্ত ছিলেন, তিনি মাতার অনুমতি না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। শের যখন কুতব উদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, সে সময় তিনি সম্রাটের মনভাব সমস্তই মাতার নিকট প্রকাশ করিয়ছিলেন। বীর-জননী পুত্রের মুখে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, গমনোদ্যত পুত্রের মস্তকে দুবলা বাঁধিয়া দিয়া, এই বলিয়া অশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন ; "বাপ ! তুমি যুদ্ধে গমন কর, 'আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি', তোমার শত্রুর মাতার অশ্রুবিন্দু পতিত হইলে, পরে তোমার মাতার নয়নাশ্রু পতিত হইবে।" শের-আফ্গানের যুদ্ধ কৌশলে তাঁহার মাতৃ আশীর্ব্বাদের লক্ষণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

অম্বর্খাঁও কুতুব উদ্দিনের শ্বাস অবস্থায় শের আফগানের মৃত্যু হয়। কুতব-উদ্দিন মৃত্যু শয্যায় থাকিয়া তিনি যখন শুনিলেন ; শের আফ্গানের মৃত্যু হইয়ছে।

(শত্রু নির্য্যাতন কি আনন্দ) তিনি সেইরূপ অবস্থায় থাকিয়াও মনের আনন্দে আপন ভাগিনেওকে ডাকাইয়া কহিলেন "শের আফগানের মৃত্যু হইয়াছে" তুমি অতি সত্বর সম্পত্তি সহ তাহার পরিবারবর্গকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিবে। আর দিল্লীশ্বরের নিকট আমার কুর্ণীশ জানাইয়া কহিবে "আমি অতি হতভাগ্য" আমার প্রাণ বায়ু নিঃশেষ হইল বটে, কিন্তু মনে এই এক দুঃখ রহিল, আমি মেহের উন্নিষাকে দিয়া তাঁহার প্রফুল্ল বদন দেখিতে পাইলাম না। এই মাত্র বলিয়াই কুতব উদ্দিনের মৃত্যু হইল। ফতেপুর শিকাড়িতে তাহার সমাধি হয়। মনুষ্যের জীবন শেষ হইলেও কীর্ত্তিই তাহার স্মরণ চিহ্ন থাকিয়া যায়।—কুতবউদ্দিন অতিশয় ধর্ম্মপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি সাধারণের ধর্ম্ম আরাধনার জন্য বদাউনের জুম্মা মজিদ প্রস্তুত করেন তাহা অদ্যাপী প্রত্যক্ষ রহিয়াছে।
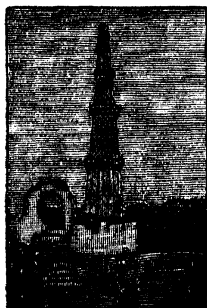
(১০১৩ হিজরায়)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শের-আফ্‌গানের মৃত্যুর পর, কুতব-উদ্দিনের আদেশে মেহের-উন্নিষা উপযুক্ত প্রহরী বেষ্টিতা হইয়া দিল্লীতে প্রেরিতা হইলেন। মেহের-উন্নিষা পিঞ্জরা বদ্ধ কুরঙ্গিণীর ন্যায় দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, জাহাঙ্গীর শের-আফ্‌গানের মৃত্যু ও মেহের-উন্নিষার আগমন শুনিয়া, যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রিয় বন্ধু কুতব-উদ্দিনের মৃত্যু সংবাদে তদ অপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি শোকে একান্ত অভিভূত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভৃত্যগণকে কহিলেন, এই পাপীয়সিকে লইয়া বন্দিগণের নিকট আশ্রয় প্রদান কর। তিনি মেহের উন্নিষার প্রতি এইমাত্র কঠোর আদেশ প্রদান করিয়া, ম্লান বদনে অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

মেহের-উন্নিষা এক সময়ে কুমার সেলিমকে রূপে কি নয়ন কটাক্ষে বিমোহিত করিয়াছিলেন। তিনি সেই মোহবানে বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য

পিতার নিকট আপন নির্ব্বুদ্ধিতার অসংখ্য পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি যাহার জন্য মিবার যুদ্ধের প্রাণরক্ষক পরমোকারী বন্ধু শের-আফগানের প্রাণবধ করিলেন। তিনি যাহার লাভ বাসনায় পিতার মৃত্যু কামনা করিতেন। আজ কুতব-উদ্দিনের মৃত্যু সংবাদে সেই চির প্রার্থণীয় মেহের-উন্নিষাকে বিস্মৃত হইলেন; কি আশ্চর্য্য! বোধ হয়, মেহের-উন্নিষার রূপ, গুণ, নৃত্য গীত প্রভৃতি কুতব-উদ্দিনের পবিত্র প্রণয় অপেক্ষা কোন রূপেই উৎকৃষ্ট বা তাঁহার হৃদয় গ্রাহী বলিয়া বোধ হয় নাই। তিনি, সেই জন্যই চিরবাঞ্ছিত মেহের-উন্নিষাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মেহের-উন্নিষা জাহাঙ্গীরের কোপানলে পতিত হইয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলন। শের আফ্গানের ঔরসে মেহের-উন্নিষার গর্ভে একটী কন্যা হইয়াছিল; তাহার নাম (লাল্লী) এই বালিকাও মাতার সহিত দিল্লীতে আনিতা হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর মেহের-উন্নিষার দৈনিক ব্যয় চৌদ্দ-আনা মাত্র নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহা-দিগের অভাব মোচন হইতনা।

মেহের উন্নিষা, স্বামীর অকাল মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিতা হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীলোক হইয়া সম্রাটের কোপানল হইতে মুক্তি পাইবার কোন উপায় বিধান করিতে না পারিয়া, প্রাণ-পুত্তলি কন্যার সহিত তথায় অতি কষ্টে দিন

যাপন করিতে লাগিলেন। মেহের উন্নিষা "সুলতানা রুমিয়া" বেগমের মহলে থাকিতেন। তিনি, মেহের-উন্নিষার বাল্য-কালের নৃত্য, গীত, কবিতা রচনা দেখিয়া, তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন! "মরিয়ম বেগম" জাহাঙ্গীরের মাতা মেহের উন্নিষার ঐরূপ কষ্ট দেখিয়া, তাহার পরিচর্য্যার জন্য কয়েক-জন দাসী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সুলতানা রুমিয়া-বেগম, মেহের-উন্নিষার ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া; তিনি একদিন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বাদ্‌শাহকে অনুরোধ করিয়া কহিলেন। যাহার জন্য আজীবন যত্ন, কৌশল, খুন ইত্যাদি করিলে, এখন সে হস্তগত হইয়াছে; অথচ তাহাকে একবার ফিরিয়াও দেখিতছ না; বাদশাহ বিমাতার বাক্য কর্ণে স্থান দিলেন না।

মেহের-উন্নিষা অতি বুদ্ধিমতি ছিলেন। তিনি সম্রাটের নিকট যে সাহার্য্য পাইতেন, তাহাতে তাঁহার ও পরি-চারিকাবর্গের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না। সুতরাং অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন না করিলে সকলের সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। তিনি এই বিবেচনা করিয়া সূচী-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং অবসর সময়ে সঙ্গিনীদিগকেও শিক্ষা দিতেন।

মেহের-উন্নিষা শিল্প-কর্ম্মের পারিপাঠ্য দেখাইবার জন্য রেশমী কাপড়ে রঙ করিয়া তাহার উপর ফুল, কল্কা, নানাবিধ নক্সা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং জহরতের

গণনার নানারূপ আদর্শ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইলে তিনি পরিচারিকা দ্বারা বেগম মহলে নানাস্থানে বিক্রয় করিবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। বেগম ও বেগম কন্যাগণ নূতন রকমের সখের এবং বিলাসের সামগ্রী পাইয়া ক্রয় করিতেন। এইরূপে মেহের-উন্নিষার কারু-কার্য্যের সুখ্যাতি বেগম মহলে অত্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার কারু-কার্য্যের দ্রব্য বেগম মহলে এরূপ আদরের হইল যে, যাহার গৃহে তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যের নিদর্শন নাই, তিনি সে গৃহ সজ্জিত বলিয়া বোধ করিতেন না। এই সূত্রে তাঁহার বিস্তর অর্থ-উপার্জ্জন হইতে লাগিল। ক্রমে দিল্লী ছাড়াইয়া অন্যান্য স্থানের আমীর ওমারাহগণ তাঁহার দ্রব্য সকল আদরের সহিত খরিদ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি যথেষ্ট ধনবতী হইয়া, আপন গৃহ সজ্জার উন্নতি ও পরিচারিকাদিগের বেশ ভূষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার পরিচারিকাদিগকে দেখিলেই বাদসাজাদী বলিয়া বোধ হইত। মেহের উন্নিষা আপনি সামান্য শ্বেতবর্ণের মোটা বস্ত্র পরিধান করিতেন। এইরূপে সুখে ও দুঃখে তাঁহার প্রায় চারিবৎসর কাটিয়া গেল। মেহের-উন্নিষার শিল্প-কার্য্যের সুখ্যাতি আমীর ওমরাহগণের নিকট এবং প্রত্যেক বেগম মহলে অত্যন্ত প্রচারিত হইয়া পড়িলে একদিন জাহাঙ্গীর অন্তঃপুরে মাতার গৃহে উপবিষ্ট হইয়া, কথা প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেছেন; এমত

সময়ে তিনি সেই গৃহ মধ্যে কতকগুলি মনোহর কারুকার্য্য-সম্পন্ন মনোহর বস্ত্র দেখিয়া, অতি আগ্রহের সহিত মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন? আপনি এরূপ সুন্দর শিল্প নৈপুণ্য সম্পন্ন ওড়না কাচুলি কোথায় পাইলেন? তিনি পুত্রের বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মেহের-উন্নিষার পরিচারিকারা আমার নিকট বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। মেহের-উন্নিষা যেমন রূপবতী, তাহার শিল্প নৈপুণ্য; তদ্রূপ মনোহারিনী।

জাহাঙ্গীর মাতার নিকট মেহের-উন্নিষার পরিচয় পাইয়া, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন পূর্ব্ব কৌতূহলে পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই সময় তিনি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে তথায় উপবিষ্ট থাকিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্রাম ভবনে গমন করিলেন। মেহের-উন্নিষার চিন্তায় তাঁহার মন এরূপ হইল যে, তথায় প্রিয় মহিষীগণের মনোহর বাক্য, পরিচারিকাগণের পরিচর্য্যা, তাঁহার কিছুই আনন্দজনক বলিয়া বোধ হইল না। তিনি এইরূপে কিয়ৎক্ষণ ম্লানবদনে নিস্তব্ধ থাকিয়া, মেহের উন্নিষার শিল্পাগার দেখিবেন বলিয়া, অতিশয় ঔৎসুক্য হইয়া পড়িলেন।

পুর্ণমাসি রজনীতে নভোমণ্ডল ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইলে, পূর্ণচন্দ্রের সুবিমল কিরণ জ্যোতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন চকোর চকোরীদিগের সুধাপানের আনন্দ ধ্বনি আর অনুভূত হয় না কিন্তু আকাশ মণ্ডল মেঘোন্মুক্ত হইলেই

তাহারা সকলে পূর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হইয়া, পুনর্ব্বার আনন্দে সুধাপান করিতে থাকে। জাহাঙ্গীর বাল্যাবস্থায় মেহের-উন্নিষার মনোহররূপ লাবণ্যে ও নৃত্য গীতে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে পরিণয় পাশে বদ্ধ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন কিন্তু অকৃবরের অসম্মতিতে তাঁহার সে আশা পূর্ণ না হইয়া, একবারে বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। এখন তিনি সম্রাট হইয়া, সেই পূর্ব্বতন মনোবাসনা সুসিদ্ধ করিবার জন্য নানা উপায়ে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি যখন শুনিয়াছিলেন তাঁহার প্রিয়-বন্ধু কুতব উদ্দিণের মৃত্যু হইয়াছে; তখন তিনি সেই দুঃখে মেহের উন্নিষাকে একবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আজ শিল্পকার্য্যের পরিচয়ে তাহার সৌভাগ্য চন্দ্রের পুনরোদয় বলিতে হইবে। জাহাঙ্গীর, মেহের-উন্নিষার পূর্ব্বভাব স্মরণ করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও কারখানা দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

জাহাঙ্গীর মেহের-উন্নিষার কারখানা দেখিতে হইবে, মনে এই সংকল্প করিয়া, একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে তথায় উপস্থিত ও তাহার গৃহাভ্যন্তরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই গৃহের মনোহর সজ্জা ও পারিপাট্য দেখিয়া স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বিমোহিত হইতেছেন। এমত সময় মেহের উন্নিষা একখানি শ্বেতবর্ণের মস্‌লিসের সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া, খট্টায় অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় থাকিয়া, বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত পরিচারিণীদিগের শিল্পকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। জাহাঙ্গীর মেহের উন্নিষার গৃহ-সজ্জা ও তাঁহার পরিচারিকাগণের পরিচ্ছদ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এমত সময়ে মেহের-উন্নিষা হঠাৎ সম্রাটকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান

পূর্ব্বক কুর্ণীস ও আসন প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। জাহাঙ্গীর মেহের-উন্নিসার

মেহের-উন্নিষার কারখানা।

অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট ও আসনে উপবিষ্ট হইয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে নুরজাহানকে মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন! আপনার পরিচারিকাগণের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিলে, তাহাদিকেই বাদ্‌সাজাদী বলিয়া বোধ হয়। পরিচারিকাগণ যাহার অধীনা, তাহার পোষাক পরিচ্ছদ এরূপ কেন? মেহের-উন্নিষা অতি বিনীত ভাবে কহিলেন "জাঁহাপনা"। যাহারা পরের দাসত্ব করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের সুখ, দুঃখ, পোষাক, পরিচ্ছদ তাহাদিগের প্রভুর ইচ্ছানুসারেই হইয়াছে। আর আমি যাঁহার অধীনা, তাঁহার প্রবৃত্তি অনুসারে আমি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। জাহাঙ্গীর মেহের-উন্নিষার এই শ্লেষব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সহাস্য বদনে কহিলেন, আমি অদ্য গৃহে গমন করিলাম; অন্য একদিন আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। সম্রাট এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

জাহাঙ্গীর মেহের-উন্নিষার বাক্যে কেবল সন্তুষ্ট হইলেন এরূপ নহে; তাঁহার মন মধ্যে পূর্ব্বানুরাগও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সাধারণ সমক্ষে মেহের-উন্নিষার বিবাহ ঘোষণা করিয়া, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং কাজীকে ডাকাইয়া বিবাহের দিনস্থির করিয়া লইলেন।

জাহাঙ্গীর প্রস্থান করিলে, মেহের-উন্নিষা তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমার গৃহে

আগমন পূর্ব্বক, সম্রাট যেরূপ ভাবে আমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া প্রস্থান করিলেন; তাঁহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনি আমাকে পরিণয়সূত্রে গ্রহণ করিবেন। জাহাঙ্গীর রাজ্যেশ্বর; তিনি যদি সেইরূপ কল্পনাই করিয়া থাকেন, জীবন ত্যাগ ভিন্ন আমি কোন রূপেই তাঁহার সেই মতের অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। হা জগদীশ্বর! কলঙ্কিনীর জীবনে ধিক্!! এরূপ পাপময় জীবনের সুখ ঐশ্বর্য্য সকলই ঘৃণার্হ! কেবল অপত্য-স্নেহই আমার এই ধর্ম্মপথের কণ্টকস্বরূপ হইয়াছে। যদি আমি এই বালিকার মায়ায় বদ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে আমি সম্রাটের এই প্রজ্বলিত অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত হুতাশনে পাপ-জীবন সমর্পণ করিয়া, তাঁহার সকল আশার শান্তি বিধান করিতাম। এখন আমি কি করি; আমাকে অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া আজীবন এই দুরপনেয় কলঙ্কের ভার বহন করিতে হইবে। তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে যে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী সদয় হইয়া, তাঁহার সকল কলঙ্ক অপনীত করিতে যে সংকল্প করিয়াছেন; তাহা কে খণ্ডন করিবে?

জাহাঙ্গীর মেহের-উন্নিষাকে কৌশলক্রমে আপন অধীনে আনিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার মনকে বাধ্য করিতে পারিয়াছেন কি না এই সন্দেহপ্রযুক্ত, তিনি মন মধ্যে এই ভাবিলেন, কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহার মনো-

মালিন্য দূর হইতে পারে। এই চিন্তা করিয়া, তিনি তাঁহার সন্তোষ সাধনের জন্য দেন মোহর (বিবাহকালীন দান) সাত কোটী কুড়ি লক্ষ সিক্কা টাকা, এবং একছড়া মুক্তার কণ্ঠি দান করিয়াছিলেন। এই কণ্ঠিতে ৪০টী মুক্তা ছিল। এই কণ্ঠির প্রত্যেক মুক্তার মূল্য ৪০ হাজার সিক্কা টাকা। (১০২০ হিজরার প্রথম মাসের ৩য় দিবসে জাহাঙ্গীর এই যৌতুক দিয়া, সের আফগানের বিধবা পত্নী মেহের-উন্নিষাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন) এই সময়ে জাহাঙ্গীরের বয়স ৪২ বৎসর এবং মেহের-উন্নিষার বয়স ৩৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর, মেহের-উন্নিষার পাণিগ্রহণ করিয়া, তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রথমে 'নূর-মহল' অর্থাৎ "অন্তঃপুরালোক" এই নাম রাখিয়াছিলেন; কিন্তু প্রণয়ের আধিক্য-বশতঃ সে নাম তাঁহার ভাল বোধ হইল না। তখন তিনি সে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, স্বীয় নামানুসারে 'নুরজাহান' (জগতের আলো) এই নাম রাখিলেন।

নুরজাহান সম্রাজ্ঞী হইয়া, কেবল স্বীয় রূপেই সম্রাটের মন হরণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি অসাধারণ বুদ্ধি-শক্তিপ্রভাবে সম্রাটের উপর সর্ব্বতোমুখীন ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া, সর্ব্বদাই এই কথা বলিতেন, আমি পূর্ব্বে বিবাহের যথার্থ মর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারি নাই। এক্ষণে নুরজাহানকে বিবাহ করিয়া, তাহা বুঝিতে পারিয়া

তাঁহার হস্তে সমস্ত রাজ্যের ভার ও মণি মাণিক্য প্রভৃতি প্রদান করিয়া, আমি একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছি। এখন দিনান্তে একসের সুরা ও অর্দ্ধসের মাংস হইলেই আমার সচ্ছন্দে দিন পাত হইবে।

মনুষ্যের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না। দুর্ভাগ্যের অবস্থা অন্তর্হিত হইলে সৌভাগ্যের ও সৌভাগ্যের অবস্থা অন্তর্হিত হইলে দুর্ভাগ্যের দশা আসিয়া উপস্থিত হয়। গায়স্‌-বেগ, পারস্য দেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান। তিনি নানা কারণে দুঃখের অবস্থায় পতিত হইয়া, কত কষ্টই না পাইয়াছিলেন। পরে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়াতে, সেই ব্যক্তিই সম্রাটের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ হইলেন। গায়স্‌-বেগ এই প্রধান পদে অভিষিক্ত হইয়া ৫ বৎসর অতি সম্মানের সহিত অতিবাহিত করিলে, তাঁহার বিপদকালের সঙ্গিনী ও বুদ্ধিদাত্রী প্রিয় পত্নীর মৃত্যু হয়। গায়স্‌-বেগ পত্নীর বিয়োগ অসময়ের কারণ জানিয়া, অতিশয় ভগ্ন-হৃদয় হইয়াছিলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর রাজ্ঞী নূরজাহানকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীরে গমন করেন। গায়স্‌-বেগ মনের শান্তি হইবে বলিয়া, তিনিও তাঁহাদিগের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সম্রাট তথা হইতে প্রিয় পত্নীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কাণ্ডড়া দুর্গ দেখিতে যান। তাঁহারা কিছু দিন পরে তথায় এই সংবাদ পাইলেন, গায়স্‌-বেগ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন। তখন তাঁহারা তথা হইতে গমন

করিয়া আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন গায়স্-বেগ মুমূর্ষু অবস্থায় আছেন, মানুষ চিনিতে পারিতেছেন না। নুরজাহান পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সম্রাটের দিকে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, পিতঃ! ইনি কে চিনিতে পারেন? 'গায়স্‌বেগ অতি সুকবি ছিলেন, এই পীড়ার যন্ত্রণাতেও তাঁহার কবিত্ব শক্তির কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই।' তিনি একটী সুন্দর কবিতা পাঠ করিয়া কহিলেন, 'যদি জন্মান্ধ ব্যক্তিও এখানে থাকে, সেও ঐ সুপ্রশস্ত ললাটের চিহ্ন দেখিয়া, সম্রাটের উপস্থিতি বুঝিতে পারে। জাহাঙ্গীর তথায় উপস্থিত থাকিতেই গায়স-বেগের মৃত্যু হয়। গায়স্‌বেগের পত্নীর মৃত্যুর তিন মাস কুড়ি দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। গায়স্‌বেগের মৃত্যুতে জাহাঙ্গীর অতিশয় শোকাতুর হইয়াছিলেন। কি করি-বেন, মৃত্যু মনুষ্যের অনিবার্য্য। সম্রাট, গায়স্‌বেগের মৃত দেহ লইয়া আগ্রার সন্নিকটে কবর দিতে অনুমতি দিলেন। এই সমাধিমন্দির দেখিতে অতি সুন্দর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নুরজাহান সম্রাজ্ঞী পদ লাভ করিয়া, তিনি দিন দিন সম্রাটের উপর এতই প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিলেন যে, গ্যায়সূবেগের মৃত্যুর পর হইতে, তিনি রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিতে লাগিলেন। নুরজাহান ভারতেশ্বরী হওয়ায় তাতার ও পারস্য দেশ হইতে তাঁহার যত আত্মীয়গণ সকলেই চাকরীর প্রার্থনায় দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নুরজাহান তাঁহাদিগের ক্ষমতানুসারে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর পদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এসময়ে সম্রাট কোন রাজকর্ম্মচারীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, উপাধি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে, নুরজাহানের সম্মতি লইতে হইত। সম্রাট রাজ্যশাসন, যুদ্ধ, সন্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়েই নুরজাহানের আদেশ ভিন্ন কোন কার্য্যেই স্বয়ং অনুমতি দিতেন না। রাজ্য মধ্যে কেবল জাহাঙ্গী-

রের নামে "খুতবা" পাঠ হইত এইমাত্র ; তদ্ভিন্ন আর সকল বিষয়েই সম্রাটের অধিকার তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়া-

দিল্লীর দুর্গ—(নূরজাহানের বাসভবন)
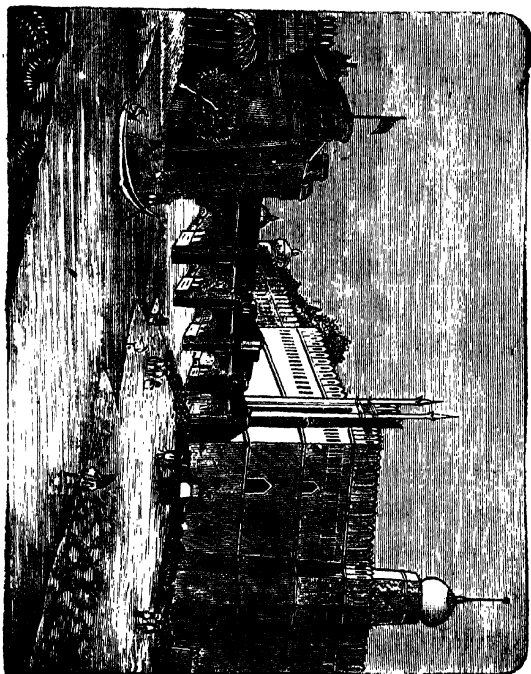
ছিলেন। রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র দলীল, দস্তাবেজ, ছাড় ইত্যাদিতে সম্রাটের স্বাক্ষরের পরই নুরজাহানের নাম

লিখিত হইত। কেবল স্ত্রীলোকদিগকে যে সকল ভূমিদান করা হইত, তাহাতে কেবলমাত্র নুরজাহানের নামই স্বাক্ষর হইত। রাজ্যের প্রচলিত সুবর্ণমুদ্রায় তাঁহার নাম ও কবিতা এইরূপ লেখা ছিল। "সম্রাটের আদেশে স্বর্ণমুদ্রা—রাজ্ঞী নুরজাহানের নাম বক্ষে ধারণ করিয়া, স্বর্ণের জ্যোতি শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।" নুরজাহান সম্রাট কর্ত্তৃক এতদূর ক্ষমতা পাইয়াছিলেন কিন্তু কখনও তাহার অপব্যবহার করেন নাই। তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে প্রধান প্রধান রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত করায়, তাঁহার প্রতি কেহ কখনও পক্ষপাত দোষ আরোপ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই যে, তিনি তাহাদিগকে কর্ম্মচারীর ন্যায় শাসনে রাখিতে পারিয়াছিলেন। কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া, কেহ তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাবও প্রকাশ করিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি অনুগত পালনের দোষ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন।

নুরজাহান আপনার রূপের গৌরবে যেমন সম্রাটের মনহরণ করিয়াছিলেন,তদ্রূপ অসাধারণ সৎগুণের পরিচয় দিয়া সাধারণের নিকটও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অনাথবালক বালিকার সন্ধান পাইলে, তিনি তাহাদিগকে আনাইয়া অতি যত্নে তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের বিবাহ দিয়া সংসারী করিয়া দিতেন। এই জন্য সকলেই

তাঁহাকে দয়াগুণের আধার বলিয়া সাধারণ সমক্ষে সুখ্যাতি করিত।

সম্রাট অকবরশাহ আপন রাজত্ব সময়ে মুসলমানদিগের কতকগুলি কার্য্যকলাপের সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই, এই বলিয়া তিনি তাহা রাজ্যমধ্যে সাধারণ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, জাহাঙ্গীর রাজ-পদ প্রাপ্ত হইয়াই সর্ব্বাগ্রে অকবরের প্রবর্ত্তিত মুসলমান ধর্ম্মের সংশোধন অর্থাৎ তাহা পূর্ব্বভাবে প্রচলিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং সাধারণের প্রতি এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, "মুসলমান হইয়া যে মদ্যপান করিবে সে কাফের" অর্থাৎ কোন মুসলমান মদ্য পান করিতে পারিবেন না।

জাহাঙ্গীর স্বয়ং সুরা পান করিতেন, তিনি যতক্ষণ উন্মত্ত না হইতেন, ততক্ষণ মুখে ধর্ম্মের কাহিনীতে সাধারণ লোককে এই উপদেশ দিতেন এবং কায়মনবাক্যে রাজ্যের মঙ্গল কামনা করিতেন। নুরজাহান, স্বামীকে এইরূপ পানাসক্ত দেখিয়া, তিনি কৌশলক্রমে তাহা নিবারণ করিবার জন্য সাধ্যমত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। এইরূপ অত্যাচারে জাহাঙ্গীর অল্পদিনের মধ্যে কাশরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় তিনি কাশ্মীরে বাস করিতেন। নুরজাহান স্বামীকে এই দুরারোগ্য শ্বাসরোগে আক্রান্ত দেখিয়া, তাঁহাকে সুস্থ

করিবার জন্য অনেকরূপ চিকিৎসা করাইলেন ; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার রোগের কিছুমাত্র উপশম করাইতে পারিলেন না। জাহাঙ্গীরের রোগ মদ্য পান করিলেই কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইত ইহা দেখিয়া, নুরজাহান তাঁহার মদ্য পানের একরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নুরজাহান বুঝিতেন যে, মদ্য পান করিলে পরিণামে কুফলেরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এজন্য তিনি স্বামীকে সুস্থ করিবার জন্য কৌশলক্রমে মদ্য পান কমাইয়া ক্রমে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন।

নুরজাহানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অকবরের রাজত্ব সময় হইতে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছিলেন। নুরজাহান সম্রাজ্ঞী হইয়া, অন্যান্য ভ্রাতাদিগেরও পদোন্নতি করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা মির্জ্জা আবুহোসেন আসফ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, পাঁচ হাজারী মনসবদার পদ প্রাপ্ত হয়েন। তৃতীয় ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, বাঙ্গালার সুবাদার হইয়াছিলেন। আর তাঁহার কনিষ্ঠ ভগিনীপতি—হাকিমবেগ, সম্রাটের দরবারের একজন সরবরাহকার ছিলেন। জাহাঙ্গীরের অন্যান্য পুত্রগণ নুরজাহানের আত্মীয়গণের এইরূপ প্রভুত্ব বিস্তারে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মোগল সম্রাটগণ যখন বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন, নুরজাহান উত্তরকালে যাহাতে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়র রাজপদ

প্রাপ্ত হয়েন; এই জন্য তিনি তাঁহার গর্ভজাত কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন। মোগল সম্রাটগণ তাঁহার এই কৌশলচক্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, সকলেই মনে মনে তাঁহার বিপক্ষতাচরণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আর যোধাবাইয়ের গর্ভজাত পুত্র খোরম, (পরে যিনি শাহজাহান নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন) তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন; অকবর জাহাঙ্গীরের পুত্রগণের মধ্যে তাঁহাকেই অতিশয় ভালবাসিতেন। আর নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ্‌খাঁর কন্যা মমতাজমহলের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, সুতরাং আসফখাঁ ও অন্যান্য রাজপুতগণ তাঁহার সপক্ষ হইয়াছিলেন। আজমীরের পূর্ব্ব নুরজাহানের ও শাহরিয়রের নামে এক বিস্তৃত জায়গীর ছিল। যুবরাজ শাহজাহান ঢোলপুরের ফৌজদার আসরফ্ উলমূলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তথাকার জায়গীরের অধিকাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর শাহজাহানের এই শত্রুতা ভাবে অসন্তুষ্ট হইয়া, এক অনুশাসন পত্র প্রেরণ করিলেন, "তুমি সৈন্যদল দিল্লীতে প্রেরণ করিয়া, তথায় আপন জায়গীরে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে।" শাহজাহান পিতার এই আদেশলিপি গ্রাহ্য করিলেন না, কারণ সম্রাটের প্রধান সেনাপতি মির্জ্জা আবদার রহিম, শাহজাহানের সহিত গোপনে যোগদান করিয়া ২৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহিত আসফখাঁকে বিলুচপুর নামক স্থানে কতকাংশে

পরাস্ত করিয়া, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে মুত মদ্ উদ্দৌলা ও মহব্বতখাঁ কুমার পরবেজের অধীনে থাকিয়া ৪০ হাজার সৈন্য সহিত বিদ্রোহ করিতে অগ্রসর হয়েন। আজমীরের নিকট যে যুদ্ধ হয়, মহব্বত খাঁ, কৌশলক্রমে বিদ্রোহীদিগের মধ্যে মতভেদ জন্মাইয়া, তাঁহাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলেন। অবশেষে প্রধান সেনাপতি মীর্জ্জা আবদার রহিম, শাহজাহানকে পরিত্যাগ করিয়া. উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। জাহাঙ্গীর শাহজাহানের এই সকল অন্যায়াচরণে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু নুরজাহান অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে ক্রোধের বিষয় কিছুই প্রকাশ করিলেন না। স্থিরভাবে থাকিয়া ভবিষ্যতে জামাতার জন্য দিল্লীর সিংহাসন প্রতিদ্বন্দ্বী শূন্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তাঁহার অন্য কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছাও ছিল না। মহব্বত খাঁ যখন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই সময় নুরজাহান গোপনে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে বলেন। তিনি সেই আদেশ না দিলে, বোধ হয়, তাঁহাকে অবরুদ্ধ হইতে হইত।

জাহাঙ্গীর মহব্বত খাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মহব্বত প্রতি বৎসর বাঙ্গালাদেশ হইতে হস্তী ধরিয়া পাঠাইতেন। এবৎসর তাহা পাঠান নাই। এই অপরাধে সম্রাট, দোস্ত

গায়েব নামক এক কর্ম্মচারীকে তাহার নিকট পাঠাইয়া এই আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন ; তুমি সত্বর হস্তী পাঠাইয়া দিবে এবং স্বয়ং দিল্লীতে আসিয়া সত্বর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। মহব্বত খাঁ সম্রাটের এই আদেশ অনুসারে হস্তী পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু স্বয়ং উপস্থিত হইলেন না। সম্রাট তাঁহার অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। আর সম্রাটদিগের প্রচারিত নিয়মানুসারে প্রজা ও রাজ-কর্ম্মচারীদিগের পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, সম্রাটের অনুমতি লইতে হয়। মহব্বত খাঁ, সম্রাটের বিনানুমতিতে আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহার জামাতাকে ধরিবার জন্য ফিদাই খাঁর প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন।

সম্রাট এই সময়ে সদলে কাবুল যাত্রা করিয়া, পথিমধ্যে বেহাত বা বিতস্তা নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। নবাব আসফখাঁ সমস্ত সৈন্য লইয়া নদীর অপর পারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সে সময় সম্রাটের শিবিররক্ষক কেহই ছিল না। সম্রাটের বকশী একবল নামার গ্রন্থকার মতামদ্ খাঁ, তাঁহার পার্শ্বের তাম্বুতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এমত সময়ে মহব্বত খাঁ আপন মান, সম্ভ্রম ও জীবন অনিশ্চিত জানিয়া, মনে ভাবিলেন, সম্রাটকে আবদ্ধ করিবার এমত সুযোগ আর হইবে না।

মহব্বত এই স্থির করিয়া, দুই শত রাজপুত সৈন্য সহিত, অসমসাহসে সম্রাটের শিবির অবরোধ করিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা আসিয়া শিবিরের পর্দ্দা ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সৈন্যবল না থাকাতে দ্বাররক্ষকেরা সম্রাটের নিকট যাইয়া এই সংবাদ দিল যে, মহব্বতের সৈন্যগণ আসিয়া শিবির আক্রমণ করিয়াছে। তখন তিনি আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই এবং তাহাদিগের বাক্যে দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাম্বুর বাহিরে আসিয়া আপনার রক্ষিত যে পাল্কী ছিল, তাহাতেই আরোহণ করিলেন। মহব্বত খাঁ তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, কুর্ণীশ করিয়া অতি বিনীত বাক্যে কহিলেন, আমি আসফ খাঁর হিংসা ও তাচ্ছীল্য ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া, আপনার শরণ লইয়াছি। অধীন আপনার নিকট যেরূপ অপরাধী, যদি সেই পাপে প্রাণদণ্ডের উপযোগী হয়, আপনি আদেশ করিলে আপনার সাক্ষাতেই অধীন সেই দণ্ড ভোগ করিবে। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে। এমত সময়ে মহব্বতের সৈন্যগণ শিবিকা বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

সম্রাট, মহব্বতের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং মনে মনে এই চিন্তা করিলেন, মনুষ্য যখন যে অবস্থাতেই হউক না কেন? বিপদগ্রস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ শত্রু নির্য্যাতন করাই তাহার পুরুষত্বের কার্য্য। তিনি এই ভাবিয়া দুইবার তরবারিতে হস্তার্পণ করিলেন।

তাঁহার সঙ্গী মনসুর বদসকী ঈশ্বরের উপর নির্দ্দেশ করিয়া, দুইবারই তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। সম্রাট তাঁহার সঙ্কেত বাক্য বুঝিতে পারিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। তৎপরে মহব্বত খাঁ সম্রাটকে আপন অশ্বে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। জাহাঙ্গীর মহব্বতের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আপন ভৃত্যকে পোষাক আনিতে আদেশ প্রদান করিলেন। মহব্বতের আদেশে অশ্বপাল এক সুসজ্জিত অশ্ব আনিয়া উপস্থিত করিল। সে সময় সম্রাট—জাহাঙ্গীর পোষাক পরিতেছিলেন। মহব্বত তাঁহাকে এরূপ ভাবে ব্যস্ত করিতে লাগিলেন যে, তিনি পোষাক পরিতেও সময় পাইলেন না। মহব্বতের বাক্যে তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া, সেই অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং উভয়ে এক সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। সম্রাট মহব্বতের ছলনা-বাক্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহার সহিত গমন করিতেছেন, কিন্তু কোথায় যাইতেছেন, তিনি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবার অবসর পান নাই। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে, মহব্বত সম্রাটকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বাদশা নাম্‌দার! অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিয়া, আপনার অতিশয় ক্লেশ হইয়াছে। এই স্থানে আমার সুসজ্জিত এক হস্তী উপস্থিত আছে। সেই হস্তীতে আরোহণ করিলে আপনার কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব হইবে না। সম্রাট মহব্বতের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, যেমন সেই হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, অমনি কতকগুলি অস্ত্রধারী

রক্ষক তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া বসিল। সম্রাট মহব্বতের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু নিঃসহায় অবস্থায় কি করিবেন, সুতরাং মনের দুঃখ মনোমধ্যে বিলীন করিয়া, অতি বিনীত বাক্যে মহব্বতকে কহিলেন, আপনি আমাকে এরূপ ভাবে কোথায় লইয়া যাইতেছেন? মহব্বত সম্রাটের বাক্যের প্রত্যুত্তরে কহিলেন, শাহাজাদা! আমি আপনাকে শিকার করিতে লইয়া যাই-তেছি। সম্রাট মহব্বতের বাক্‌চাতুর্য্যে নিরুত্তর হইলেন বটে,* কিন্তু তাঁহার শঠতা ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া, মনে মনে অশেষবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহব্বত সম্রাটকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা-বাক্যে অন্যভাব বুঝাইয়া আপন আলয়ে লইয়া গমন করিলেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরকে এক সুসজ্জিত গৃহে অবস্থিতি করিতে দিয়া, আপন পুত্রগণকে তাঁহার রক্ষীরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

সম্রাট তখন বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন। আমি এখন মহব্বতের আলয়ে বন্দী; তখন আর কি করিবেন। তিনি মনোদুঃখ মনোমধ্যে বিলীন করিয়া, তথায় অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা মহব্বতের পুত্রগণের নিষ্কাষিত অসির উজ্জ্বল জ্যোতি তাঁহার হৃদয়াকাশে ক্ষণ-প্রভার ন্যায় অহরহঃ অনুভূত হইতে লাগিল। সিংহশাবক শিকারী কর্ত্তৃক পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে যেমন শিকারীর অবজ্ঞা-সূচক যৎসামান্য খাদ্যে তাহার তৃপ্তি লাভ হয়; সম্রাট

জাঁহাঙ্গীরও মহব্বত কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া, সেই ভাবে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মির্জ্জা মহব্বত খাঁ অতি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি যেরূপ কৌশলে সম্রাটকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তাহার মনোভাব কেহই বুঝিতে পারে নাই। এমন কি রাজ্ঞী নূরজাহানও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কিছু দিন অতিবাহিত হইলে রাজ্ঞী নুরজাহান লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে সম্রাটকে মহব্বতখাঁ কৌশল করিয়া অবরুদ্ধ করিয়াছেন। রাজ্ঞী এই কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার ক্রোধানল অতিশয় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সম্রাটের উদ্ধার সাধন মানসে আপন ভ্রাতা আসফ-খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। মহব্বত খাঁ অতি গোপনে তাহা জানিতে পারিয়া, ভাবিলেন, নুরজা-হানের বুদ্ধি শক্তি যেরূপ বলবতী, সে শক্তি সকলের বুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে পারে। ; আমি সুযোগ পাইয়া একই সময়ে সম্রাট ও রাজ্ঞীকে অবরুদ্ধ না করিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। মহব্বত এখন আপনার সেই ভুল বুঝিতে পারিয়া, আক্ষেপে ওষ্ঠ কামড়াইতে লাগিলেন। আর নুরজাহান, নবাব আসফখাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া, 'সম্রাটকে উদ্ধার করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিতে-ছেন, মহব্বত তাহা বিশ্বস্তরূপে জানিতে পারিয়া তিনি কুমার শাহারিয়ারকে বন্দী করিবার জন্য অন্যরূপ উপায়

উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহব্বত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া শাহারিয়ারকে ধরিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন বটে কিন্তু সে আশায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কিনা, এই সন্দেহ করিয়া তিনি মনে মনে এই যুক্তি স্থির করিলেন, 'ব্যাধগণ পক্ষী ধরিবার জন্য ভূপৃষ্ঠে বিস্তীর্ণ শস্য কণার উপর ফাঁদ পাতিয়া পক্ষিদিগের ভ্রম জন্মাইবার জন্য পিঞ্জরাবদ্ধ একটী পক্ষীকে তথায় রাখিয়া দেয়। নির্ব্বোধ পক্ষিগণ স্বজাতী সম্মিলনে সন্তুষ্ট হইবার জন্য আনন্দিত মনে সেই ফাঁদে আসিয়া পতিত হয়, শাহাজাদা শাহ-রিয়ারকে ধরিতে হইলে এমত কোন এক উপায় চিন্তা করিতে হইবে যে, যাহাতে তিনি নির্ব্বিবাদে আমার নিকট ধৃত হয়েন। কিন্তু আমি একাকী তথায় গমন করিলে তাঁহার মনে সে ভ্রম জন্মাইতে পারিব কি না সন্দেহ। অতএব সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া গেলে, অনায়াসেই আমার সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে। তিনি মনে মনে এই ভাবিয়া জাহাঙ্গীরের সহিত শাহারিয়ার ভবনে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে রাজ্ঞী নুরজাহান ভ্রাতার শিবিরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার অপরিণামদর্শিতার জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। আসফ খাঁ, নুরজাহানের তিরস্কারের সত্যতা অনুভব করিয়া, অতিশয় লজ্জিত হইলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন, মহব্বত যেমন অসৎ অভিপ্রায়ে কৌশল করিয়া সম্রাটকে আবদ্ধ করি-

য়াছে, অচিরাৎ কাল মধ্যে তাহাকে তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক সম্রাটকে উদ্ধার করিতে হইবে। জাহাঙ্গীর মহব্বত আশ্রমে বন্দী থাকিয়া, অতি গোপনভাবে লোক পরম্পরায় শ্রুত হইলেন যে, আসফ খাঁ রাজ্ঞী নুরজাহানের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন। সম্রাট মহব্বতের কৌশল বুঝিতে পারিয়া, তিনি অতি গোপনে মুবারিক খাঁ নামক জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আসফ খাঁর নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহার নিকট বলিয়া দিলেন, আপনারা এ ভুল অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া, নদী পারে কোন মতেই যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন না। সম্রাট জানিতেন আসফ খাঁ সকলের কথা বিশ্বাস করিতেন না, এজন্য তিনি সেই লোকের নিকট আপন হস্তের অঙ্গুরী প্রদান করিয়াছিলেন। মহব্বত অতি ধূর্ত্ত লোক। আসফ খাঁ তাহার এই কূট কৌশলের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তিনি এই পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না।

মহব্বত, সম্রাট জাহাঙ্গীরকে অবরুদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি, রাজ্ঞী নুরজাহানের বুদ্ধি-শক্তির খরতরপ্রভা চিন্তা করিয়া সর্ব্বদাই সতর্ক ভাবে দিন যাপন করিতেন। মহব্বত সকল সময় এই চিন্তা করিতেন, রাজ্ঞী নুরজাহান যখন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইবেন যে, মহব্বত সম্রাটকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তখনই তিনি

রাগান্ধ হইয়া আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে কোন মতেই নিরস্ত থাকিবেন না। তিনি অতি গোপনানুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁহার ভ্রাতা আসফ খাঁর সহিত মিলিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। তখন তিনি তাঁহাদিগের গতিপথ রোধ করিবার জন্য (বেহাত) বিতস্তানদীর উপরিস্থ সেতু পোড়াইয়া দিলেন।

নূরজাহানের সৈন্যাধ্যক্ষ ফিদাই খাঁ, সম্রাটকে উদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, কয়েক জন সৈন্যের সহিত নদী সাঁতার দিয়া পার হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং আসফ খাঁ নূরজাহান্‌কে হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া অতি কষ্টে নদীর অপর পারে উপস্থিত হইলেন। সেসময় রাজ্ঞীর পূর্ব্ববর্ত্তী সৈন্যগণ মহব্বতের সৈন্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল। নূরজাহান্‌ তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া কহিলেন, "তোমরা এই উপস্থিত সংগ্রামে বিমুখ হইলে আমাদিগের সকল আশা ভরসা বিফল হইয়া যাইবে এবং শত্রুগণ আমাদিগের অবজ্ঞাহেতু যুদ্ধে অবসর পাইলেই, জাঁহাপনাকে লইয়া পালায়ন করিবে। "পর্ব্বত-কন্দরবাসী সিংহকে উত্তেজনা করিলে সে যেমন ক্রোধান্ধ হইয়া, বিপক্ষকে বধ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে। আমরাও বিপক্ষগণকে উত্তেজিত করিয়া,

এক্ষণে নিরস্ত হইলে, তাহারা ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া আমাদিগের বা সম্রাটের প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার করিতে পারে।"

এই সময়ে মহব্বতের রাজপূত সৈন্যগণ অসম সাহসে নির্ভর করিয়া, আসফ খাঁর সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। আসফ খাঁ, সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। পরে ফিদাই খাঁ অসমসাহসে নির্ভর করিয়া, আপন সৈন্যদল সহিত সম্রাট যেখানে বন্দী আছেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। মহব্বতের যে সকল প্রহরী সম্রাটকে রক্ষা করিতে ছিল, তাহারা ফিদাই খাঁর সৈন্যদিগকে প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে বাধা দিল! ফিদাই খাঁর সৈন্যগণ তাহাদিগের বাধা অতিক্রম করিয়া, ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ফিদাই খাঁ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যখন জানিলেন, বিপক্ষগণকে জয় করা অসম্ভব, তখন তিনি নদী পার হইয়া, রোহিতস্ দূর্গে পলায়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া আসফ খাঁও পলাইয়া আটক্ দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

মহব্বত খাঁ যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছি, এই আনন্দে আপন পুত্র বিহরোজ ও রাজপুত সেনাগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমাদিগের বুদ্ধি কৌশলে আমি আজ এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি। এখন আসফ খাঁকে বন্দী করিতে না পারিলে, এই যুদ্ধের যে শেষ হইয়াছে

বলিতে পারি না। অতএব আমি অনুমতি প্রদান করিতেছি, তোমরা যত সত্বর পার আসফ খাঁকে ধৃত করিয়া আন।"

বিহোরোজ পিতার এই অনুমতি পাইয়া তৎক্ষণাৎ অসংখ্য সৈন্যবল সহিত আটক্ দূর্গ অবরোধ করিলেন। এ সময়ে আসফ্খাঁর সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল না; সুতরাং তিনি অনন্যোপায় হইয়া, পুত্রের সহিত মহব্বতের পক্ষ গ্রহণে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বিহরোজ পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছি, এই মনের আনন্দে সত্বর পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। মহব্বত পুত্রের এই শুভসংবাদে সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া আটক দূর্গে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সকলে দূর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহব্বতের আদেশানুসারে আসফ খাঁ সপুত্র প্রহরীবেষ্টিত হইয়া, তাঁহাদিগের নিকট আনীত হইলেন। সম্রাট আসফ খাঁর এই অবস্থা অবলোকন পূর্ব্বক অধোবদন হইয়া রহিলেন। মহব্বত সম্রাটের মুখ ম্লান দেখিয়া, অনতিবিলম্বে সেনানীর হস্তে আটক দূর্গের কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পণ করিয়া, কিছু দিনের জন্য জালালাবাদে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কিছুদিন পরে সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া কাবুলে গমন করিলেন। সম্রাট এখনও মহব্বতের নিকট বন্দী।
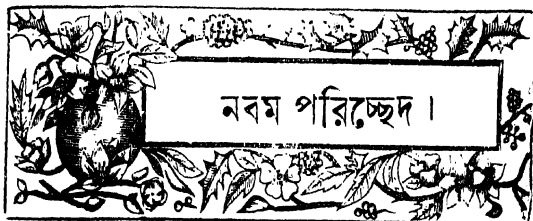
রাজ্ঞী নূরজাহান এ সময় লাহোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তথায় থাকিয়া শুনিলেন যে, আসফ খাঁ পুত্রের সহিত মহব্বতের নিকট বন্দী হইয়াছেন। তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং মহব্বতের অধীনত্ব হইতে মুক্তিলাভ বাসনায় তিনি লাহোর হইতে অন্য স্থানে পলাইবার উপায় করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীর মহব্বতের নিকট বন্দী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে স্বাধীন ভাবের বিন্দুমাত্র অন্তহ্নত হয় নাই।

সম্রাট আসফখাঁর এই উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আসফ খাঁ রাজ্ঞী নূরজাহানের একজন প্রধান সহায় ও উৎসাহবর্দ্ধক। তিনি যে এ সময় মহব্বতের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন; রাজ্ঞী নূরজাহান এই কথা জানিতে পারিলে তিনি হতাশ্বাস হইয়া নিশ্চয় আত্মরক্ষার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিবেন।" অতএব যে কোন উপায়ে হউক

তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করা উচিত হইতেছে। সম্রাট মনে মনে এই ভাবিয়া দূতের হস্তে একখানি পত্র লিখিয়া রাজ্ঞী নুরজাহানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন—"আমার সহিত মহব্বতের যত গোলযোগ ছিল সে সমস্তই আপোষে মিটিয়া গিয়াছে, আর তিনি আমাকে এখানে অতি সম্মানের সহিত রাখিয়াছেন।" রাজ্ঞী নুরজাহান যখন সম্রাটের পত্রে জানিতে পারিলেন মহব্বতের সহিত তাঁহার সমস্ত গোল-যোগ চুকিয়া গিয়াছে এবং তিনি তথায় সচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছেন, রাজ্ঞী নুরজাহান তাঁহার এই অবস্থা বিশেষ-রূপে জানিয়া সুস্থির হইলেন। মহব্বত খাঁ অতি চতুর লোক ছিলেন। তিনি নুরজাহানের এইরূপ মনের ভাব জানিতে পারিয়া, বুঝিলেন নুরজাহান এখন আমাকে মিত্র বোধ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে লাহোরে অবস্থিতি করিতে-ছেন। বোধ হয় এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি আমার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না। মহব্বত খাঁ মনে মনে এই ভাবিয়া একদিন লাহোরে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্রাটের কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, "সম্রাটের সহিত আমার সকল বিষয়ে সদ্ভাব সংস্থাপন হইয়াছে। আপনি তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না।" রাজ্ঞী নুরজাহান মহব্বতের এই প্রবোধবাক্য ও সম্রা-টের পত্র একই সঙ্গে পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মহব্বত

নূরজাহানের মনোভাব সদ্ভাবে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি অতি নম্র বাক্যে রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনি ইচ্ছা করিলে যেখানে হউক নির্ব্বিবাদে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।" রাজ্ঞী মহব্বতের এইরূপ আশ্বাস বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাবুল যাত্রা করিলেন। মহব্বতও সেই সঙ্গে কাবুলে পৌঁছিয়া, সৈন্য সজ্জিত ও মহা সম্ভ্রমের সহিত নূরজাহানের অভ্যর্থনা করিলেন।

স্ত্রীলোকের প্রকৃতি অতি সরল ও কোমল! তাহারা পুরুষ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি-শক্তি সম্পন্ন হইলেও পুরুষের কুটিলতা পূর্ণ সামান্য বুদ্ধি-শক্তিকে কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু স্ত্রীলোকের যে মোহিনী শক্তি আছে, তাহা পুরুষের শতাধিক কুটশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধি শক্তি-কেও পরাভূত করিতে পারে।

মহব্বত, কৌশল করিয়া অতি সুবুদ্ধি সম্পন্না রাজ্ঞী নূরজাহানকে কাবুলে আনয়ন করিয়া, তাঁহার বাসভবনেও পরিচর্য্যার জন্য উপযুক্ত পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলেন না। নূর-জাহান, কিছুদিন তথায় থাকিয়া মহব্বতের বাক্যের সত্যতা বোধে অসমর্থ হইয়া, চিন্তারত চিত্তে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন মহব্বত জাঁহাপনা কোথায়? মহব্বত সহাস্য বদনে অতি বিনীত বাক্যে কহিলেন, আপনি কিছু

দিন এই স্থানে অবস্থিতি করুন, আমি সত্বর তাঁহাকে সংবাদ দিয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়া দিতেছি। নূরজাহান এইরূপে মহব্বতের বাক্যের অন্তর ভাব বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও সদা সশঙ্কিত চিত্তে তথায় কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

মহব্বত কৌশলে নুরজাহানকে আবদ্ধ রাখিয়া, তাঁহার চতুরতার প্রতিফল দিবার মানসে, তিনি এক দিন সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বাদশা নামদার! আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, রাজ্ঞী নুরজাহান আপ-নাকে রাজ্যচ্যুত ও আপন জামাতাকে সিংহাসনে বসাই-বার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার যেরূপ অসৎ অভি-প্রায়, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তাঁহার আবশ্যক হইলে তিনি আপনার প্রাণ পর্য্যন্তও বধ করিতে পারেন। আপনি অতি সৎজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও এ পর্য্যন্ত একটী কুটিলমতি অসৎ অভিপ্রায়সম্পন্না স্ত্রীলোকের মনোভাব বুঝিতে পারেন নাই; শের আফগান তাঁহার প্রিয়তম পতি, বিবাহ কাল হইতে তাহার পবিত্র প্রণয়ের পুষ্টি সাধন পূর্ব্বক একত্র বাস করিয়া আসিতেছেন। তিনি যে পূর্ব্ব-স্বামীর বাল্য প্রণয়ের পবিত্র ভাব পরিত্যাগ ও আপনার ঐশ্বর্য্যে লোভে তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। আপনি কেবল নুরজাহানের রূপের প্রতিভায় বিমোহিত হইয়া, তাঁহার পতিকে বিনা দোষে

বিনষ্ট ও তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া রাজ্যেশ্বরী করিয়াছিলেন, কিন্তু নুরজাহান আপনার ধন ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহার সেই প্রিয়পতি শের-আফগানের অকাল মৃত্যুর বিচ্ছেদ শোক যে বিস্মৃত হইয়াছেন ইহা আপনার ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। আপনি সেই বুদ্ধিমতি স্ত্রীলোকের কু-অভিপ্রায়ের বিন্দু-মাত্রও বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, রাজ্ঞী, আপন জামাতাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আপনার জীবন কালে তাহার সেই রাজ-পদ প্রাপ্তির যদি কোন বাধা উপস্থিত হয়, আবশ্যক হইলে তিনি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বধ করিতে পারেন। বুদ্ধি ভ্রষ্ট সম্রাট্ মহব্বতের এই সকল প্ররোচনা বাক্য শ্রবণে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া কহিলেন, মহব্বত! আমি এখন বিশেষরূপে জানিলাম; স্ত্রীলোকের মনমুগ্ধকর মিষ্ট বাক্য অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের যে জীবন সংহারক, তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহব্বত অতি চতুর লোক ছিলেন, তিনি সম্রাটের মনো-ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "নুরজাহান যখন আপনার জীবন সংহর্ত্রী, তখন আপনি আর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। যে আপনার জীবন বধ করিতে পারে, তাহার জীবন সংহার করাও আপনার উচিত হইতেছে।" মহব্বত এই বলিয়া, একখানি লিখিত

কাগজ সম্রাটের হস্তে প্রদান করিলেন। সম্রাট পত্র খানি পাঠ করিয়া দেখিলেন, মহব্বত নূরজাহানের প্রাণবধের অনুমতি চাহিয়াছেন। "সম্রাট প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, যে হস্তের লিখনে নূরজাহানকে রাজ্যেশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন," আজ তিনিই মহব্বতের কুহকজালের মোহিনী শক্তিতে সেই হস্তেই নূরজাহানের বধাদেশ স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।" নূরজাহান মহব্বতের আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে মহব্বত সহাস্য বদনে আসিয়া নূরজাহানের হস্তে সম্রাটের লিখিত সেই আদেশ পত্রখানি প্রদান করিলেন। নূরজাহান, স্বামীকে এই নিষ্ঠুর ব্যাপারে অনুমোদন করিতে দেখিয়া, কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে অতিকষ্টে প্রকৃতিস্থ হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহব্বতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মহব্বত! এই স্থানে আমার এই বিপদের সহায় আপনি, অন্য পক্ষে ঈশ্বর। মনুষ্য পাপ করিয়া যে কোন সময়েই হউক না কেন, এককালে তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে যে পাপ করিয়াছি, এখন অবশ্যই আমাকে তাহার জন্য শাস্তিভোগ করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আর আমি যে আপনার আশ্বাসবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম তাহা নহে। আপনি আমাকে

কৌশলে এখানে আনিয়া, আমার জীবন বধ করিতেছেন। এই মহা পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকট আপনাকেই দোষী হইতে হইবে; কারণ যদি কেহ কোন প্রাণীকে প্রলোভনে ভুলাইয়া আনিয়া বিনা দোষে তাহার প্রাণ বধ করে, সেই মহাপাপের কার্য্য আহ্বানকর্ত্তারই মনে করিতে হইবে। আপনি সদিচ্ছা সম্পন্ন মনুষ্য হইয়া, যদি আমার প্রাণবধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার শেষ প্রার্থনা এই, আমাকে একবার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে বঞ্চিত করিবেন না।

মহব্বত, নুরজাহানের এইরূপ বিনয় বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, সম্রাট যে গৃহে আবদ্ধ আছেন তিনি তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন। নুরজাহান মহব্বতের সহিত সেই গৃহে যাইয়া দেখিলেন, "সম্রাট এক পর্য্যাঙ্কোপরি অর্দ্ধশয়নাবস্থায় বিষণ্ণ বদনে কি চিন্তা করিতেছেন। রাজ্ঞী নুরজাহান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথাবিহিত কুর্ণীশ করিয়া, স্তম্ভিত ভাবে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার হস্তস্থিত বধাদেশ পত্র সিক্ত হইতে লাগিল। সম্রাট যাহার পূর্ণেন্দু বিনিন্দিত প্রফুল্ল বদনের অনুপম হাস্যের মাধুর্য্য ভাব সদা সন্দর্শন করিতে ভাল বাসিতেন; আজ তাঁহাকে ম্লান বদনে দণ্ডায়মানা দেখিয়া, তাঁহারও হৃদয়ের শোক সিন্ধু প্রণয় বায়ুতে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি আর শোকাবেগ সংবরণ করিতে না

পারিয়া, অনিবার্য্যবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সম্রাট অশ্রু পূর্ণ নয়নের ম্লান দৃষ্টিতে অতি কষ্টে নূরজাহানের মুখারবিন্দ অবলোকন পূর্ব্বক অতি কষ্টে শোক সংবরণ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে প্রিয় মহিষীর হস্তধারণ পূর্ব্বক আপন পার্শ্বে বসাইলেন, কিন্তু শোকাবেগ বশতঃ কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। কেবল প্রণয়লিপ্সু উভয়েরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সংঘর্ষণ হইতে লাগিল। যেখানে অগ্নির উৎপত্তি সেই খানেই নিবৃত্তি হইয়া থাকে। নূরজাহান স্বামীর এবংবিধ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া অতি কষ্টে কহিলেন, জাঁহাপনা! আজ আপনার আদেশে আমি মহব্বতের বধ্য হইয়াছি সত্য, কিন্তু আপনি এখন বন্দী অবস্থায় থাকিয়া রাজশক্তিহীন হইয়াছেন, সুতরাং আপনার সে আদেশ কিরূপে প্রতিপাল্য হইতে পারে?— সম্রাট্ নূরজাহানের শোকসিন্ধু উদ্ভূত এইরূপ আক্ষেপযুক্ত ন্যায় সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তিনি অতি দীনভাবে মহব্বতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহব্বত! আমি সময় গুণে হিতাহিত বিবেচনা ও জ্ঞান শূন্য হইয়াছি সত্য কিন্তু তুমি কি বিবেচনা করিয়া এই একটা শোকসন্তপ্তা স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিতে পার না?

মহব্বত, সম্রাটের ম্লান মুখ নিস্থত হৃদয়োদ্ভূত এইরূপ দুঃখ জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে মনে মনে বিবেচনা

করিয়া দেখিলেন. সম্রাট্ আমার নিকট আজ বন্দী ভাবে বাস করিতেছেন সত্য, কিন্তু তিনি বন্দী কি স্বাধীন, আমার কার্য্যগুণে তিনি তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছেন না ; আর আমিও তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ রাজ-সম্মানে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। তিনি যখন আমার উত্ত-মর্ণ, তখন আমি তাঁহার অনুমতির "নূরজাহানকে ছাড়িয়া দেওয়া" অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। মহব্বত মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া, রাজ্ঞী নূরজাহানের সন্তোষসাধনের জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, রক্ষীগণকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে সঙ্কেত করিলেন। রক্ষীগণ তাঁহার অনু-মতি পাইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলে, মহব্বত সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীকে কুর্নীশ করিয়া আপন শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। নূরজাহান এইরূপে মহব্বতের নিকট হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া, নিশ্চিন্ত মনে কাবুলেই অবস্থিত করিতে লাগিলেন। মহব্বতের বন্ধুগণ, তাঁহার এইরূপ দয়া দেখিয়া, অতিশয় চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, মহব্বত! তুমি কি জান না কালসর্পী একবার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যদি আঘাতকারীকে দংশন করে, সে আঘাতের বিষে কোন মতেই তাহার জীবন রক্ষা হয় না। সিংহিনী ব্যাধগণের জালে আবদ্ধ হইয়া জালমুক্ত হইলে শিকারীরই প্রাণ-বধ করিয়া থাকে। তুমি অতি কৌশলে সম্রাটকে অবরুদ্ধ করিয়া, পরে রাজ্ঞী নূরজাহানকেও আবদ্ধ করিয়াছিলে।

এখন সম্রাটের বাক্যের অন্যথাচরণ করিতে না পারিয়া, রাজ্ঞীকে মুক্তি প্রদান ও যদৃচ্ছাগমনের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছ। তুমি নিশ্চয় জানিও; নূরজাহানকে মুক্তি দিয়া, আপনার বিপদ আপনিই আহ্বান করিলে। কিছু-দিনের মধ্যে মহব্বতের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। নূরজাহান মহব্বতের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু মহব্বতের কার্য্যে তাঁহার মনে বিন্দু মাত্রও আনন্দের উদ্রেক হইল না। মহব্বতের নিকটে সম্রাটের অবরোধ ও আপনার অপমান, এই সকল দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে চিহ্নিত প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় হইয়া রহিল।

নূরজাহান মুক্তিলাভ করিয়া, কাবুলে সম্রাটের নিকট অবস্থিত করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে বাদশা ও বেগম একত্রিত হইয়া শাহ ইস্মাইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। নূরজাহানের মন মহব্বতের অপ-মানে এরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছিল যে, আহার, বিহার, সুখ, সচ্ছন্দতা তাঁহার কিছুই ভাল বোধ হইত না। কেবলমাত্র কি উপায় অবলম্বন করিলে, মহব্বতের সেই সকল অপমানের পরিশোধ করিতে পারিব একান্ত মনে কেবল সেই চেষ্টাই করিতেন। নূরজাহান সর্ব্বদা স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া কি উপায় অবলম্বন করিলে সম্রাট মহব্বতের নিকট হইতে মুক্তি পাইবেন, তিনি তাঁহাকে সর্ব্বদা এই পরামর্শ দিতে লাগিলেন। সম্রাট্ মহব্বতের ভক্তি ও মন্ত্রণাতে এরূপ

বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নূরজাহানের যুক্তি তাঁহার একটু মাত্রও ভাল বোধ হইত না। তিনি এই অবরুদ্ধ অবস্থা ভাল মনে করিয়া, রাজ্ঞীর গুপ্ত পরামর্শ অকপট হৃদয়ে মহব্বতের কর্ণ গোচর করিতেন। এমন কি নুরজাহান যে তাঁহার সহিত মহব্বতের প্রাণ বিনাশের পরামর্শ করিতেছিলেন, আর মহব্বতের পুত্রবধূ (শায়েস্তাখাঁর পত্নী) সুবিধা পাইলেই গুলি মারিয়া মহব্বতের প্রাণ সংহার করিবেন, তাহাও তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন।

মহব্বত নুরজাহানের এই সকল অসম্ভব পরামর্শের কথা শুনিয়া একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, স্ত্রীলোক পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীর সমান। যাহাদিগের জীবনরক্ষা পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তাহাদিগের স্বাধীনতা কোথায়? নূরজাহান স্ত্রীলোক, সহস্র প্রকারে বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন হইলেও তাঁহাকে স্বামীর অধীন থাকিয়া জীবন যাপন করিতে হইতেছে। তিনি যে, অবরুদ্ধ সম্রাটের উদ্ধার সাধন করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের কথা! এই বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। নূরজাহান গুপ্ত অনুসন্ধানে মহব্বতের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্নের সহিত তাঁহাকে লোকান্তরিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নূরজাহান সম্রাটের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, এ সকল গুপ্ত কথার কিছুমাত্র আর সম্রাটের গোচর করিতেন না। কেবল তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য অন্য প্রকার মিথ্যা পরামর্শ করিতেন।

মহব্বত প্রতিদিন আপন শিবির হইতে সম্রাটের সহিত এক একবার সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। নূরজাহান কতকগুলি কাবুলী বন্দুকধারী লোককে এই যুক্তি দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, মহব্বত যখন সম্রাটের শিবিরে গমন করিবে, তোমরা সেই সময় পথের উভয় পার্শ্ব হইতে গুলি মারিয়া তাঁহার প্রাণবধ করিবে। একদিন মহব্বত একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন ; এমত সময়ে পথের উভয় পার্শ্ব হইতে অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। মহব্বত সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, তাম্বুতে ফিরিয়া গেলেন। পরে তিনি পত্র লিখিয়া সম্রাটকে এই সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট এই অভিনব ঘটনায় বিস্মিত হইয়া, আমি ইহার কিছুই জানি না, এই বলিয়া অস্বীকার করিলেন। মহব্বত বিশেষ গুপ্ত অনুসন্ধানে জানিলেন যে, ইহাতে সম্রাটের কোন দোষ নাই। তখন তিনি কতিপয় কাবুলীকে আনয়ন ও শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে ছাউনী তুলিতে অনুমতি দিয়া লাহোরাভিমুখে গমন করিলেন।

নূরজাহান অতঃপর দেখিলেন সম্রাট মহব্বতের পরামর্শে এরূপ বিমোহিত হইয়াছেন যে, তিনি তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত করিতেছেন না। নূরজাহান ইহা বুঝিতে পারিয়া অন্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক, যখন নিশ্চিত জানিলেন যে সম্রাট মহব্বতের বাক্যে একান্ত বশীভূত হইয়াছেন ;

তখন তিনি সেই দিন হইতে আর স্বামীকে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি গোপনে অন্য চেষ্টা দ্বারা তাঁহার উদ্ধারের উপায় করিতে লাগিলেন। নূরজাহান আপনাকে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য সম্রাটের অজ্ঞাতসারে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, রাজভৃত্য পরিচয়ে হুঁসিয়ার খাঁকে দুই হাজার সৈন্যের সহিত লাহোরে পাঠাইয়া দিলেন এবং আপনি রোহতস্ দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হুঁসিয়ার খাঁও রোহিতস্ দুর্গের কিছুদূরে থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।
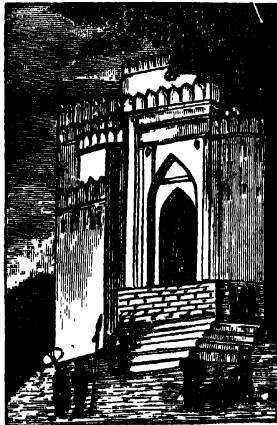
রোহিতস্ দুর্গ।

নুরজাহান, একদিন কৌশল করিয়া স্বামীকে আপন

সৈন্য পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাটও রাজ্ঞীর অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, মহব্বতকে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'আজ আমি আপনার সৈন্যের কুচ কাওয়াজ পরিদর্শন করিতে পারিব না ;—রাজ্ঞী নূরজাহানের অশ্বারোহী সৈন্যের কুচ কাওয়াজ পরিদর্শন করিব। আপনার সৈন্যদিগকে কুচ কাওয়াজ বন্ধ রাখিতে বলিবেন। মহব্বত সম্রাটের বাক্যে অসম্মত হইলে খাজা আবুল হোসেন তুর্ক দ্বারা তাঁহাকে স্বীকার করাইলেন। সম্রাট সম্রাজ্ঞীর সৈন্যদল দেখিতে যাইবেন, এজন্য রাজপ্রাসাদ হইতে রাস্তার উভয় পার্শ্বে রাজ্ঞীর অশ্বারোহী সৈন্যগণ নদীর তীর পর্য্যন্ত সারি দিয়া দাঁড়াইল। নদীর অপর পারে হুঁসিয়ার খাঁর সৈন্যদল রোহিতস্ দুর্গ পর্য্যন্ত সারি দিয়া দাঁড়াইল। এই সময় নুরজাহান স্বামীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজপ্রাসাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাটও এপর্য্যন্ত রাজ্ঞীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি রাজ্ঞীকে উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং উভয়ে সজ্জিত বেশে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক, সৈন্যের কুচ কাওয়াজ পরিদর্শনের জন্য গমন করিলেন। রাজ্ঞী সম্রাটের সহিত রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলে, সৈন্যগণ ক্রমে তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। পথপ্রদর্শক সেনাপতিগণ মহোল্লাসে বাদশাহ ও বেগমকে লইয়া, নদীর অপর পারে রোহিতস্ দুর্গে উপনীত হইল।

নূরজাহান অসীম বুদ্ধি কৌশলে সম্রাটকে মুক্ত করিয়া অতি সম্মানের সহিত আপন আবাসে উপবেশন করাইলেন এবং

সম্রাটের রাজ্ঞীর সৈন্য পরিদর্শনে গমন।

মনের আনন্দে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ও কুর্ণীশ করিয়া কহিলেন, জাঁহাপনা। মহব্বত খাঁ আপনার চির প্রতি-পালিত ভৃত্য, যাহার হৃদয়ে আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্তির

আশা এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে; সেই কৃতঘ্ন পাপাত্মা আপনাকে শত্রুরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ওঝাগণ যেমন মন্ত্র কৌশলে বিষধর সর্পকে ধৃত ও তাহার বিষদন্ত ভগ্ন করিয়া দিয়া মুষ্টিমেয় ভিক্ষার প্রার্থনায় যেমন তাহাকে সাধারণ সমক্ষে খেলাইয়া লইয়া বেড়ায়, মহব্বতখাঁ আপনাকে সেই ভাবে আবদ্ধ রাখিয়া, স্বকীয় খ্যাতি বৃদ্ধি করিতেছিল। আর আপনিও রাজ-শক্তি ও দয়া-মমতাশূন্য হইয়া, বিনাদোষে মহব্বতের কুমন্ত্রণায় আমার প্রাণ বধের জন্য অনুজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর রাজ্ঞী নূরজাহানের এই শ্লেষপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন।

রাজ্ঞী নূরজাহান অসীম বুদ্ধিবলে স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্ধার সাধন মানসে সম্রাটের নিকট হইতে মহব্বত খাঁর প্রতি একখানি আদেশপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। সেই পত্রে এই সকল কথা লেখা ছিল, "তুমি সত্বর ঠট্ট প্রদেশে শাহাজাহানের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইবে, আর আসফ খাঁ ও তাঁহার পুত্র আবু তালেব এবং শাহাজাদা দানিয়েলের পুত্রদ্বয়ের সহিত মুখলিস্ খাঁর পুত্র লস্করী খাঁ, ইহাদিগকে দরবারে পাঠাইয়া দিবে।" যদি এই আদেশ অমান্য কর, তাহা হইলে তোমার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইবে।" মহব্বত খাঁ সম্রাটের এই আদেশলিপি প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে এই চিন্তা করিতে

লাগিলেন, "আমি সম্রাটকে ছাড়িয়া দিয়া নূরজাহানের বুদ্ধিবলে এক্ষণে হীনপ্রভ হইয়াছি। আর তাঁহারও সৌভাগ্যের সময় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং সম্রাট জাহাঙ্গীর এখন তাঁহারই মতের অনুমোদন করিবেন। আমি এখন সম্রাটের এই কঠোর বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, রাজ্ঞীর মন্ত্রণায় যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই; অতএব ঐ সকল ব্যক্তিকে দরবারে পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করাই আমার উচিত হইতেছে।" মহব্বত এই স্থির করিয়া, অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণকে সত্বর দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। কেবল আসফ খাঁকে না পাঠাইয়া সম্রাটকে এইরূপ পত্র লিখিয়া দিলেন, "আমি এসময় ঠট্ট যাত্রা করিতেছি, সুতরাং আসফ খাঁকে ছাড়িতে পারিব না।" মহব্বত খাঁ রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রতি পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি নূরজাহানের দ্বারা সেই সকল বিষয়ের প্রতিশোধের আশঙ্কা প্রতিমুহূর্ত্তে করিতে লাগিলেন। আরও তাঁহার মনে এই ধারণা ছিল, আমি ঠট্ট প্রদেশে যুদ্ধে গমন করিলে, স্বাধীনতা প্রাপ্ত আসফ খাঁ কখনও আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না; অতএব লাহোর অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, আর আমার মনে কোন আশঙ্কা থাকিবে না। এদিকে নূরজাহান মহব্বতের পত্র পাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং আর কালবিলম্ব না

করিয়া, একজন লোক দ্বারা মহব্বতকে বলিয়া পাঠাইলেন, আসফ খাঁকে ছাড়িয়া দিতে আপনার কি কোন আপত্তি আছে? মহব্বত খাঁ নুরজাহানের পত্রের এই লিখন ভঙ্গী দেখিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রকে ছাড়িলেন না।

মহব্বত খাঁ সম্রাটের একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। সম্রাট তাঁহার চরিত্র ভালরূপ অবগত ছিলেন। মহব্বত যে রাজ্যলাভ বাসনায় তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন তাহা নহে। মহব্বত যে পদে অভিষিক্ত ছিলেন, সেই পদমর্য্যাদার কোনরূপ হীনতা হইবে না এই তাহার কারণ। সম্রাট যখন মহব্বতের নিকট অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন তিনি মহব্বতের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন, "আমি তোমার পূর্ব্বপদের হানি করিব না।" সম্রাট এই কথায় প্রতিশ্রুত হওয়াতে, মহব্বত তাহার প্রতি সমস্ত কঠোর আচরণ কমাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকীয় ক্ষমতা আপন হস্তে রাখিয়াছিলেন। মহব্বত সম্রাটকে পুত্তলিকার ন্যায় রাখিয়া তাঁহার প্রহরীর সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই, তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, আমি সম্রাটের প্রতি যে সকল অসদ্ব্যবহার করিয়াছি; এক্ষণে তাহার বিপরীত আচরণে নুরজাহানের প্রতিহিংসা আমার প্রতি কম হইতে পারে। কিন্তু তাহা কমিল না, বরং তাঁহার বাদশাহী ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তিতে নির্ব্বাপিত হিংসানল আরও প্রজ্ব-

লিত হইয়া উঠিল। রাজ্ঞী তাঁহার পূর্ব্বকৃত অসদ্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য সম্রাটকে কহিলেন, "এরূপ একটা দুর্দ্দান্ত কুটিল প্রকৃতির লোককে কখনই বিশ্বাস করা যায় না, কারণ যে বিনা দোষে আপনাকে বন্দী করিতে পারে, আমি এখন যদি তাহার আনুগত্যে বশীভূত হইয়া, সেই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন করি, তাহা হইলে প্রজারা আর আপনাকে সম্রাট বলিয়া মান্য করিবে না। আর মহব্বত যেরূপ ক্রূর প্রকৃতির লোক, সে সুযোগ পাইলেই, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বধ করিতে পারে। আপনি কোনমতে উহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন না। আপনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মহব্বতের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলে, আমি লোক-দ্বারা উহার প্রাণ বধ করিব এই মনন করিয়াছি। সম্রাট রাজ্ঞীর এই কঠোর বাক্যের কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "তুমি মহব্বতের সম্বন্ধে আমাকে আর কোন কথা কহিও না।" রাজ্ঞী নূরজাহান সম্রাটের নিকট এইরূপ বিফলমনোরথ হইয়া, বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, একজন গৃহরক্ষক খোজাকে আহ্বান করিয়া মহব্বতের জীবন বিনাশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

জাহাঙ্গীর গুপ্ত ভাবে রাজ্ঞীর এই আদেশ বাক্য জানিতে পারিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ মহব্বতকে তাহা লিখিয়া পাঠাইলেন। মহব্বত খাঁ সম্রাটের এই সংবাদ পাইয়া, জীবন

রক্ষার জন্য নানা উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিনি কোন উপায়ই স্থিরতর করিতে না পারিয়া পরিশেষে অতি গোপনে ঠট্ট অভিমুখে পলায়ন করিলেন। নূরজাহান যখন জানিলেন মহব্বত পলায়ন করিয়াছেন, তখনই তাঁহার হৃদয়ে শত্রুনির্য্যাতন-বাসনা দ্বিগুণতর বলবতী হইয়া উঠিল। রাজ্ঞী রাগান্ধ হইয়া আপন অধীনস্থ রাজগণের নিকট এই সংবাদ প্রচার করিয়া দিলেন যে, যিনি মহব্বত খাঁকে ধরিয়া দিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকে সন্তোষজনক পুরস্কার প্রদান করিব। মহব্বত খাঁ নূরজাহানের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া,প্রাণভয়ে তাড়িত কুকুরের ন্যায় নানা স্থানে লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন স্থানেই শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মনে মনে এই স্থির করিলেন, নবাব আসফ খাঁর শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার কৃপায় মুক্তিলাভ করা সম্ভব। তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়া, ঠট্ট হইতে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক কর্ণাল নামক স্থানে আসফ খাঁর বাদসাহী শিবিরে রাত্রি নয়টার সময় উপস্থিত হইলেন। দ্বাররক্ষক তাঁহার চির পরিচিত বটে, কিন্তু তাঁহার মলিন বেশ দেখিয়া হঠাৎ চিনিতে পারিল না। মহব্বত সেই দ্বাররক্ষকের নিকট অতি দীন ভাবে আপন পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "আমি আসফ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া যদি তাঁহার নিকট

এই সংবাদ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হই।" দ্বাররক্ষক মহব্বতের পরিচয় পাইয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে নবাবের নিকট যাইয়া এই সংবাদ দিলেন যে, মহব্বত অতি হীন অবস্থায় ক্লান্ত হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আসফ খাঁ, মহব্বতের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া, অতি সত্বর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং মহব্বতের মলিন বেশ, রুগ্ন-শরীর ও নানারূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আসফখাঁ ও মহব্বত উভয়ে শান্তিলাভ করিয়া, একাসনে উপবিষ্ট হইয়া, অনেক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহব্বত অতি বিনীত বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "মহাশয়! সম্রাটের স্ত্রৈণতাই আমার এই সকল সর্ব্বনাশের মূল। তিনি নুরজাহানের অপরূপ রূপ-মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়া, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, মান সকলই বিস্মৃত হইয়াছেন; কেবলমাত্র রাজ্ঞীর সন্তোষ সাধনই এখন তাঁহার জীবনের মুখ্যোদ্দেশ্য হইয়াছে। এরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির উপর রাজ্য রক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিলে, দেশের মঙ্গল হওয়া অতি অসম্ভব। আর নুরজাহানও অতি অকৃতজ্ঞমনা স্ত্রীলোক। আমার যত বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই তাহার মূল। সে জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যেরূপে

পারি আর একজনকে এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিব। আসফখাঁ তাঁহার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

মহব্বত নবাব আসফখাঁর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "নবাব নামদার! কুমার পরবেজ অতি ধার্ম্মিক বটে, কিন্তু তিনি অতি নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বলমনা। তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা অতি মূঢ়ের কার্য্য; কারণ যে রাজা দ্বারা রাজ্যের কোনরূপ মঙ্গল সাধন হইবে না, তাহাকে রাজ্যপদ প্রদান করা আর না করা উভয়ই সমান। আমার মতে আপনার জামাতা শাহাজাহান বিদ্যা, বুদ্ধি ও যুদ্ধ সকল বিষয়েই উপযুক্ত, আমি যুদ্ধ করিয়া যদিও তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছি, কিন্তু আমি স্পষ্ট বলিতেছি তাঁহার ক্ষমতার পরিচয়ও বিশেষরূপ পাইয়াছি। যদি আপনি আমাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি আমি অচিরকাল মধ্যে কুমার শাহাজাহানকে এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিব।" আসফখাঁ এই অপ্রার্থিত বন্ধুর উৎসাহ-বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে সৈন্য ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিব তাহার সন্দেহ নাই।" মহব্বতখাঁ নবাবের এইরূপ আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে জাহাঙ্গীরের অধীনস্থ দক্ষিণ দেশের সেনাপতির নিকট হইতে রাজ্যসংক্রান্ত নানারূপ বিবাদের সংবাদ আসিলে,তিনি অতিশয় বিকলচিত্ত হইলেন, এবং কি উপায়ে সেই সকল বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া, অনন্যোপায় হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ সময়ে মহব্বতের ন্যায় উপযুক্ত সেনাপতি থাকিলে, এই বিবাদের জন্য আমাকে কোন চিন্তা করিতে হইত না।"

নবাব আসফখাঁ, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, অতিবিনয় বাক্যে কহিলেন, "বাদশা নামদার! রাজ্ঞী নূরজাহান মহব্বতের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রাণবধের আদেশ প্রদান করাতে মহব্বত প্রাণভয়ে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছেন। আপনি যদি তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আপনার নিকট আনিয়া দিতে পারি।

সম্রাট আসফখাঁর বাক্যে অনুমোদন করিয়া কহিলেন, "আমি তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম।" আসফখাঁ সম্রাটের এই আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহব্বতকে তাঁহার নিকট আনিয়া দিলেন। মহব্বত রাজ্ঞীর কোপাগ্নি হইতে মুক্তি পাইলাম এই ভাবিয়া প্রীতমনে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্রাট মহব্বতকে দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত

হইয়া পূর্ব্বসম্মান ও পদমর্য্যাদা প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমার কোন ভয় নাই; তুমি আমার এই সৈন্য-দলের অধিনায়ক হইয়া, শাহাজাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন কর।

এই সময়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর লাহোরে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। একদিন আসফখাঁ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে অতি আদরের সহিত উপবেশন করাইয়া, রাজ্য সংক্রান্ত বাক্যালাপে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়া তাঁহাকে রাজ্য সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার সভাপতির পদ প্রদান করিলেন। জাহাঙ্গীর, বাল্যকাল হইতে যথেচ্ছাচারী ছিলেন। সম্রাট অকবর তাঁহার চরিত্র সংগঠন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করিলে কৃষকগণ যেমন বিফলমনোরথ হইয়া থাকে, সম্রাট অকবর সেলিমের শিক্ষায় সেইরূপ অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সম্রাট অকবর অতিশয় বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব সময় হইতে বিশেষরূপে জানিয়াছিলেন যে, সেলিম রাজপদ পাইবার উপযুক্ত নহেন, কিন্তু ইহা জানিতেন মনুষ্যদিগের দিনের গতিতেজীবনকাল শেষ হইয়া যায় কিন্তু তাহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকে। সম্রাট অকবর সেলিমকে অনুপযুক্ত বোধে রাজ্য প্রদান না করিলে জনসমাজে অখ্যাতি হইবে, আর রাজ্যভার প্রদান করিলেও সেইরূপ অখ্যাতির ভাগী হইতে হইবে।

এজন্য তিনি এই উভয় কার্য্যের ফল সমান জানিয়া লোক-লজ্জা-ভয়ে সেলিমকেই রাজপদ প্রদান করিয়াছিলেন।" জাহাঙ্গীর মহব্বতের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, নূরজাহানের নিকট অপ্রিয় হইবেন সন্দেহ নাই, তিনি ইহা জানিয়া মহব্বতকে নানারূপ কৃত্রিম প্রলোভনে ভুলাইয়া, শাহাজাহানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই সময় বঙ্গদেশ হইতে মহব্বতের ২২ লক্ষ টাকা আসিতে-ছিল। মুদ্রবাহকগণ বিহারের নিকট শাহাবাদে উপস্থিত হইলে, সম্রাটের সৈন্যেরা বাহকদিগের নিকট হইতে সেই টাকা কাড়িয়া লইয়াছিল।

শাহাজাহান জাহাঙ্গীরের উত্তেজনায় প্রপীড়িত হইয়া, পারস্যের অধীশ্বর শাহ আব্বাসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সময় ঠট্ট প্রদেশে কুমার শাহরিয়ারের কর্ম্মচারী সরীফ্ উল্-মূলক দুর্গ হইতে গোলা নিক্ষেপ করিয়া, শাহাজাহানের পারিষদবর্গকে নিহত করেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে কুমার পরবেজের মৃত্যু হয়। শাহজাহান নানা কারণে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঠট্ট পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাসিক নামক স্থানে পলায়ন করেন। মহব্বত সম্রাটের এই সামান্য ব্যবহারে নিরুৎসাহ হইয়া, সৈন্যগণ সহিত রাজ-পুতনায় যাইয়া লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে তিনি বিশ্বস্তরূপে জানিলেন যে, শাহাজাদা শাহাজাহান নাসিকে অবস্থিতি করিতেছেন;

মহব্বতখাঁ, আপন মনোভাব জানাইয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে শাহাজাহানেরও একজন যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশারদ লোক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি মহব্বতের সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। মহব্বত শাহাজাহানের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, ২০০০ অশ্বরোহী সৈন্য সহিত জুলির নামক স্থানে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

এই সময়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর পীড়িত অবস্থায় কাশ্মীরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পীড়ার আধিক্য প্রযুক্ত দিনদিন তাঁহার আহার হ্রাস হইতে লাগিল। তিনি কেবল কিঞ্চিৎ-মাত্র দ্রাক্ষারস পান করিয়া অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতে-ছিলেন। নূরজাহান স্বামীকে এইরূপ পীড়িত দেখিয়া, অশেষবিধ চিকিৎসা করাইলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পীড়ার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে লাহোরে লইয়া গেলেন। সম্রাট রাজ্ঞীর যত্নে লাহোরে আসিলেন বটে, কিন্তু এখানে আসিয়া, তাঁহার পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হইল না। সম্রাট দিন দিন আপনার অবস্থা অতি শোচনীয় বুঝিতে পারিয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি এই রোগ হইতে কোন মতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। তখন তিনি পুত্র শাহারিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

মন্ত্রিগণ সম্রাট জাহাঙ্গীরের মনে এই অপত্য স্নেহের আধিক্য ভাব সন্দর্শন করিয়া, তাঁহার শেষ অবস্থার তৃপ্তি-সাধন মানসে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কুমার শাহরিয়ারকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে শাহ-রিয়ার নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া, এরূপ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া-ছিলেন যে, তিনি পিতার মৃত্যু অবস্থার সংবাদ পাইয়াও লজ্জায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইলেন।

সংবাদ বাহক কুমার শাহরিয়ারের এইরূপ অকৃতজ্ঞতা সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সম্রাটের নিকট আসিয়া, শাহারিয়ারের সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলেন। সম্রাট পুত্রের এইরূপ অমানুষিক ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া, কিৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে তিনি অতি কষ্টে মনের শান্তি লাভ করিয়া, মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; "আমি অতি নরাধম! লোকে পুত্রবান্ হইয়া, মৃত্যুকালে মনের আনন্দে বিষয় সম্পত্তি পুত্র হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকে কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। শাহজাহান পিতৃদ্বেষী হইয়া, শত্রুভাবে দেশান্তরে বাস করিতেছে। কুমার শাহরিয়ার আত্মসুখে উন্মত্ত হইয়া, পিতৃভক্তি অশ্রদ্ধেয় ও বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাল্যকালে পিতা মাতার অধীন থাকিয়া, তাহাদিগের সদুপদেশ অভাবে বয়োবৃদ্ধ্যনুসারে যখন

তাহাদিগের যৌবনকাল সমুপস্থিত হয়, তখন তাহারা রিপু সকলের সন্তোষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর যাহারা পিতা, মাতা ও গুরুজনের সদুপদেশে সুশিক্ষিত হইয়া, জীবনের চির শত্রু রিপুগণকে আত্ম-বশে আনিতে পারে তাহারাই জ্ঞানী ও চিরসুখী। যে অকৃতজ্ঞ অশিক্ষিত ব্যক্তিরা গুরুজনের সদুপদেশ পরিত্যাগ করিয়া, পরম শত্রু কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক রিপু-সকলের মনোমুগ্ধকর প্রলোভনে বিমুগ্ধ ও সৎজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হয়, তাহারাই চির দুঃখী। আমি বাল্যকালে পিতা মাতার অতি আদরের পুত্র ছিলাম। পিতা আমাকে সুশিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যৌবন কালের মোহ-মদে উন্মত্ত হইয়া, সে সমুদয় সদুপদেশ অশ্রদ্ধেয় ও ঘৃণাজনক মনে করিয়া, বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সময়ে অসৎসঙ্গের গুণে আমার মন এরূপ কলুষিত হইয়াছিল যে, আমি এক সময়ে তাঁহাদিগের জীবন নাশ করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। এখন এই অসময়ে তাহা আমার মনে বিলক্ষণ অনুভব হইতেছে।"

জাহাঙ্গীর মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকিয়া, আপনার সদসৎ কার্য্যের পাপ ও পুণ্য বিচার করিয়া, সাধারণ সমক্ষে কহিতে লাগিলেন। "মনুষ্যের জীবন যখন ক্ষণস্থায়ী, ধন ও জন কেহই যখন তাহার গতিরোধ করিতে পারে না

তখন মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য এই তাঁহারা ধন ও জনের অহঙ্কারে উন্মত্ত না হইয়া, যেন জীবন কালের সদ্ব্যবহারে কায়মনবাক্যে যত্ন করেন। তাহা হইলে তাঁহারাই এই জগতের যথার্থ সুখানুভব করিয়া, পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবেন। আমি যৌবন কালে ধনৈশ্বর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া গুরুজনের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। এখন আমার অন্তিম কাল সমাগত, সেই সমস্ত ধন,জন বর্ত্তমান থাকিতেও গুরুজনের সেই সৎশিক্ষা এখন আমার উপকারী ও আনন্দজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। হায়! এখন আমি আর সে অনুশোচনা করিয়া কি করিব! আমার সকল সময়ই অতিবাহিত হইয়াছে; ঐ দেখ বিকটমূর্ত্তি করাল কাল! কালদণ্ড হস্তে লইয়া, আমার সম্মুখে দাণ্ডায়মান রহিয়াছে! আমার জীবন কালের সৎসদ্ পাপ পুণ্যজনিত কার্য্যের বিচার ঐ মহাত্মার নিকটেই হইবে।" নূরউদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর এই সকল কথা বলিতে বলিতে অনন্তকালের প্রলয়ার্ণবে আত্ম জীবন সমর্পণ করিয়া, ইহ ধাম পরিত্যাগ করিলেন।

যিনি যেরূপ ধনী, মানী, বিদ্যা, বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি হউন না কেন! সময়ে সকলকেই কালের এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে হইবে, অতএব ব্যক্তি মাত্রেরই উচিত, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের অলীক মোহিনীমায়াতে বিমুগ্ধ হইয়া, অমূল্য সময়ের অপব্যবহার ও আত্মজীবনকে

কলুষিত করা কোন মতেই উচিত নহে। মনুষ্যের এই সময় যায়,--জীবন যায়—কিন্তু জীবনকালের ভালমন্দ কার্য্য জন সমাজে প্রত্যক্ষ থাকিয়া, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে থাকে। যিনি জীবন কালে মনুষ্য সমাজের মর্য্যাদা ও আপন কার্য্যের সুখ্যাতি রক্ষা করিয়া চিরকীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন, তিনিই ধন্য ও মনুষ্য পদ বাচ্য।
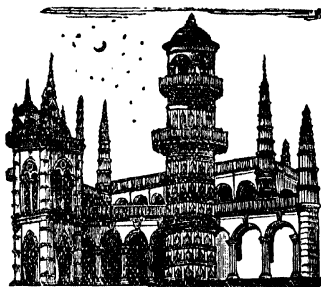
জাহাঙ্গীরের সমাধি।

সম্রাট নুরউদ্দীন জাহাঙ্গীর একাদিক্রমে ২২ বৎসর ভারতের রাজত্ব করিয়া ৫৯ বৎসর বয়সে ১৬২৭ খৃঃ অব্দের ২৮ এ অক্টোবর তারিখে চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার মৃত দেহ সুসজ্জিত ও সুগন্ধ দ্রব্যে সিক্ত করিয়া, মহা সমারোহের সহিত লাহোরে লইয়া গেলেন। নূরজাহান ইতিপূর্ব্বে সম্রাটের সহিত লাহোরে বাস করিতেন, তিনি সেই সময়ে তথায়

নানাবিধ সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধময় পুষ্পবৃক্ষে পরি-
শোভিত এক মনোহর উদ্যান এবং বিবিধ কারুকার্য্য
সমন্বিত প্রস্তর দ্বারা এক সপ্ততল বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়া-
ছিলেন। রাজ্ঞী নূরজাহান সর্ব্বদা সম্রাটের সহিত
সেই গৃহে বাস করিয়া, উদ্যানের ফল ও পুষ্পের উপহারে
তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতেন। আজ তিনিই সেই
সম্রাটকে চির নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া, "অনিবার্য্য
বিচ্ছেদ শোকের শান্তি কামনায়" সেই উদ্যানেই তাঁহার
সমাধি প্রদান পূর্ব্বক, পর জন্মের সুখ ভোগের জন্য তৎ
পার্শ্বেই আপনার এক কবর প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন।
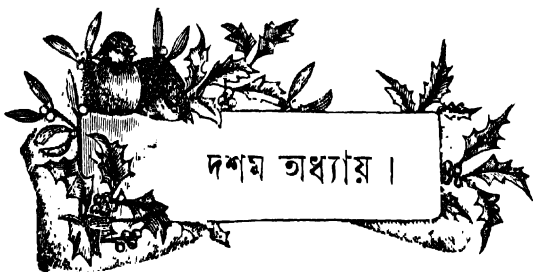
অজ্ঞানান্ধ ঐশ্বর্য্যশালী লোকদিগের জীবনের মূল্য অপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তির মূল্যই অধিক। নুরউদ্দীন মহম্মদ-জাহাঙ্গীর ভারতরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি অলঙ্ঘনীয় কালের গতিতে অমূল্য জীবনরত্ন বিসর্জ্জন ও ইহধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্তধামে গমন করিলেন। অলীক ধনরত্ন,—যাহার জন্য তিনি সদাসর্ব্বদা প্রাণাপণে বিবাদ বিষংবাদ করিতেন; সেই অকিঞ্চিৎকর বস্তু কিছুই তাঁহার অন্তিম কালের সহায় হইল না। "যে অর্থের বিন্দুমাত্র নষ্ট হইলে, যদিচ্ছা পরিমাণ প্রাপ্ত হইতে পারা যায় কিন্তু শতসহস্রাধিক সেইরূপ অর্থ প্রদান করিলে জীবনের এক অণুমাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" নুরউদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর আজ সেই জীবন-রত্ন হারাইলেন। তিনি যে কেবল ভারতের ধনরত্নের অধীশ্বর ছিলেন তাহা নহে; তাঁহার জীবন রত্নেরও অধীশ্বর ছিলেন। ঐশ্বর্য্য ভোগবাসনায়

তাঁহার জীবনকালে সকল লোকে তাঁহারই সেবা করিত, কেহ তাঁহার অর্থের সেবা করিত না। দেখ ! জগতের কি আশ্চর্য্য গতি, মানবগণের কি চমৎকার প্রবৃত্তি ; যখন লোকে তাঁহার সেবা করিত, তখন তিনি জীবিত ছিলেন ; এখন তিনি জীবিত নাই। তিনি বিষয় ও সংসারের মোহ-মায়া পরিত্যাগ করিয়া, অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অলীক ধন সম্পত্তি সকলই বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহার কিছু মাত্র উপকার স্বীকার বা তাঁহার জন্য এক-বারমাত্রও অনুতাপ করিতেছে না। দেখ মানব ? জ্ঞান সম্পন্ন মানবজীবন কি অকৃতজ্ঞ ! ধনরত্ন যেমন তাহার অধীশ্বরকে ভুলিয়া, অন্যের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। মানবও সেইরূপ ধন-রত্নের প্রলোভনে বিমোহিত হইয়া, সেই পরম প্রীতিভাজন ব্যক্তিকে একবারেই বিস্মৃত হইয়া, কেবল অলীক ধনলাভের জন্য বিবাদ বিষংবাদে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু পরিণামে যে সকলেরই এই গতি, তাহা কেহই একবার মনে ভাবিল না।

নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁ, সম্রাটের একজন প্রতি-পাল্য ও বন্ধু ছিলেন। আজ সেই ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পর ক্ষণেই, আপন জামাতা শাহজাহানকে রাজপদ প্রদান করি-বার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। যে শাহজাহান পিতার ভয়ে অতি দূরদেশে বাস করিতেছিলেন। আসফখাঁ শাহ-জাহানের তথা হইতে আসিবার অপেক্ষায় নিশ্চিন্ত থাকিলে,

এই সময়ে অন্য কেহ রাজসিংহাসন অধিকার করিতে পারে, এজন্য তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত ইরাদত খান্ খানি আজমের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন ; মৃত যুবরাজ খুস্রুর পুত্র দাওয়ার বক্স এখানে বন্দী আছেন। এক্ষণে তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি ও কৃত্রিম প্রলোভনে বশীভূত করিয়া, তাঁহাকেই রাজ্য প্রদান করা যাউক, পরে শাহজাহানকে সম্রাট করা যাইবে। তাঁহারা এই স্থির করিয়া দাওযাবক্সকে কহিলেন, "আমরা তোমাকে এই ভারত সম্রাজ্যের অধীশ্ব করিতেছি। তুমি কখনও আমা-দিগের মতের অন্যথাচরণ করিতে পারিবে না।" দাওয়ার বক্স তাঁহাদিগের এই প্রতারণা বাক্যের মর্ম্মবোধে অসমর্থ হইয়া, সেই বাক্যেই সম্মত হইলেন। তখন আসফখাঁ সাধা-রণের বিদিত জন্য দাওযারবক্সকে রাজবেশে সজ্জিত ও সিংহাসনে আরোহন করাইয়া, তাঁহারই মস্তকে রাজছত্র প্রদান করিলেন। নূরজাহান লোক পরম্পরায় সেই সংবাদ জানিতে পারিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং ভ্রাতার নিকট সেই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন কিন্তু তিনি নানা অছিলা করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

আসফ খাঁ অতি সুচতুর লোক ছিলেন। তিনি স্বার্থের অনুরোধে অধর্ম্মাচরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। আসফ খাঁ দাওয়ার বক্সকে সিংহাসনে বসাইয়া,

নিশ্চিন্ত হইলে না।—তিনি গোপনে শাহজাহান ও মহব্বতকে আনিবার জন্য বারানসীনামক একজন দ্রুতগামী লোককে কুণ্ডায় পাঠাইয়া দিলেন। আসফ খাঁ (সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ) তাঁহাদিগের পত্রে লিখিয়া দিবার সময় পাইলেন না। তিনি নিদর্শন স্বরূপ আপন হস্তের একটী অঙ্গুরী পাঠাইয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে আসফখাঁ আপন কন্যা মম তাজ মহলের সহিত শাহজাহানের বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি জামাতার জন্য দিল্লীর সিংহাসন নিরাপদ রাখিবার অভিপ্রায়ে কৌশলে দাওয়ার বক্সকে রাজপদ প্রদান করিলেন এবং সে দিন তাহারই নামে খৎবা পাঠ করাইলেন। নূরজাহান ভ্রাতার এইরূপ পক্ষপাত কার্য্য দেখিয়া, অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সেই দিন হইতে ভ্রাতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার নিকট আর কোন বিষয়ের যুক্তি করিতেন না। তিনি সম্রাটের উপদেশানুসারে স্বয়ংই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। আসফখাঁ তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, নূরজাহান ইহা বিশেষ রূপে জানিতে পারিয়া, তাঁহার অজ্ঞাতে তিনি সেই স্থানের আমীর ওমরাহগণের সাহায্য লইয়া, স্বপক্ষে লোক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আসফখাঁও ভগ্নীকে তাঁহার বিপক্ষে নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে দেখিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি যাহাতে স্বয়ং কোন কার্য্যসম্পন্ন করিতে না পারেন, এজন্য আসফ খাঁ নানা কৌশলে তাঁহাকে আপন শিবিরে বন্দিনীর ন্যায় রাখিয়া দিলেন।

এদিকে শাহরিয়ার পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, তথায় আসিতে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেন না। তিনি সৈন্য সহিত লাহোরে আসিয়া রাজকোষ অধিকার করিয়া বসিলেন। এদিকে নূরজাহানের কন্যা মেহেরুন্নিসা (লাল্লি) স্বামীর স্বপক্ষে নানা চেষ্টা করিয়া, দেশমধ্যে তাঁহাকেই সম্রাট বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন। 'শাহ-রিয়ার পিতার রাজপদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, সৈন্য ও সেনাপতিগণকে স্বমতে আনিয়াছিলেন'। এই সময় শাহাজাদা দানিয়েলের পুত্র মীর্জ্জা বাইশিন্দার লাহোরে আসিয়া শাহরিয়ারের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে অধীনে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে সেনাপতির পদ প্রদান করিয়া সৈন্য সহিত (বিতস্তা) নদীর অপর পার সুরক্ষিত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। আসফখাঁ ও দাওয়ার বক্স উভয়ে হস্তীতে আরোহণ করিয়া, বিপক্ষ সৈন্যের সমাগম পরিদর্শন করিবার জন্য নদীর তীরে উপ-স্থিত হইয়া দেখিলেন; শাহারিয়ায়ের সৈন্য এত অধিক যে, তাঁহারা এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া, কোন মতেই তাহা-দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না, এজন্য তাঁহারা অতিশয় ভীত হইয়া, সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজ্যলোভে উভয় পক্ষেরই রণপিপাসা এত অধিক হইয়াছিল যে,

তাঁহারা সৈন্যের বল অপেক্ষা মনের বলে বলীয়ান ও রণ-বাদ্য বাজাইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শাহরিয়ারের অশিক্ষিতসৈন্যগণ বিপক্ষের গোলাবর্ষণে ভীত হইয়া, যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, আপনাদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য অনেকেই তথা হইতে পালায়ন করিল। শাহরিয়ার যুদ্ধ স্থলের কিছু দূরে তিন সহস্র সৈন্য সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। এমত সময়ে বিপক্ষ দলের এক দূত ছদ্মবেশে আসিয়া, তাঁহাকে এই উপদেশ দিল। "আসফ-খাঁর সৈন্য বল এত অধিক যে, আপনি কোনরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিবেন না"। শাহরিয়ার ছদ্মবেশী দূতের এইরূপ প্রবঞ্চনা বাক্যে ভীত হইয়া, তিনিও সদলে দূর্গ মধ্যে পলায়ন করিলেন। আসফ খাঁ এই সুযোগে আর কাল বিলম্ব না করিয়া, আপন সৈন্যবল সহিত সেই দূর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। শাহরিয়ার আর উপায়ন্তর নাই দেখিয়া, আপন প্রাণ রক্ষার জন্য অন্তঃপূরে পলায়ন করিলেন। আসফখাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ ফিরোজখাঁ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া আনিল। 'মনুষ্যের প্রকৃতিই এই, তাহারা ধন মদে উন্মত্ত হইলে, তাহাঁদিগের হিতাহিত বিবেচনা শক্তি একবারেই লোপ হইয়া যায়।' শাহরিয়ার ধৃত হইয়া নব ভূপতি দানিয়েলের সম্মুখে নীত হইলেন। দানিয়েল তাঁহাকে দেখিবামাত্র অতি-শয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া দূতকে কহিলেন "ইনি রাজ বিদ্রোহী"

উহাকে আমার সম্মুখ হইতে লইয়া যাইয়া, সত্বর উহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া দেও। দূতগণ সম্রাটের এই আদেশ পাইয়া, শাহরিয়ারের দুইটি চক্ষু নষ্ট করিয়া দিল। তিনি অন্ধ হইয়া বন্দী ভাবে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সঙ্গে শাহাজাদা দানিয়ালের দুই পুত্রও বন্দী হইয়াছিল। শাহাজাদা শাহজাহান জাহাঙ্গীরের ভয়ে কুণ্ডায় বাস করিতেছিলেন। বারানসীখাঁ আসফখাঁর অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য ২০ দিনে তথায় উপস্থিত হইয়া, সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ দিলেন। শাহজাহান পিতার মৃত্যু সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া, মহব্বতের সহিত তথা হইতে বিদায় হইয়া, সত্বর গুজরাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পরদিন আহম্মদবাদে উপস্থিত হইলে, (শাহজাহান) "আমি ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইব," এই আনন্দে উৎফুল্ল চিত্ত হইয়া, তথা হইতে শ্বশুরের নিকট এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল "আপনি এই পত্র পাইয়াই আমার পরম শত্রুর বংশাবলী ও কুমার খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্স, কুমার শাহরিয়ার, ও শাহাজাদা দানিয়েলের পুত্রগণকে মারিয়া ফেলিবেন।" আসফখাঁ জামাতার ঐ পত্র পাইলেন বটে কিন্তু অকৃতজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হইলেন না।

কিছুদিন পরে শাহজাহান মহানন্দে লাহোরে আসিয়া উপ-

স্থিত হইলেন। আসফখাঁ সকলে সমবেত হইয়া, তাঁহাকেই রাজপদ প্রদান করিলেন। শাহজাহান দিল্লীর সম্রাট হইয়া, রাজ্যের কুশল চিন্তা করা দূরে থাকুক, সর্ব্বাগ্রেই চিরশত্রু দাওয়ার বক্স, শাহরিয়ার, দালিয়েলের পুত্রদ্বয় ও ভ্রাতা গরশাস্প এই সকলের প্রাণবধ করিলেন। এই তাঁহার রাজ্য পাইবার দ্বিতীয় দিন। আসফখাঁ জামাতার এই সকল নির্দ্দয় ব্যবহার জানিয়াও তাহার কোন প্রতিবাদ করিলেন না। শাহজাহান পরমানন্দে এই নৃশংস ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া, আগ্রায় আসিয়া; সর্ব্ববাদী সম্মত রাজপদ গ্রহণ করিলেন।

শাহরিয়ারের এইরূপ অকাল মৃত্যুতে নুরজাহানের সকল আশা ভরসার শেষ হইয়া গেল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মনুষ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিন সমান ভাবে একস্থানে অবস্থিতি করেন না। আসফখাঁ এখন সৌভাগ্যের সুসন্তান হইয়া, স্বার্থের অনুরোধে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ও শাহরিয়ারের প্রাণ বধ পূর্ব্বক আমার সকল আশাভরসার মূলচ্ছেদ করিয়াছেন, কি করিব। সকলই সময়ের কার্য্য। যাহা হউক, আর আমি অর্থের ও ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিবনা। যতদিন জীবিত থাকিব, ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিব। তিনি এই বলিয়া স্বইচ্ছাপূর্ব্বক রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সম্রাট শাহজাহান তাঁহাকে স্বার্থশূন্য ও ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে দেখিয়া, তাঁহার দৈনিক ব্যয়

নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। নূরজাহান সুখ ভোগের সকল ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একাহারী হইয়া, শুক্ল বসন পরিধানে হিন্দু বিধবার ন্যায় শুদ্ধাচারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। নূরজাহান অতি বিদ্যাবতী ছিলেন, তিনি মনের শান্তিস্থাপনের জন্য সর্ব্বদাই পারস্য ভাষায় লিখিত ধর্ম্মপুস্তক হইতে কবিতা রচনা করিয়া মনের শান্তি স্থাপন করিতেন।

নূরজাহান অসামান্যা রমণী ছিলেন। তিনি এরূপ বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন যে, এই প্রকাণ্ড ভারত সাম্রাজের রাজনৈতিক কার্য্য তিনি নখদর্পণে রাখিয়াছিলেন। নূরজাহান স্ত্রীলোক হইয়া, অতি সুন্দোবস্তে রাজ্য পরিচালন করিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানের মত বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্না পত্নী না পাইলে, বোধ হয়, তাঁহার রাজ্য রক্ষা করা দূরে থাকুক, নিশ্চয়ই শাহজাহান, ও খসরুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, সিংহাসনচ্যূত অথবা মহব্বতের নিকট চির বন্দীত্বে জীবন যাপন করিতে হইত।

নূরজাহানের বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস, কৌশল, ধূর্ত্ততা, দয়া স্নেহ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদি সকল গুণই ছিল। তিনি স্বার্থান্ধ ও হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া, মহব্বতের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার কেবল সেই কার্য্যই নিন্দনীয়; বোধ হয় সেই সকল ভুলেই শেষে তাঁহার এরূপ মন্দ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। নূরজাহান জগতের মধ্যে

অতুলনীয়া সৌন্দর্য্যশালিনী ছিলেন। তিনি যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতীও ছিলেন। শের অফগানের মৃত্যুর পর, তিনি যখন জাহাঙ্গীরের নিকট বন্দিনীভাবে ছিলেন, চৌদ্দ আনা পয়সা তাঁহার দিন নির্ব্বাহের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। সেই সময়ে তিনি আপন বুদ্ধি শক্তি প্রচার করিয়া, নূতন ধরণের গহনা, রেশমী বস্ত্রের ফুল, নক্সা, নূতন ধরণের জড়ওয়া গাঁথাইয়া আপন শিল্পকুশলতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে তিনি সম্রাটের মহিষী হইয়া, বিলাসিতার চুড়ান্ত কয়েকটী বস্তু প্রস্তুত করিয়া জগতে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। আতরই জাহাঙ্গীরী; সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপজল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পেশওয়াজের জন্য সূক্ষ্মচিক্কণ; "দুদামী" নামক বস্ত্র। ওড়নার জন্য পাঁচতোলিয়া বস্ত্র; "বাদলা" নামক বুটিদার বা গুলদার সূক্ষ্মরেশমী কাপড় এবং জরী এই সকল তাঁহারই আবিষ্কৃত। এতদ্ভিন্ন "সাবাসই চন্দনী" নামক চন্দন বন্দের কার্পেট, তাঁহার সকল শিল্প কার্য্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

নুরজাহান এইরূপে শুদ্ধাচারে জীবনযাপন করিয়া ৭২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার আত্মীয়গণ সেই মৃত দেহ লইয়া, মহাসমারোহে সুসজ্জিত করিয়া, জাহাঙ্গীরের সমাধি-পার্শ্বে তাঁহার স্ব নির্ম্মিত কবরে সমাধি প্রদান করিলেন।

সমাপ্ত।